উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৬,৯২২.৬৪ (+৪৪৩.৯৭)
নিফটি : ২৪,০০৫.৮৫ (+১৪০.১০)

অন্নপূর্ণায় ২৭ লক্ষ ফর্ম বাতিল ৩

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৩°	২৭°	৩৩°	২৭°	৩৪°	২৭°	৩৩°	২৬°

মহুয়াকে লক্ষ্য করে ডিমবৃষ্টি ৩

সেরা থ্রিলারের অপেক্ষায় ফুটবল বিশ্ব
ভিনিসিয়াস বনাম হাল্যান্ড ১০

শিলিগুড়ি ১৭ আষাঢ় ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 2 July 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 45

জোড়াফুলের দাবিতে আজ কমিশনে ঋতব্রতপন্থীরা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই : বিধানসভা ভোটের প্রচারে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে 'ভ্যানিশ কুমার' বলে কটাক্ষ করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিয়তির পরিহাস এমনই যে, সেই 'ভ্যানিশ কুমার'-এর হাতে এখন নির্ভর করছে মমতার রাজনৈতিক ভবিষ্যতের অন্যতম চাবিকাঠি- তৃণমূলের 'জোড়াফুল' প্রতীক।

যদিও বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'প্রতীক দাবি করব কেন? দাবি করার কী আছে? দুই-তৃতীয়াংশ বিধায়ক আমাদের সঙ্গে। আমরাই তো তৃণমূল।' তৃণমূলের নিয়ন্ত্রণ এবং দলীয় তহবিলের অধিকার চাইতে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির পৌঁছে যাচ্ছে নির্বাচন কমিশনে। নিজেদের 'আসল তৃণমূল' বলে দাবি জানাতে বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের মুখোমুখি হবেন ঋতব্রতপন্থীরা।

বুধবার বিকালেই ১০ সদস্যের প্রতিনিধিদল এজন্য নয়াদিল্লি পৌঁছে গিয়েছে। ঋতব্রত ছাড়াও ওই দলে সন্দীপন সাহা, আখরুজ্জামান, অরূপ রায়ের মতো নেতারা আছেন। দিল্লিতে পৌঁছে তাঁরা

১০ সদস্যের প্রতিনিধিদল দিল্লিতে

নিজেদের মধ্যে বৈঠকও করেছেন। দিল্লি রওনা হওয়ার আগে ঋতব্রত কলকাতায় বলেন, 'সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হওয়ার পর আমরা গোটা পরিস্থিতি নির্বাচন কমিশনকে জানিয়ে সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথি পাঠিয়েছিলাম এবং সাক্ষাতের আবেদন করেছিলাম। নির্বাচন কমিশনের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আমাদের সাক্ষাতের সময় দেওয়া হয়েছে।'

ঋতব্রত শিবিরের দাবি, বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁরা এখন দলের প্রকৃত নিয়ন্ত্রক। ৩০ জনের নতুন জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির তালিকা এবং অন্যান্য সাংগঠনিক নথিপত্র জাতীয় নির্বাচন কমিশনে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের যুক্তি, মমতাকে চেয়ারপার্সন করে তৈরি পুরোনো কমিটির মেয়াদ ফুরিয়েছে। যেহেতু দুই-তৃতীয়াংশ বিধায়ক তাঁদের সঙ্গে, তাই প্রতীক এবং তহবিলের আইনি অধিকার তাঁদেরই।

হাত গুটিয়ে বসে নেই কালীঘাট শিবিরও। ঋতব্রতরা নতুন কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া চালানোর সময়ই মমতার স্বাক্ষরিত আলাদা কমিটির তালিকা কমিশনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঋতব্রত শিবিরের দাবি শোনার পর কালীঘাটপন্থীদেরও ডেকে পাঠাতে পারে কমিশন।

এরপর আটের পাতায়

এমবাপের জাদুতে উড়ছে ফ্রান্স

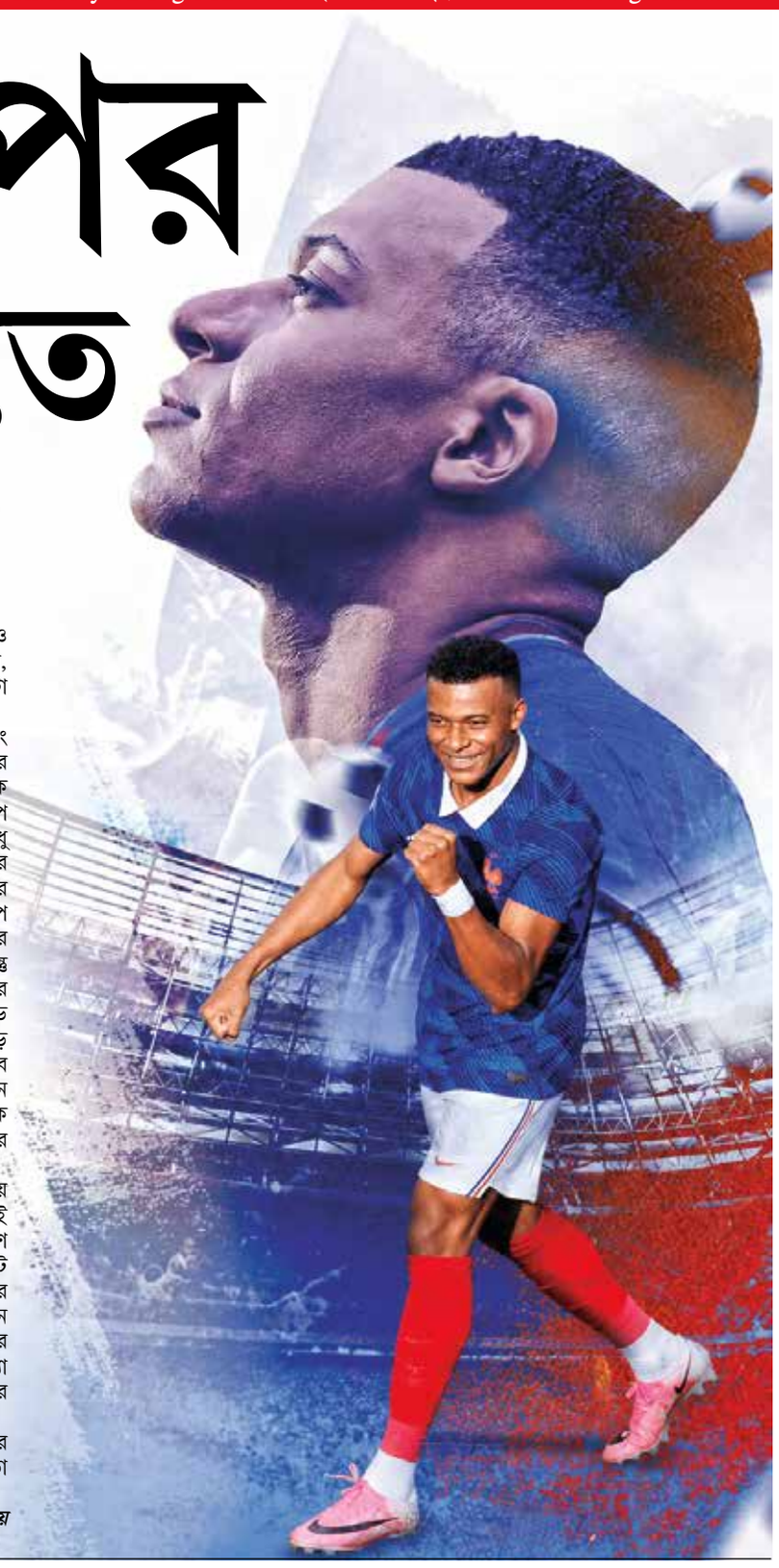

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ
জয় মণ্ডল

ফ্রান্স ৩ (এমবাপে-২, বারকোলা)
সুইডেন-০

নিউ জার্সি, ১ জুলাই : মেটলাইফ স্টেডিয়ামের প্রেস বক্সে বসে যখন মাঠের দিকে চোখ রাখা যাচ্ছিল, নিউ জার্সির গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপপ্রবাহকেও যেন ছাপিয়ে যাচ্ছিল আশি হাজার দর্শকের উন্মাদনা। কিন্তু সব গর্জন, সব উত্তেজনা একটা মুহূর্তে এসে রূপ নিল অদ্ভুত এক স্তব্ধতায়। ৪৫ মিনিটে কিলিয়ান এমবাপের শট যখন সুইডেনের জালে আছড়ে পড়ল, মাঠে দেখা গেল এক আবেগঘন দৃশ্য। গোল উদযাপনের চেনা উল্লাস ভুলে ফ্রান্সের ইতিহাসের সবাধিক গোলদাতা সোজা দৌড়ে গেলেন ডাগআউটের দিকে। দুই হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলেন কোচ দিদিয়ের দেশঁকে। গত সপ্তাহে মাতৃহারা হওয়ার শোক বুকে চেপে এই ম্যাচেই ডাগআউটে ফিরেছেন ফরাসি কোচ। প্রিয় কোচের এই বেদনাবিধুর মুহূর্তে এমবাপের দেখাদেখি গোটা ফরাসি দল যেভাবে ছুটে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরল, তাতেই ফুটে উঠল এই দলের আসল শক্তি। বিশ্বজয়ী এক দলের এমন নিবিড় পারিবারিক ঐক্য দেখে স্টেডিয়ামের বাতাসেও যেন এক অদ্ভুত আবেগ মিশে গেল। দেশঁ নিজেও আবেগাপ্লুত কণ্ঠে ম্যাচ শেষে বলে গেলেন, 'দলের এই ঐক্যের জন্যই আমরা আজ এতটা শক্তিশালী।'

অসাধারণ প্রতিভা, বিধ্বংসী ফিনিশিং আর অভাবনীয় দলীয় সংহতি- এই তিনের নিখুঁত রসায়নেই মঙ্গলবার রাতে সুইডেনকে ৩-০ গোলে চূর্ণ করল ফ্রান্স। বিশ্বকাপে ফরাসি ফুটবলারদের এই 'মাস্টারক্লাস' শুধু সুইডেন নয়, টুর্নামেন্টের বাকি দলগুলির জন্যও এক চূড়ান্ত সতর্কবার্তা। প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও শুরু থেকেই সুইডিশদের টুঁটি চেপে ধরেছিল ফরাসিরা। ২০ মিনিটেই জালের ঠিকানা খুঁজে নিয়েছিলেন এমবাপে, কিন্তু অফসাইডের খাঁড়ায় তা বাতিল হয়। এরপর মাইকেল ওলিসের একটি দুর্দান্ত ওভারহেড কিক পোস্টে লেগে ফিরে এলে গ্যালারিজুড়ে হতাশার দীর্ঘশ্বাস আছড়ে পড়ে। তবে প্রথমার্ধের একেবারে শেষলগ্নে ওসমানে ডেম্বেলের মাপা পাস থেকে সুইডিশ রক্ষণকে আক্ষরিক অর্থেই বোকা বানিয়ে ফরাসিদের কাঙ্ক্ষিত লিড এনে দেন এমবাপে।

দ্বিতীয়ার্ধেও মেটলাইফের সবুজ গালিচায় ফরাসি সিম্ফনি অব্যাহত ছিল। ৫৩ মিনিটে সেই ওলিসের জাদুকরি পাস থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ব্র্যাডলি বারকোলা। আর ৭৪ মিনিটে আবারও ওলিসের মাইনাস থেকে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে দলের ৩-০ ব্যবধান নিশ্চিত করেন এমবাপে। এই জোড়া গোলের সুবাদে এবারের বিশ্বকাপে তাঁর গোলসংখ্যা দাঁড়াল ৬-এ, যা ছুঁয়ে ফেলল লিওনেল মেসির বর্তমান টুর্নামেন্টের গোলসংখ্যাকে।

রেকর্ড বই বলছে, এই মুহূর্তে বিশ্বকাপের ইতিহাসে নকআউট পর্বে সর্বাধিক গোলদাতা এমবাপে (১০টি গোল)।

এরপর আটের পাতায়

জিতল ইংল্যান্ড

ইংল্যান্ড ২
(হ্যারি কেন ৭৫', ৮৬')
ডিআর কঙ্গো ১ (বি সিপেঙ্গা)

বিশ্বকাপের রাউন্ড অফ ৩২-এর ম্যাচে পিছিয়ে পড়েও ইংল্যান্ড ২-১ গোলে হারাল ডিআর কঙ্গোকে। ৭৫ ও ৮৬ মিনিটে অধিনায়ক হ্যারি কেনের জোড়া গোলে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করে ইংল্যান্ড।

▸▸ *বিস্তারিত বারোর পাতায়*

এল বৃষ্টি ঝেঁপে

ছাতা নেই। বৃষ্টি মাথায় দৌড় দুই খুদে পড়ুয়ার। বুধবার শিলিগুড়িতে সূত্রধরের তোলা ছবি।

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

ঐতিহাসিক হিলকার্ট রোডের নাম বদল চায় সংঘ পরিবার।

হিলকার্ট রোডের নাম বদলের দাবি

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : ঐতিহ্য রক্ষা এবং স্থানীয় ভাবাবেগকে গুরুত্ব দিতে রাজ্যের বিভিন্ন শহরের রাস্তার নাম পরিবর্তনের হাওয়া এবার এসে লেগেছে উত্তরবঙ্গেও। কলকাতায় নাম বদলের জন্য বিশেষ কমিটি গঠনের পরই এবার শিলিগুড়ি পুর এলাকার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও মোড়ের নাম পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ করেছে সংঘ পরিবার। এই বিষয়ে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষকেও চিঠি দিচ্ছে সংঘ পরিবারের কয়েকটি সংগঠন। তবে শংকরের বক্তব্য, 'শিলিগুড়িতে রাস্তা বা মোড়ের নাম পরিবর্তনের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব।' বিষয়টি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কয়েকজন ইতিমধ্যেই কথা বলেছেন বলেও তিনি জানিয়েছেন।

সংঘ সূত্রে খবর, শিলিগুড়ির যেসব রাস্তা বা মোড়ের নাম ব্রিটিশ আমলের বা কোনও বিতর্কিত ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত বা যেগুলোর কোনও সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই মূলত সেগুলোরই তালিকা করা হয়েছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফে ইতিমধ্যে তার একটি তালিকা প্রস্তাব হিসাবে রাজ্যের সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে বলে দাবি। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গের সম্পাদক লক্ষ্মণ বনসল বলেন, 'শুধু শিলিগুড়ি নয়, উত্তরবঙ্গের বেশকিছু এলাকার নাম পরিবর্তনের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। আমরা চাই স্থানীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে সামনে রেখে এলাকা বা মোড়, রাস্তার নামকরণ হোক।'

নাম পালটানোর প্রস্তাবের তালিকায় রয়েছে শহরের ব্যস্ততম হিলকার্ট রোডের নাম। উনিশ শতকের পাঁচের দশকে যখন ব্রিটিশরা দার্জিলিংকে একটি পাহাড়ি শহর এবং চা শিল্পের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলছিল, তখন সমতলের শিলিগুড়ি থেকে পাহাড়ে সহজে যাতায়াত ও পণ্য পরিবহণের জন্য একটি বড় রাস্তার প্রয়োজন পড়ে। লর্ড নেপিয়ারের তত্ত্বাবধানে ১৮৬১ সালে এই রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়। প্রথম দিকে ঘোড়া এবং গোরুর গাড়িতে পণ্য পরিবহণ ও লোক চলাচল করত বলে এই রাস্তার নামকরণ হয় হিলকার্ট রোড।

- শহর এলাকায় হিলকার্ট রোডের নাম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সরণি কিংবা স্বামী বিবেকানন্দ রোড করার প্রস্তাব
- হাসমি চকের নাম বদলের দাবি
- কোর্ট মোড়ের নাম বদলে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় চত্বর করার প্রস্তাব

বর্তমানে রাস্তাটির শহরের অংশের নাম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সরণি কিংবা স্বামী বিবেকানন্দ রোড করার প্রস্তাব উঠেছে। কোর্ট মোড়ের নাম বদল করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় চত্বর করার পরিকল্পনা রয়েছে। রয়েছে হাসমি চকের নাম বদলের প্রস্তাবও। স্থানীয় একটি হোটেলের নামানুসারে থাকা ভেনাস মোড়ের নাম বদলে হাসমি চক করা হয়েছিল

এরপর আটের পাতায়

চাল-ডিমের দামে দমবন্ধ আমজনতার

পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়ায় খরচ বেড়েছে

শমিদীপ দত্ত ও সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : রাজ্যজুড়ে 'ডিম থেরাপি' নিয়ে চর্চার শেষ নেই। তার মাঝে চড়চড়িয়ে দাম বাড়ায় নতুন করে খবরের শিরোনামে ডিম। খুচরো বাজারে একটি ডিমের দাম ৮ টাকা থেকে সাড়ে ৮ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। কবে কমবে ডিমের দাম, তা নিয়েও সাধারণ মানুষের প্রশ্নের শেষ নেই। ডিমের উৎপাদন কম হওয়ার কারণে চাহিদামতো জোগান নেই বলে ডিম ব্যবসায়ীরা দাবি করছেন। তবে মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে ২১০টি ডিমের দাম পাইকারি বাজারে ১৫০০ টাকা থাকলেও সেখানে বুধবার ২১০টি ডিম বিক্রি হয়েছে ১৪০০ টাকায়। তবে এদিনও খোলাবাজারে ডিম বিক্রি হয়েছে ৮ থেকে সাড়ে ৮ টাকা দরেই।

পাইকারি রেটে ডিমের দাম এদিন কিছুটা কমলেও স্বস্তি মিলছে না চালের দামে। গত পনেরো দিনের হিসেবে বাসমতি চাল ভ্যারাইটি হিসেবে পাইকারি রেটে কেজিপ্রতি দুই থেকে পাঁচ টাকা হিসেবে বেড়েছে। দাম বেড়েছে মোটা চালেরও। বর্তমানে মোটা চালের দাম কেজিপ্রতি পাইকারি রেটে বেড়ে

- খুচরো বাজারে একটি ডিমের দাম ৮ থেকে সাড়ে ৮ টাকা পড়ছে
- সাধারণ বাসমতি চালের দাম পাইকারি রেটে বেড়েছে কেজি প্রতি ২ থেকে ৫ টাকা
- মোটা চালের দাম পাইকারি রেটে কেজি প্রতি ২ থেকে ৩ টাকা বেড়েছে

হয়েছে ৩৫ টাকা। পনেরোদিন আগে ছিল ৩২ থেকে ৩৩ টাকা। 'সাধারণ বাসমতি চাল' কেজিপ্রতি বর্তমানে পাইকারি রেটে দাম বেড়ে হয়েছে ৬০ টাকা প্রতি কেজি। পনেরোদিন আগেই এই চালের দাম ছিল ৫৭ থেকে ৫৮ টাকা। 'ফাইন' বাসমতির দাম পাইকারি রেটে কেজিপ্রতি ৮৫ থেকে ৯০ টাকা রয়েছে। কিছুদিন আগেই সেই দাম ছিল কেজিপ্রতি ৮০ টাকা। অন্যদিকে, জিরা রাইস-এর বর্তমানে পাইকারি দাম কেজিপ্রতি ৯৫ থেকে ৯৭ টাকা। কিছুদিন আগে সেই দাম ছিল কেজিপ্রতি ৯০ টাকা। খুচরো বাজারে এই দাম আরও পাঁচ টাকা হিসেবে বেড়ে গিয়েছে।

পাইকারি চাল ব্যবসায়ী মিলন দাস বলছেন, 'গত কয়েকমাসের তুলনায় পেট্রোল, ডিজেলের দাম অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। যার সরাসরি প্রভাব এসে পড়ছে চালের দামে। পাশাপাশি যুদ্ধের কারণেও প্রচুর চাল বিদেশে গিয়েছে। যার প্রভাবও দেশে পড়েছে।' আরও এক পাইকারি ব্যবসায়ী বিপ্লব বিশ্বাসের আবার টিপ্পনী, 'সবটাই মনোপলি ব্যবসার প্রভাব।'

ডিমের জোগান কমার পেছনে ওয়েস্ট বেঙ্গল পোলট্রি ফেডারেশনের রেট কমিটির যুগ্ম সম্পাদক তন্ময় সাহার দাবি, 'রাজ্যে ডিমের দামে চাহিদা মেটাতে ৬০ শতাংশ ডিম অন্ধ্রপ্রদেশ, পঞ্জাব থেকে আনা হয়। বাকি ৪০ শতাংশ ডিমের জোগান রাজ্যে বিভিন্ন 'লেফার ফার্ম'-এর মাধ্যমে পূরণ করা হয়। কিন্তু গরমের কারণে রাজ্যে ডিমের উৎপাদন কম হওয়ায় ডিমের দাম বেড়ে যাচ্ছে।' তবে দাম বাড়ার পেছনে কারণ শুধু

এরপর আটের পাতায়

ভার্চুয়াল আউটডোরে মরণের হাতছানি

বিশ্বজুড়ে প্রতিদিন কোটি কোটি মানুষ নিজেদের রোগব্যাধি নিয়ে 'ভার্চুয়াল ডাক্তার'-এর দ্বারস্থ হন। তথ্য বলছে, প্রতিদিন গুগলে যত সার্চ হয়, তার প্রায় ৭ শতাংশই হল স্বাস্থ্য বা চিকিৎসাসংক্রান্ত। মিনিটে প্রায় ৭০ হাজারবার কেউ না কেউ পৃথিবীর কোনও প্রান্তে বসে নিজের শারীরিক অস্বস্তি নিয়ে গুগলে সার্চ করছেন।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

চেম্বারের দরজা ঠেলে হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে ঢুকলেন কম্পাউন্ডার, 'স্যর, সাহাকাকু আবার এসেছেন। একগাদা কাগজ নিয়ে।' শুনেই যেন ডাক্তারবাবুর মাথায় বাজ পড়ার দশা। প্রেসক্রিপশন লেখা বন্ধ করে কম্পাউন্ডারের কাছে জানলেন বাইরে আরও দুজন রোগী আছেন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন বেলা ১২টা ৩৫। হিসেব করে দেখলেন দুজন রোগী দেখতে খুব বেশি হলে পনেরো মিনিট লাগবে। চেম্বার শেষের সময় বেলা ১টা। তাহলেও ১০ মিনিটের হেরফের হচ্ছে। তা বুঝেই ভেতরে থাকা রোগীকে অনুরোধ করলেন, 'আপনার খুব তাড়া না থাকলে মিনিট দশেক বসে তারপর বের হবেন।' রোগী কারণ জিজ্ঞাসা করার আগেই ডাক্তারবাবু নিজেই বলতে শুরু করলেন, 'সাহাদা আমার পরিচিত। ওর কোনও রোগ নেই। সুস্থ মানুষ। গুগল ঘেঁটে নিজে নিজেই রোগ বের করে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই নানা টেস্ট করে সেইসব রিপোর্ট নিয়ে আমার কাছে আসে। ওর যন্ত্রণায় আমি রবিবার বাড়ির পাশের চেম্বারে বসা বন্ধ করে দিয়েছি। তাই আজ ইচ্ছে করে দেরি করব ওকে এড়ানোর জন্য।' শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ লাগোয়া চেম্বারে বসা ডাক্তারবাবুর মতো কমবেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে প্রায় সব চিকিৎসকেরই।

ডিজিটাল যুগে মানুষের ধৈর্য কমেছে আর হাতের মুঠোয় চলে এসেছে গোটা দুনিয়া। এখন আর একটু হাঁচি বা কাশি হলে কেউ ডাক্তারের চেম্বারে দৌড়ান না। তার বদলে স্মার্টফোনের স্ক্রিনে আঙুল চালিয়ে শরণাপন্ন হন এক সর্বজ্ঞানী দেবতার। তাঁর নাম 'গুগলবাবু'। গুগলবাবু এমন এক ডাক্তার, যাঁর কোনও নির্দিষ্ট চেম্বার নেই, ফিস দিতে হয় না, আর রাতবিরেতে যখন খুশি ডাকা যায়। কিন্তু মুশকিল হল, এই গুগলবাবুর কাছে সাধারণ সর্দিজ্বর নিয়ে গেলে তিনি এমন সব ভয়ংকর রোগের নাম বলে দেন যে, রোগীর জ্বরের চেয়ে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বেশি দেখা দেয়। শুরু হয় গুগলবাবু বনাম ডাক্তারবাবুর এক অনন্ত স্নায়ুযুদ্ধ।

পরিসংখ্যান দেখলে চোখ কপালে উঠতে বাধ্য। বিশ্বজুড়ে প্রতিদিন কোটি কোটি মানুষ নিজেদের রোগব্যাধি নিয়ে 'ভার্চুয়াল ডাক্তার'-এর দ্বারস্থ হন। তথ্য বলছে, প্রতিদিন গুগলে যত সার্চ হয়, তার প্রায় ৭ শতাংশই হল স্বাস্থ্য বা চিকিৎসাসংক্রান্ত। মিনিটে প্রায় ৭০ হাজারবার কেউ না কেউ পৃথিবীর কোনও প্রান্তে বসে নিজের শারীরিক অস্বস্তি নিয়ে গুগলে সার্চ করছেন। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ জীবনের কোনও না কোনও সময়ে নিজেদের উপসর্গের কথা লিখে ইন্টারনেটে চিকিৎসা খুঁজেছেন।

এরপর আটের পাতায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the District Magistrate & District Collector
District : Dakshin Dinajpur, Balurghat
Email: spl.lao.dd.blg@gmail.com

NOTICE INVITING REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)
RFP Notice No: DD/LA-RAIL/XY-LINE/2026/089
Date: June 23, 2026

The District Magistrate & Collector, Dakshin Dinajpur invites sealed **Single-Stage Two-Packet System (Technical & Financial)** electronic proposals from reputed, registered, and specialized technical agencies for providing end-to-end services in **Digital Land Surveys, Boundary Mapping, Comprehensive Land Acquisition Liaison Activities etc. for the construction of the proposed Buniadpur Kaliyaganj New BG Railway Line Project.**

1. Disclaimer & Project Overview
The Government of India (Ministry of Railways) has sanctioned the alignment of the **Buniyadpur Kaliyaganj New Rail Line Project.** To expedite execution, the District Administration of Dakshin Dinajpur is tasked with acquiring the required land parcels under The Railways Amendment Act, 2008
- **Project Name: Buniadpur Kaliyaganj New BG Railway Line Project**
- **Total Linear Length: 22.385 Kilometres** (within Dakshin Dinajpur district boundaries)
- **Total Target Acquisition Area: 301.041 Acres** (approximate)
- **Geographical Coverage: 31 Mouzas** spanning across designated community development blocks.
- **Time Frame : 18 months.**

2. Schedule of Bidding Process

Event	Date & Time
Date of Issue of RFP Document	July 1, 2026 at 10:00 AM
Pre-Bid Meeting	July 13, 2026 at 02:30 PM (At DM Conference Hall, Balurghat)
Last Date for Submission of Queries	July 15, 2026 up to 04:00 PM
Last Date & Time for Online Bid Submission	July 22, 2026 up to 03:00 PM
Opening of Technical Packets (Cover 1)	July 24, 2026 at 11:00 AM
Opening of Financial Packets (Cover 2)	To be announced post-technical evaluation
Bid Security/Earnest Money Deposit (EMD)	**25,00,000/- (Rupees Twenty-Five Lakhs only)** via online net banking/NEFT
Tender Document Processing Fee	**₹29,500/-** (Inclusive of 18% GST) (Non-refundable)

3. Scope of Work (SOW)

THE SCOPE OF WORK AND DELIVERABLES FOR THE SELECTED AGENCY(AGENCIES)

1. Collection and Preparation of Base Maps
- Collection of hardcopy Land Acquisition Proposal (LAPs) Map from the concerned department.
- Collection of Land Acquisition (LA) case wise relevant data from the concerned department.
- Procurement of corresponding mouza maps (LR) from District Land & Land Reforms Office.
- Superimposing with proper Georeferencing and Digitizing of LOA on corresponding mouza maps (LR) and extraction of proposed acquire area.
- Identification and verification of proposed alignment corridor on available maps.

2. Layout of proposed alignment
- Alignment of LAPs will be lying in proper field as per LAPs map and as per provided Coordinates.
- Demarcation of the alignment by CC pillars at regular interval of 20 m.
- Verification of demarcation jointly with revenue authorities and railway representatives.
- Preparation of alignment strip plans (scale as required, e.g., 1:2000 or 1:4000).
- Submission of soft copies (GIS-ready shapefiles, KML/KMZ, and CAD Dwg, etc.) and hard copies (maps, drawings, tabulations).

3. Preparation of PIR
4. List of plots with ownership details
- **Plot to plot survey within the alignment to identify the affected land owners, bargadars and evictees with** their respective share of area as per LAPs.
- Collection of necessary documents from the owners, bargadars and evictees.
- Preparation of Plot Index and Land Schedule in form 2C.
- Preparation of Draft Notification u/s 20A in requisite format.

5. Cost estimation
- Preparation of Rate report for determination of market value of land as per LA act on the basis of sale deeds collected from concern ADSR.
- Measurement of structures, trees etc. for assessment cost.
- Preparation of Estimate u/s 20F.

6. Preparation of Draft Declaration u/s 20E in requisite format.

7. Award
- Preparation of calculation sheet as per approved 20F estimate.
- Preparation of award statement and CC Voucher for disbursement of compensation among the awardee's u/s 20H.

8. Possession
- Preparation of possession certificate.
- Demarcation of acquired land.
- Preparation of final LA Plan.

Total Deliverables

Sl. No.	Deliverable Description	Format
1	Layout of LAPs	Physical
2	PIR	Hardcopy/Softcopy
3	Plot index, Land schedule and Draft notification	Hardcopy/Softcopy
4	List of plot to plot affected land owners, bargadars and evictees with their respective share of area	Hardcopy/Softcopy
5	Rate report and Estimate	Hardcopy/Softcopy
6	Draft Declaration	Hardcopy/Softcopy
7	Calculation sheet, Award statement and CC voucher	Hardcopy/Softcopy
8	Possession certificate	Hardcopy/Softcopy
9	Demarcation of acquired land	Physical
10	Demarcation Pillar Report Location, GPS coordinates, type, and photo of each demarcation pillar/peg installed	Hardcopy/Softcopy
11	Final LA Plan-Alignment Strip Maps - Linear representation of centreline and land acquisition boundary over topographic/cadastral background	Hardcopy (A1) & CAD/PDF
12	Digitized Cadastral Maps Geo-referenced and digitized cadastral boundaries (CS/RS/LR)	Shapefile, PDF
13	GIS Database Layers: centerline, land acquisition boundary, plots, pillars, features	Shapefile, KML, GDB
14	CAD Drawings Alignment and acquisition limits in engineering drawing format	DWG, DXF
15	Google Earth Overlay Visual layer for land acquisition corridor (with key attributes)	KML/KMZ
16	Final Project Report Consolidated documentation of all technical processes, maps, results, and certifications	Hardcopy & PDF

4. Minimum Eligibility Criteria
A scanned copy of following documents must be uploaded at the time of submission of Bid
- Income Tax return of the firm for the last three financial years.
- GST registration certificate of the firm.
- PAN of the firm/company/ proprietor.
- Valid Trade License of the firm.
- Experience in the relevant field e.g. similar assignments or land acquisition facilitation surveys for linear transport corridors (Railways, National Highways, Expressways, or major pipelines) executed satisfactorily during last three Year.
- The firm/Company shall have minimum 2 Crores average turnover for last three years.
- In case of firms/ company where there is more than one partner, Bid must be signed by each partner or member or by the person holding the legal Power of Attorney on behalf of other partners/members of the firm. In the latter case a copy of the Power of Attorney attested by a Gazetted Officer must be submitted with the Technical Bid.
- The Bidders must submit this Bid documents duly signed by the authorized representative of the Bidders.
- The Bidders shall have to furnish an affidavit on Non-Judicial Stamp paper of proper value duly attested by a Notary Public indicating that he/she has not been debarred /blacklisted by any Department/ Board Corporation of Govt. of India or of any Central / State Govt. or any PSU. The affidavit must be prepared issued after the publication of this Bid on portal.
- The Bidders must submit an Address proof of his fully functional registered office.
- The bidders shall have in their full-time engagement experienced technical personnel, of Full Squad for Land Acquisition work with the sufficient knowledge of LOA/Notification/Declaration/Award/Possession, for example with experience equivalent to Addl. LAO (Government service retired) and two at least two person persons with experience equivalent to Asstt. LAO (Government service retired) and at least two persons with experience equivalent to Revenue Inspector (RI) (Government service retired) / Revenue Officer (RO) (Government service retired), Amins & Surveyors (Government service retired). Authenticated documents in respect of qualification and engagement shall be furnished for Technical Evaluation.

5. Submission Protocols
- Bids must be securely uploaded through the official portal of **wbtenders.gov.in**. No physical, hardcopy or emailed packets will be evaluated during the initial opening.
- **Packet 1 (Technical Cover):** Must include EMD confirmation receipt, registration certificates, audited balance sheets, previous project completion letters, and scanned resumes of mapping experts.
- **Packet 2 (Financial Cover):** Must contain the completed **Bill of Quantities (BOQ)** sheet, quoting an all-inclusive cost (per Acre or per KM basis) net of relevant central/state taxation structures.

6. RIGHT OF THE TENDER INVITING AUTHORITY
i. Right to Accept/reject of the Tender
- The acceptance of the tender will rest with the accepting authority and does not bind the accepting authority to accept the lowest bid.
- The DM, Dakshin Dinajpur & CALA, Buniadpur Kaliyaganj New BG Railway Line Project reserves the right to accept or reject any bid, and to annul the tender process and reject all bids at any time prior to award of contract, without thereby incurring any liability to the affected bidder or bidders or any obligation to inform the affected bidder or bidders of the grounds for the DM, Dakshin Dinajpur & CALA, Buniadpur Kaliyaganj New BG Railway Line Project's action.
- The Tender Inviting Authority reserved the right for seeking extension of offer validity from the successful Bidder. Acceptance of such request offer is however optional to the Bidder. The Tender Inviting Authority reserves the right to modify and amend any of the stipulated conditions/criteria depending upon the project priorities vis-a-vis urgent requirements. The DM, Dakshin Dinajpur & CALA, Buniadpur Kaliyaganj New BG Railway Line Project makes no commitments, explicit or implicit, that this process will result in a business transaction with anyone.
- This RFP does not constitute an offer by the DM, Dakshin Dinajpur & CALA, Buniadpur Kaliyaganj New BG Railway Line Project. The bidder's participation in this process may result in the DM, Dakshin Dinajpur & CALA, Buniadpur Kaliyaganj New BG Railway Line Project selecting the bidder to engage in further discussions and negotiations towards execution of a contract. The commencement of such negotiations does not, however, signify a commitment by the DM, Dakshin Dinajpur & CALA, Buniadpur Kaliyaganj New BG Railway Line Project to execute a contract or to continue negotiations.
- The entire work will be done under the direct supervision of the DM, Dakshin Dinajpur & CALA, Buniadpur Kaliyaganj New BG Railway Line Project, WB or any officer nominated by the DM, Dakshin Dinajpur & CALA, Buniadpur Kaliyaganj New BG Railway Line Project. The DM, Dakshin Dinajpur & CALA, Buniadpur Kaliyaganj New BG Railway Line Project will have the right of inspection of the working facility of the agency and the agency should implement any instructions relating to acquisition process.

ii. Right to Terminate the Contract
The DM, Dakshin Dinajpur & CALA, Buniadpur Kaliyaganj New BG Railway Line Project reserves the right to terminate the contract in case there is any material breach of contract by the selected bidder.
- In the event of failure to adhere to the delivery job/work schedule, the DM, Dakshin Dinajpur & CALA, Buniadpur Kaliyaganj New BG Railway Line Project shall have the right to terminate the contract with the selected bidder and get the job done or performed from alternate sources at the risk and cost of the tenderer and the excess expenditure incurred on account of this shall be recovered from performance security bank guarantee and/or pending bills.

iii. Right to distribute the work among multiple vendors
The DM, Dakshin Dinajpur & CALA, Buniadpur Kaliyaganj New BG Railway Line Project reserves the right to divide the area of interest into more than one zones (considering the strength of the bidder to complete the assignment within the stipulated timeline without compromising on the quality) and assign the same to separate bidders/consortiums at the lowest rate received during the bid process subject to acceptance of the same by the next in-line bidders in the post-evaluation ranking. In such case, individual contracts would be executed between the DM, Dakshin Dinajpur & CALA, Buniadpur Kaliyaganj New BG Railway Line Project and all such bidders /consortiums.

iv. Right to Negotiate signing
The DM, Dakshin Dinajpur & CALA, Buniadpur Kaliyaganj New BG Railway Line Project reserves the right to further negotiate the rate with the selected bidder(s) prior to signing of the contract.

By Order of the District Magistrate/Competent Authority for Land Acquisition
(Buniadpur Kaliyaganj New BG Railway Line Project)
District: Dakshin Dinajpur, West Bengal

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ডিসিবিএল/০৩/২০২৬/এনজেপি, তারিখঃ ২৪-০৬-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা মুক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : টেন্ডার নং.ঃ ডিসিবিএল০৩২০২৬এনজেপি। **কাজের নামঃ (ক)** উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ব্রিজ মেরামত কাজের সাথে সম্পর্কিত নিউ জলপাইগুড়ি/পান্ডু/শিলচরে টেস্টিং ল্যাব, ইনস্পেকশন রেকর্ড রুম, ইকুইপমেন্ট রুম এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাসহ পিইবি (প্রি-ইঞ্জিনিয়ার্ড বিল্ডিং) স্ট্রাকচার -এর ডিজাইন, স্থাপন ও নির্মাণ। (খ) নিউ জলপাইগুড়িতে ৬৩১৫৫', ১২৫৮' ও ১৩৩৮' ইউসি স্প্যান রেলওয়ে ব্রিজের যন্ত্রাংশ সংরক্ষণের জন্য শেড নির্মাণ। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্য ঃ** ১২,৭৩,০৭,০৬০.০১ টাকা, **বিড সিকিউরিটিঃ** ২৫,৪৬,২০০.০০ টাকা। টেন্ডার **বন্ধের তারিখঃ** ২০-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা। টেন্ডার **খোলার তারিখঃ** ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/ব্রিজ-লাইন/নিউ জলপাইগুড়ি (পশ্চিমবঙ্গ)-এ ২০-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫.০৫ ঘণ্টা। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

ডিওয়াই. সিই/ব্রিজ-লাইন/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রেলওয়ে সামগ্রী পরিবহনের জন্যে পথের ঠিকা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১৩৫-এএমএম-এনজিইউজে-ট্রাক-ট্রান্সপোর্ট-২৬ তারিখঃ ০১-০৬-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- ডাক সংখ্যা। জিইএম/২০২৬/বি/৭৭১৫৫৩৭ তারিখঃ ২৩-০৬-২০২৬। **কাজের নামঃ** শিলিগুড়ি জংশন ডিজেল শেড ডিপোতে ০২ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে চালক সহিত রেলওয়ে সামগ্রী (সংলগ্ন অনুলগ্নক এ অনুসারে) পরিবহনের জন্যে পথের ঠিকা। **টেন্ডার রাশিঃ** ৪১,৩৮,১৩৩.৪০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৮৩,৪০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৭-০৭-২০২৬ তারিখের ১৮.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৮.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র www.GeM.gov.in-ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিএমই/ডিজেল, শিলিগুড়ি জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিসেবায়"

স্টোর্স ই-প্রোকিওরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং- এস/৬৬/০০৬/২৬-২৭, তারিখ ঃ ২৬-০৬-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ

ক্র.নং.১। টেন্ডার নং. এনজে২৬৫০৫৫,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৬-০৭-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও পরিমাণঃ এইচএইচপি ডিজেল লোকোমোটিভের কম্প্রেসার ইউনিট সরবরাহ। কনসাইনি ঃ এসএসই/ডি/শিলিগুড়ি জং., এনএফআর; পরিমাণ ঃ ০৫ টি। **দ্রষ্টব্যঃ**-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, টেন্ডারদাতারা (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগইন করতে পারেন, সম্ভাব্য বিডার যারা উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তারা যদি ইতিমধ্যে **আইআরইপিএস**-এ রেজিস্টার করে থাকেন তাহলে তাদের উপরের ওয়েবসাইটে লগইন করতে হবে এবং তাদের প্রস্তাব বৈদ্যুতিকভাবে জমা করতে হবে। যদি তারা **আইআরইপিএস**-এ রেজিস্টার না করে থাকেন তাহলে, তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তারা যেন ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফাইং এজেন্সিগুলির কাছ থেকে ক্লাশ-III ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রমাণপত্র সংগ্রহ করেন এবং উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন।

ডিওয়াই. চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে পার্কিং চুক্তির জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে পার্কিং চুক্তির জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** সি-এপি-পার্ক-৫৩-১, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট)ঃ** ১৩-০৭-২০২৬ তারিখের ১১.৩০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ১৩-০৭-২০২৬ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপ/দিন ঃ ১০১৬।

এসকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরন
এ৪/১	পার্কিং-এপিডিজে-জেপিই-এমএক্স-১-২৬-১ (পার্কিং-মিশ্রড)	জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকা, তিনি চাকা এবং চার চাকার এবং তদুর্ধ চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লট।

উপরের নিলাম বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ই-নিলাম লিজিং মডিউলের অধীনে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে এসি ওয়েটিং রুম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ই-নিলাম

"আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনে এসি ওয়েটিং রুমের উন্নয়ন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ" সংক্রান্ত ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি। **নিলাম ক্যাটালগ নম্বর:** সিএপিএনএফআরএসিডব্লিউটিএনজিজেপিই; **নিলাম শুরু (সমস্ত লট)** ঃ ১৩-০৭-২০২৬ তারিখ ১০:০০ টায়। **একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্স ফি; **দিন:** ১৮২৬;

ক্রম নং	লট নম্বর/ক্যাটাগরি	বর্ণনা
এএ/১	পিএনইউ-এপিডিজে-জেপিই-ডব্লিউআরএল-৫৬-২৬-১ (পে এন্ড ইউস - লাউঞ্জ/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লক রুম)	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনে এসি ওয়েটিং রুম-১ এর কাছে (পে এন্ড ইউজ টয়লেটের পাশে অবস্থিত) এসি ওয়েটিং রুম-০২ -এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ লাইসেন্সধারীর খরচে।

নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১৩-০৭-২০২৬ তারিখে ১০:৩০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরবর্তী লটগুলি বন্ধ হওয়ার ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** আগ্রহী অংশগ্রহণকারী/নিলামকারীদের আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

দ্যা জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)
কোচবিহার আর.ও.
আর.এন. রোড, কোচবিহার, পিন নং - ৭৩৬১০১
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর :
ইউ১৭২৩২ডাব্লিউবি১৯৭১জিওআই০২৭৯৫৮

টেন্ডার আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি

কোচবিহার আর.ও-এর অধীনে বিভিন্ন ক্রয়কেন্দ্র থেকে কোলকাতা এবং হাওড়া এবং তার আশপাশের বিভিন্ন পাটকল/ স্টোরেজ গোডাউনে পাটের বেল (১৫০ কেজি) পরিবহণের জন্য স্বনামধন্য/ অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে অনলাইন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডারের নথি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.jutecorp.in এবং www.etenders.gov.in.-এ পাওয়া যাবে।

আগ্রহী পক্ষগুলিকে সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র এবং ইএমডি সহ ১০.০৭.২০২৬ তারিখ বিকেল ০৫:০০টা পর্যন্ত বা তার পূর্বে ই-টেন্ডারিং সাইটের মাধ্যমে তাদের টেন্ডার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

জমাকৃত টেন্ডারগুলি ১৩.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২:০০টায় খোলা হবে। কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোনো বা সমস্ত টেন্ডার গ্রহণ বা প্রত্যাখান করার অধিকার নিম্নেস্বাক্ষরকারীর নিকট সংরক্ষিত।

আরও বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইট www.jutecorp.in এবং www.etenders.gov.in- এ পরিদর্শন করুন।

আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
দ্যা জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
কোচবিহার আর.ও.
cbc 41122/12/0021/2627

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Online tender NIT: DHFWS/CW-32(4th Call) of 2025-26 and DHFWS/CW-01 of 2026-27 are hereby invited for boring & Installation of 100 mm dia. Tube well and Iron Roof Shed at Nagrakata block a. For details please visit the website www.wbtenders.gov.in or the office of the undersigned. Sd/- CMOH, Jalpaiguri. ICA-T11449(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
Assistant Engineer, Gangarampur Sub-Division, P.W.Dte. is inviting Notice e-Tender no. WBPWD/AE/GMPSD/ NIeT-04/2026-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5016155_1. Last date of Bid submission on 13.07.2026. up to 12.00PM. Intending bidders are requested to visit the website : https://wbtender.gov.in and this office notice board. Sd/-Assistant Engineer (P.W.Dte.), Gangarampur Sub – Division, Dakshin Dinajpur. ICA-T11503(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.D (S.S), N.B.M.C Sub-Division, invites e-Tender for hiring inspection vehicle under this sub-Division. NIQ No. 01 of 2026-27. Tender Id : 2026_WBPWD_5016118_1. Bid submission start date (online) 06.07.26. from 09:00 A.M. Bid submission closing date (online) 13.07.2026. upto 05:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.D (SS) N.B.M.C Sub-Division. ICA-T11491(1)/2026

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার নং. ডিওয়াই-সিই-সিএপিডিজে-সার্ভে২০২৬-১, তারিখঃ ২৯-০৬-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ ফার্মের কাছ থেকে সিল করা খামে খোলা টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নামঃ** চালসা-নক্সাল (১৯.৮৫ কিমি) নতুন লাইন-এর জন্য টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে, মাটিতে অ্যালাইনমেন্ট নির্ধারণ, এল-সেকশন প্রস্তুতকরণ, ইয়ার্ড ইএসপিএস, ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবনা প্রস্তুতকরণ, ফরেস্ট ডাইভারশনের অনুমোদনের প্রক্রিয়া, গাছ কাটা, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ পরিকল্পনা ইত্যাদি এবং আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,৫৮,৫৭,০০৮.৯২ টাকা, **বায়নার ধনঃ** ৫,১৭,২০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২০-০৭-২০২৬ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২০-০৭-২০২৬ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

ডিওয়াই. সিই (কন)/আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ টিএসকে/ইলেক্ট্/২৪৬; তারিখঃ ২৬-০৬-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডারিং সিস্টেমের মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: **ক্র. নং. ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম-এর অধীনে ১২টি স্টেশন (ডিব্রুগড়, নিউ তিনসুকিয়া, মরিয়নী জং., তিনসুকিয়া, মাকুম জং., মার্ঘেরিটা, দুলিয়াজান, নাহরকটিয়া, নামরূপ, সিমালুগুড়ি জং., আমগুড়ি ও যোরহাট টাউন)-এর ২৪টি লিফট স্থাপনের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। (**টেন্ডার নং. এলডি-টি-১৪-টিএসকে-৯৪৩**)। টেন্ডার মূল্যঃ ৮৪,৫৫,২৪৬/- টাকা, বায়নার ধনঃ ১,৬৯,১০০/- টাকা। **ক্র. নং. ২; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** ডিব্রুগড়ে - ডিব্রুগড় কোচিং ডিপোতে নিউ সিক লাইন নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। (**টেন্ডার নং. এলডি-টি-১৪-টিএসকে-৯৪৪**)। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৩১,৮০,১৪১/- টাকা, বায়নার ধনঃ ২,৬৩,৬০০/- টাকা। **ক্র. নং. ৩; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য - নিউ তিনসুকিয়াতে - অফিসার্স রেস্ট হাউজ-এর উন্নয়ন। (**টেন্ডার নং. এলডি-টি-১৪-টিএসকে-৯৪৫**)। টেন্ডার মূল্যঃ ৩২,৭৯,০৮৪/- টাকা, বায়নার ধনঃ ৬৫,৬০০/- টাকা। **ক্র. নং. ৪; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য - (১) ডিব্রুগড় স্টেশনে ১০০ বিছানাযুক্ত আরপিএসএফ ব্যারাক-এর নির্মাণ। (২) ধামালগাঁও (ডিএমজিএন) স্টেশনে আরপিএফ (ওপি) অফিস বিল্ডিং এবং ১২ বিছানাযুক্ত আধুনিক আরপিএফ ব্যারাক-এর নির্মাণ। (৩) ফরকাটিং জংশনে - আরপিএফ/ওপি/ফরকাটিং জংশনে অফিস বিল্ডিং-এর নির্মাণ। (**টেন্ডার নং. এলডি-টি-১৪-টিএসকে-৯৪৬**)। টেন্ডার মূল্যঃ ৩৫,৪৭,৭৭০.৯০ টাকা, বায়নার ধনঃ ৭১,০০০.০০ টাকা। **ক্র. নং. ৫; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য - (১) তিনসুকিয়া ডিভিশনে- মরিয়নী জং স্টেশনে ৫০ বিছানাযুক্ত আরপিএফ ব্যারাক-এর নির্মাণ। (২) তিনসুকিয়া ডিভিশনে - শিমলুগুড়ি জং স্টেশনে ৩০ বিছানাযুক্ত আরপিএফ ব্যারাক-এর নির্মাণ। (৩) তিনসুকিয়া ডিভিশনে আরপিএফ ব্যারাকের আপগ্রেডেশন। (**টেন্ডার নং. এলডি-টি-১৪-টিএসকে-৯৪৭**)। টেন্ডার মূল্যঃ ৪৩,৬৫,৪৬৯.৬০ টাকা, বায়নার ধনঃ ৮৭,৩০০.০০ টাকা। **ক্র. নং. ৬; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য - (১) নিউ তিনসুকিয়ায় - নতুন টাইপ-II কোয়ার্টার (৮ ইউনিট)-এর নির্মাণ। (২) নিউ তিনসুকিয়ায় - ২ ইউনিট টাইপ-IV কোয়ার্টার-এর নির্মাণ। (৩) ডিব্রুগড় টাউনে- নতুন টাইপ-II কোয়ার্টার (৮ ইউনিট)-এর নির্মাণ। (**টেন্ডার নং. এলডি-টি-১৪-টিএসকে-৯৪৮**)। টেন্ডার মূল্যঃ ৩১,৪৮,৮৫৪.৬০ টাকা, বায়নার ধনঃ ৬৩,০০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৭-০৭-২০২৬ তারিখের ১৩:০০ ঘণ্টায় এবং ১৭-০৭-২০২৬ তারিখের ১৩:০০ ঘণ্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৭-০৭-২০২৬ তারিখের ১৩:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ইলেক্ট্.)/তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪০৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪১২০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৪২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২২৪৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২২৪৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
N.B.D.D NOTICE INVITING QUOTATION
Online Quotation invited by the E.E., NBDD Vide eNIQ No-08/2026-27. Details of works be seen in the above mentioned NIQin the website:- www.wbtenders.gov.in & www.wbnorthbengaldev.gov.in Sd/- Executive Engineer, North Bengal Development Department ICA-T11478(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-Tender Notice
NIT No.JGMCH/MSVP/eNIT-06/2025-26 & Tender Id : 2026_HFW_1015536_1
e-Tender is invited by the MSVP, JGMC&H, Jalpaiguri from the eligible agency/firm for repairing of various items/Equipment at JGMC&H, Jalpaiguri, bid submission closing date 17.07.2026 upto 05:00 p.m. The detail tender notice may be seen in the website www.wbtenders.gov.in Sd/- Medical Superintendent cum Vice Principal, Jalpaiguri Govt. Medical College & Hospital, Jalpaiguri. ICA-T11444(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Irrigation & Waterways Directorate/ Govt. of W.B.
e-TENDER NOTICE
e-N.I.T No- WBIW/EE/NDID/e-NIT-05 of 2026-27
Executive Engineer, North Dinajpur Irrigation Division, Raiganj Uttar Dinajpur invites e-Tender (online) for One (01) No. of Work vide e-N.I.T No - WBIW/EE/NDID/e-NIT-05 of 2026-27, circulated vide Memo no.- 515 dated. 30.06.2026. Document Download start date & Bid submission start date is 02/07/2026 at 11:00 hours. Bid submission end date is 08/07/2026 at 17:00 hours. (For details please visit website www.wbtenders.gov.in & www.wbiwd.gov.in and at North Dinajpur Irrigation Division Office during office hours). Sd/- Executive Engineer, North Dinajpur Irrigation Division. ICA-T11457(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for the works mentioned below – Sl. 1. **Name of the work** : Civil, Plumbing and Electrical works for Construction of Model AYUSH OPD Building at Madarihat SAD in Madhya Rangalibajna PHC in the district of Alipurduar, West Bengal during the year of 2025-26. **NIT Ref. No.** WBMSCL/NIT-593/2026 Dated – 30/06/2026. Tender/s can be downloaded from www.wbtenders.gov.in or www.wbmsc.gov.in on or after 03/07/2026 at 11:00 A.M. Clarification requests, if any may be sent to cpec@wbmsc.gov.in or call 033 40340410 Sd/- General Manager, WBMSCL Additional Secretary to the Govt. of West Bengal. ICA-T11450(3)/2026

রঙিয়া ডিভিশনে পি-ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

টেন্ডার নোটিশ নম্বর : ২৬, ২৭ এবং ২৮-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৬-২৭; **তারিখ:** ২৬-০৬-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **ক্রম নং. : ১; এনআইটি নম্বর ঃ** ২৬-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৬-২৭; **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** দুধনৈ-মেন্দিপথার (এসএল) - সেস মেরামত। **টেন্ডার মূল্য:** ৯,১৩,৫২,১২৬.৪২/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ১৮,২৭,১০০/-টাকা;
ক্রম নং. : ২; এনআইটি নম্বর ঃ ২৭-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৬-২৭; **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** (i) এসএসই/পি-ওয়ে/গোয়ালপাড়া টাউনের অধীনে নিউ বঙাইগাঁও-গোয়ালপাড়া টাউন-কামাখ্যা সেকশনে পি-ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ (দুই বছরের জন্য)। কিমি ৩৪.০০ থেকে কিমি ১০৫ পর্যন্ত, মোট =৭১.০০ কিমি। (ii) এসএসই/পিওয়ে/ছয়গাঁও -এর অধীনে নিউ বঙাইগাঁও-গোয়ালপাড়া টাউন-কামাখ্যার সেকশনে পি-ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ (দুই বছরের জন্য)। কিমি ১০৫.০০ থেকে কিমি ১৭২.৩ পর্যন্ত, মোট =৬৭.৩০ কিমি। **টেন্ডার মূল্য:** ৭,৮৮,১৬,০৫৪.৭৯/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ১৫,৭৬,৩০০/-টাকা;
ক্রম নং. : ৩; এনআইটি নম্বর ঃ ২৮-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৬-২৭; **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** (i) এসএসই/পিওয়ে/বিলাসিপাড়ার অধীনে অভয়াপুরী-গৌরীপুর সেকশনে পি-ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ (দুই বছরের জন্য)। কিমি ১৬৫.২০ থেকে কিমি ২৪৬.৫০০ পর্যন্ত =৮১.৩০ কিমি। (ii) এসএসই/পি-ওয়ে/বঙাইগাঁও -এর অধীনে নিউ বঙাইগাঁও-অভয়াপুরী-যোগীঘোপা এবং বাসুগাঁও-নিউ বঙাইগাঁও-বঙাইগাঁও সেকশনে পি-ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ (দুই বছরের জন্য)। কিমি ১৪৩ থেকে কিমি ২৫৬.২০ এবং কিমি ০.০০ থেকে কিমি ৩৪.৬০ পর্যন্ত, মোট =৪৭.৮০ কিমি। **টেন্ডার মূল্য:** ৯,৩৭,৭২,৬০৭.৫২/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ১৮,৭৫,৫০০/-টাকা; উপরোক্ত টেন্ডারগুলি **বন্ধের** তারিখ ও সময় ১৭-০৭-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং **খোলা হবে** ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে হোটেল কাম রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য রাঁধুনি, বিরিয়ানি স্পেশালিস্ট ও অন্যান্য স্টাফ চাই। বেতন - আলোচনা সাপেক্ষ। 8918326845 / 9635511168. (C/122581)

বিক্রয়

কোচবিহার ছড়ারকুঠি মৌজায় ২৩১ দাগ নং-এ জমি বিক্রি হবে। সত্বর যোগাযোগ : শংকর দে, মো ঃ 8116745359. (CA)

ডিস্ট্রিবিউটার চাই

30 বছরের বিশ্বস্ত ঔষধ প্রস্তুতকারক কোম্পানীর জন্য জেলা ভিত্তিক PCD চাই। 9748995599. (K)

ভাড়া

Rent 3200 sqft Godown space with washroom, staff quarter available in Eastern Bypass near forestta, 2nd plot from main road. (M) :- 9434039999 / 9475903678. (C/122265)

অ্যাফিডেভিট

আমি Lalbabu Roy, পিতা রাজকুমার রায় গত 01.03.2024 তারিখে E.M. কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Lalbabu Roy এবং Lal Mohan Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম। (C/122431)

•

I, Jiaul Hoque, S/o Sajed Ali, Vill-Beltola, P.O.-Chorolmoni, P.S-Chahchal, Dist.-Malda, do hereby declare that vide an affidavit sworn before the E.M. Court at Chanchal, Malda on 10/04/26, my Daughter, namely Suravjan Khatun and Surefjan Khatun is the same and one identical person. (C/122579)

•

আমি Shobha Rani Roy স্বামী Saylendra Nath Roy বেতগারা, ধওলাগুড়ি, ময়নাগুড়ি জলপাইগুড়ি। আমার RPLIতে নাম ভুল থাকায় গত 18.3.26 তারিখে জলপাইগুড়ি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট (নং 8356) বলে Shobha Rani Roy ও Sova Ray একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (S/C)

•

I, Sumali Biswas D/o Nisit Kanti Biswas residing at Pabitra Para, P.O. and Dist-Jalpaiguri-735101 shall henceforth be known as Sumali Choudhury as declared before the Judicial Magistrate 1st Court, Jalpaiguri (W.B.) vide affidavit No. 20929 dated 16.06.26 Sumali Biswas and Sumali Choudhury both are same identical person. (C/122429)

কাটিহার ডিভিশনে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

টেন্ডার নোটিশ নম্বর ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./২৮ অফ ২০২৬; তারিখ ঃ ২৫-০৬-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নম্বর ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/II/কাটিহার -এর এখতিয়ারভুক্ত কাটিহারে ওআরএইচ এবং এসআরএইচ -এর রক্ষণাবেক্ষণ (দুই বছরের জন্য)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৪৮,৫০,১৯৮.৬৯/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ২,৯৭,০০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ২৪-০৭-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহসম্পূর্ণ তথ্য ২৪-০৭-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আলিপুরদুয়ার জংশনে ইলেকট্রিক্যাল টিআরডি কাজ

টেন্ডার নোটিশ নম্বর : এপি-ইএল-টিআরডি-০২-২৬-২৭; **তারিখ:** ২৬-০৭-২০২৬, নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **কাজের নাম:** নিম্নলিখিত কাজের সাথে সম্পর্কিত ইলেকট্রিক্যাল টিআরডি কাজ: (১) স্টেশন উন্নয়নের সাথে সংযোগ রেখে শিলাগুড়ি এবং নিউ মাল জংশন ইয়ার্ডে ব্যালাস্টলেস ট্র্যাকের সংস্থান। (২) স্টেশন উন্নয়নের সাথে সংযোগ রেখে হাসিমারা এবং দলগাঁও ইয়ার্ডে ব্যালাস্টলেস ট্র্যাকের সংস্থান। **টেন্ডার মূল্য:** ১২,৯০,৪৫৬/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ২৫,৮০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধ ও খোলার তারিখ ও সময়:** ১৭-০৭-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা হবে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি (ওপি ও জিএস),
আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বিপন্ন কোনও পরিবারকে সাহায্য করতে পেরে মানসিক শান্তি পাবেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুপারিশে কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পাবেন। বৃষ : কোনও প্রলোভনের সামনে মাথা নোয়াবেন না। পেটের কারণে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ আজ বন্ধ রাখতে হতে পারে। মিথুন : ভিনদেশি বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারেন। প্রেমের সম্পর্ক বাড়িতে মেনে নিতে পারে। কর্কট : সন্তানের পরামর্শে কোনও জটিল কাজে আজ সমাধান হয়ে যাবে। বিজ্ঞান গবেষণায় সাফল্য পাবেন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। সিংহ : সংসারের প্রত্যেকেই আপনার সঙ্গে সহমত হবেন না। কর্মপ্রার্থীরা চাকরির ভালো খবর পেতে পারেন। কন্যা : আজ পরিবারের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার জনপ্রিয়তায় বিরোধীরা হিংসা করবে। তুলা : শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটবে। দূরের কোনও বন্ধুর পরামর্শে উপকৃত হবেন। বৃশ্চিক : সামাজিক কোনও কাজে যোগ দিয়ে সম্মানিত হতে পারেন। প্রেমের সঙ্গীকে অযথা ভুল বুঝবেন। ধনু : ব্যবসার জন্য ঋণ নিতে হতে পারে। মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তি মিলবে। মকর : বহুমূল্য কোনও দ্রব্য বাড়ি থেকে হারিয়ে যেতে পারে। পুরোনো সম্পদ কিনে লাভবান হবেন। পথে আজ একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। কুম্ভ : নিজের উপর বিশ্বাস রাখুন। সাফল্য পাবেন। বাবার রোগমুক্তিতে মানসিক শান্তি মিলবে। মীন : আপনার সুমধুর ব্যবহারের সুযোগ নিতে পারে। বাড়িতে নতুন সদস্যের আগমনে আনন্দ। ধর্মচর্চায় মানসিক শান্তি পাবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৭ আষাঢ় ১৪৩৩, ভাঃ ১১ আষাঢ়, ২ জুলাই ২০২৬, ১৭ আহার, সংবৎ ২ আষাঢ় বদি, ১৬ মহরম। সূঃ উঃ ৪।৫৯, অঃ ৬।২৩। বৃহস্পতিবার, দ্বিতীয়া দিবা ৮।১০। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ৮।৫০। বৈধৃতিযোগ অপরাহ্ণ ৪।৪১। গরকরণ দিবা ৮।১০ গতে বণিজকরণ রাত্রি ৮।৪৪ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৮।৫০ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, দিবা ৮।১০ গতে দ্বিপাদদোষ, দিবা ৮।৫০ গতে দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ৮।১০ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৩।২ গতে ৬।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৪১ গতে ১।১ মধ্যে। যাত্রা- নাই, সন্ধ্যা ৬।৪১ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৮।৪৪ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- রাত্রি ৬।৪১ গতে ৮।৪৪ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৬ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১১।১৬ মধ্যে। অমৃতযোগ - দিবা ৩।৪২ গতে ৬।২৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ গতে ৯।১৩ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ২।১২ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৫।০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়।
কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

আমলাদের অভয়বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর • মহিলাদের সুরক্ষায় পুলিশের ডায়াল ১১২

রাজনৈতিক ক্যাডার বানাব না

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১ জুলাই : 'আপনাদের কোনও রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করব না, নির্বাচনের ক্যাডারও বানাব না। ভয়মুক্ত হয়ে নিরপেক্ষভাবে কাজ করুন।' বুধবার ধনধান্যে প্রেক্ষাগৃহে ডব্লিউবিসিএস অফিসারদের মুখোমুখি হয়ে ঠিক এই ভাষাতেই অভয়বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দায়িত্ব নেওয়ার পর রাজ্য সিভিল সার্ভিসের আধিকারিকদের সঙ্গে এটিই ছিল তাঁর প্রথম বৈঠক। আর প্রথম দিনেই পূর্বতন সরকারের 'দলদাস' সংস্কৃতি থেকে প্রশাসনকে বের করে আনার কড়া বার্তা দিলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, আগের জমানায় ভয় ও রাজনৈতিক চাপের মুখে পড়ে নিচুতলার আধিকারিকরা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। ভেঙে পড়েছিল প্রশাসনিক চেইন অফ কমান্ড। এমনকি শীর্ষ আইএএস-আইপিএসদের মঞ্চে বসিয়ে রেখে দেশের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক আক্রমণ করা হতো। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নাম না করে শুভেন্দু বলেন, 'আমি নিজে বহু প্রশাসনিক বৈঠক করেছি, কিন্তু কখনও কোনও আধিকারিককে প্রকাশ্যে অসম্মান করিনি। আমরা সুস্থ ও পেশাদার সম্পর্কে বিশ্বাসী।' উদাহরণ হিসেবে তিনি বর্তমান মুখ্য উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্তর কথা তুলে ধরেন, যাঁকে আগের আমলে কার্যত বাধ্য হয়ে রাজ্য ছাড়তে হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় তহবিলের নয়ছয় নিয়েও এদিন সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। 'বাংলার বাড়ি' থেকে 'মিড-ডে মিল'-এর টাকা অন্য খাতে ঘুরিয়ে দেওয়ার তীব্র সমালোচনা করে তিনি অফিসারদের নির্দেশ দেন, কেন্দ্রের সঙ্গে অযথা সংঘাত নয়, বরং সহযোগিতার মাধ্যমে রাজ্যের উন্নয়ন করতে হবে। দুর্নীতি রুখে রাজস্ব বাড়াতে আধিকারিকদের আরও সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। পরিসংখ্যান দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগের সরকার যে পাথর খাদান থেকে মাত্র ৭০ কোটি টাকা রাজস্ব পেত, বর্তমান সরকার সেখান থেকেই ১২০০ কোটি টাকা আদায় করেছে।

প্রশাসনের কাজের মূল্যায়নে যুগান্তকারী পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, "রাজনৈতিক আনুগত্য নয়, পারফরম্যান্সই হবে শেষ কথা। যে সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করবে, আমার কাছে সেই সেরা।" আগামী ছ'মাস পর ফের আমলাদের সঙ্গে বৈঠকে বসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি জানান, বাস্তব পরিস্থিতির নিরিখে অফিসারদের মতামতকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

অন্নপূর্ণায় বাদ ২৭ লক্ষের নাম

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১ জুলাই : নারীকল্যাণ এবং মহিলাদের নিরাপত্তায় যুগান্তকারী পদক্ষেপ করল রাজ্যের নতুন সরকার। পূর্বতন সরকারের 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর খোলনলচে বদলে নতুন 'অন্নপূর্ণা যোজনা'-য় প্রায় ২৭ লক্ষ আবেদনকারীর ফর্ম বাতিল করা হয়েছে। বুধবার নেতাজি

নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অন্নপূর্ণা যোজনার অনুষ্ঠানে শুভেন্দু অধিকারী।

ইন্ডোরের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, সরকারের টাকা শুধু প্রকৃত এবং বৈধ ভারতীয় উপভোক্তারাই পাবেন।

১ কোটি ৬০ লক্ষ আবেদনের মধ্যে বৈধ হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন ১ কোটি ৩০ লক্ষ মহিলা, যাঁদের মধ্যে প্রায় ১ কোটি ৯ লক্ষ উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে ইতিমধ্যেই টাকা পৌঁছে গেছে। বিভ্রান্তি কাটাতে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগের জমানায় ভিনদেশি নাগরিক থেকে শুরু করে ভোটার তালিকায় নাম না থাকা বহু মানুষ বেআইনিভাবে এই সুবিধা পাচ্ছিলেন। এমনকি, ১০ লক্ষ 'পুরুষ লক্ষ্মী'-র নামও পাওয়া গেছে! কড়া ঝাড়াইবাছাই করে এই সমস্ত ভুয়ো নাম বাতিল করা হয়েছে। তবে সিএএ-তে আবেদনকারী বা ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন শরণার্থীদের ভাতা আপাতত বন্ধ করা হচ্ছে না। নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তরের একটি বিশেষ পোর্টাল চালু হচ্ছে, যেখানে অন্নপূর্ণা যোজনার উপভোক্তাদের তালিকা দেখা যাবে এবং অযোগ্যদের বিরুদ্ধে সরাসরি আপত্তিও জানানো যাবে।

মহিলাদের যাতায়াত এবং সুরক্ষাতেও এদিন একগুচ্ছ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের জন্য খুব শীঘ্রই 'পিঙ্ক কার্ড' চালু হবে, যার জন্য সরকারের প্রায় ৩০০ কোটি টাকা খরচ হবে।

সবচেয়ে বড় চমক মহিলাদের নিরাপত্তায়। উত্তরপ্রদেশ বা গুজরাতের মডেলে এবার বাংলাতেও চালু হচ্ছে 'ডায়াল ১১২' পরিষেবা। এতদিন বাংলায় পুলিশকে ফোন করার পর ব্যবস্থা নিতে গড়ে ৩ ঘণ্টা সময় লাগত। এবার থেকে ফোন করার মাত্র ৬ মিনিটের মধ্যে পুলিশ পৌঁছবে। প্রতিটি থানায় চালু হচ্ছে আলাদা মহিলা হেল্পডেস্ক। আরজি কর, বকটুই বা পার্ক স্ট্রিটের মতো ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তা— অপরাধীদের রেয়াত করা হবে না, প্রয়োজনে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। পুরোনো অমীমাংসিত মামলার বিচারের জন্য বিশেষ কমিশন গঠনের কথাও জানান তিনি।

পরমাণু হুমকি পাকিস্তানের

ইসলামাবাদ, ১ জুলাই : সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করা নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে আরও একবার সুর চড়াল পাকিস্তান। পহলগাম হামলার পর নয়াদিল্লির এই পদক্ষেপের জেরে 'পরমাণু যুদ্ধের' মতো চরম পরিণতির হুঁশিয়ারি দিয়ে আন্তর্জাতিক মহলের হস্তক্ষেপ চাইলেন পড়শি দেশের নেতারা।

সম্প্রতি ইসলামাবাদে এক সম্মেলনে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ইশাক দার দাবি করেন, 'জলকে কখনও রাজনৈতিক বা যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়।' পিপিপি প্রধান বিলাবল ভুট্টো জারদারি স্পষ্ট জানান, সিন্ধু নদ পাকিস্তানের জীবনরেখা। তিনি আরও বলেন, 'জল আটকালে তা অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই হয়ে দাঁড়াবে। এর জেরে পরমাণু যুদ্ধ লেগে গেলে তখন দোষ দেওয়া যাবে না।'

অনশনের পঞ্চম দিন। সোনম ওয়াংচুকের সঙ্গে দেখা করতে এলেন এক বৃদ্ধ। বুধবার নয়াদিল্লিতে।

গায়েব ব্রেন, হার্ট ও লিভার

লখনউ, ১ জুলাই : ভেনেজুয়েলায় কর্মরত ভারতীয় নাবিক রাকেশ চৌহানের মৃত্যু ঘিরে দানা বাঁধল গভীর রহস্য। গত মে মাসে ৩৩ বছরের ওই তরুণের মৃত্যুর খবর মিললেও, প্রায় এক মাস পর উত্তরপ্রদেশের দেওরিয়ায় তাঁর দেহ ফিরতেই শিউরে উঠলেন পরিজনরা। জেলা শাসকের নির্দেশে দ্বিতীয় ময়নাতদন্তে দেখা যায়, রাকেশের শরীরে নেই ব্রেন, হার্ট, ফুসফুস কিংবা লিভারের মতো একটিও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এমনকি অন্ত্র এবং কিডনিও গায়েব। দেহের ঘাড় থেকে কোমর পর্যন্ত ২২টি এবং এক কান থেকে অন্য কান পর্যন্ত ২১টি সেলাইয়ের দাগ মিলেছে। ভেনেজুয়েলার সংস্থা হৃদরোগে মৃত্যুর দাবি করলেও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ও নথিপত্রে সই জাল করার অভিযোগে ক্ষুব্ধ পরিবার। সেলার্স ইউনিয়ন অঙ্গ চুরির আশঙ্কা করে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছে।

খোলা চিঠি

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই : ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অচলাবস্থা কেটে যাক। শুরু হোক দ্বিপাক্ষিক আলোচনা, ভিসা প্রক্রিয়া সহজ, ধর্মীয় পর্যটন ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ফের চালু করতে আটারি-ওয়াঘা সীমান্ত খুলে দেওয়া এবং শ্রীনগর-মুজফফরাবাদ বাস পরিষেবা শুরু করা। এই উভয় দেশের ১১৭ জন বিশিষ্ট নাগরিক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফকে যৌথভাবে একটি খোলা চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে সমাজকর্মীরা ছাড়া রয়েছেন প্রাক্তন কূটনীতিক, আমলা, মন্ত্রী ও অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তারা, যাঁরা দু-দেশের সম্পর্কের জটিলতা খুব কাছ থেকে দেখেছেন। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ৬১ জন ভারতীয়, পাকিস্তানিদের সংখ্যা ৫৬।

দুর্ঘটনায় মৃত ৮

জয়পুর, ১ জুলাই : রাজস্থানের দৌসা জেলায় বুধবার সকালে দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়েতে যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে ট্রেলারের মুখোমুখি সংঘর্ষে আগুন ধরে যায় বাসে। ঘুমন্ত অবস্থায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় ৮ যাত্রীর। আহত হয়েছেন ২০ জনেরও বেশি।

মহুয়াকে লক্ষ্য করে ডিম-পাথর

কৃষ্ণনগর, ১ জুলাই : আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার হুঁশিয়ারিই সার, নিজের সংসদীয় এলাকাতেই এবার ডিম থেরাপির শিকার হলেন কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের সাংসদ মহুয়া মৈত্র। বুধবার নদিয়ার কালীগঞ্জের পলাশিতে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে একটি কার্যালয়ে ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি উপলক্ষ্যে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করতে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানেই 'জনরোষ'-এর মুখে পড়তে হল কৃষ্ণনগরের সাংসদকে। তৃণমূলের কার্যালয়ের বাইরে তাঁকে গো-ব্যাক স্লোগান দেওয়ার পাশাপাশি ডিম-পাথর-বেগুন-কাদাও ছোড়া হয়। একটি ডিম গিয়ে তৃণমূল সাংসদের শাড়িতেও লাগে। সমাজমাধ্যমে সেই বিক্ষোভের কয়েকটি ভিডিও পোস্ট করে বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন মহুয়া। যদিও সব অভিযোগ অস্বীকার করে রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার জানিয়েছেন, ডিম ছোঁড়া তাঁদের সংস্কৃতি নয়। এই ঘটনায় মহুয়ার পাশে দাঁড়িয়ে গেরুয়া শিবিরকে আক্রমণ করেছে আপের মতো বিজেপি বিরোধী দলগুলি।

মহুয়া গাড়ি থেকে নেমে কার্যালয়ে ঢোকার সময়ই তাঁকে কালো পতাকা দেখানো হয়। বিক্ষোভকারীদের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে ভিতরে প্রবেশ করেন সাংসদ। তারপরেই উত্তেজিত জনতা তৃণমূলের কার্যালয় ঘিরে ফেলে। দলীয় কার্যালয়ের ওপরের তলা থেকে ফেসবুক লাইভ করে, নীচে দাঁড়িয়ে থাকা, বহু মানুষের ছবি দেখিয়ে কৃষনগরের সাংসদ বলেন, 'এই হচ্ছে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি। আমরা কালীগঞ্জে, দলীয় কার্যালয়ে, দলের মিটিং করছি। নীচে, বিজেপির লোক-মহিলারা রাস্তা আটকে, আমাদের বেরোতে দিচ্ছে না।' মহুয়ার ভিডিও-বক্তৃতার মাঝেই দেখা যায়, নীচ থেকে বহু মানুষ তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছুড়ছে। পুলিশকে নিশানা করে সাংসদ বলেন, 'এঁরা এখানে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকের মুখ দেখতে পাচ্ছেন, পুলিশ কোথায়? বিজেপির লোকেরা আমাদের মিটিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে কী করছেন, দেখুন।' জমায়েত সম্পূর্ণ খালি না করলে, জায়গা থেকে সরবেন না বলেও জানিয়ে দেন মহুয়া। প্রায় আড়াই ঘন্টা ঘেরাওয়ের পর অবশেষে কার্যালয়ের বাইরে আসেন তিনি।

অবিলম্বে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছে কালীঘাট তৃণমূল। কুণাল

> এই হচ্ছে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি। আমরা দলীয় কার্যালয়ে মিটিং করছি। নীচে বিজেপির লোক-মহিলারা রাস্তা আটকে, আমাদের বেরোতে দিচ্ছে না।
>
> মহুয়া মৈত্র

ঘোষ বলেন, 'যা ঘটেছে অত্যন্ত আপত্তিকর।' আপের রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিং বলেন, 'বাংলায় কীধরনের গুণ্ডামি চলছে? যেখানে একজন সাংসদ নিজের সংসদীয় কেন্দ্রেই সুরক্ষিত নন।' লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার হস্তক্ষেপ করার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

সরলেন আরও এক বিচারপতি

কলকাতা, ১ জুলাই : কীভাবে কাজ করছে ট্রাইবিউনাল তা জানেনই না অধিকাংশ মানুষ। এমনকি নাম বিবেচনাধীন থাকায় বিভিন্ন কাজে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁরা বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প ও সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় রাজ্যের বক্তব্য জানতে চাইল ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। এদিকে বুধবার ট্রাইবিউনাল থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জিত কুমার বাগ। ফলে এই মুহূর্তে বিবেচনাধীন নাম নিষ্পত্তির দায়িত্বে রয়েছেন ১৭ জন।

গ্রেপ্তার দেবরাজ

পুরুলিয়া, ১ জুলাই : পুলিশের জালে বিধাননগর পুরসভার প্রাক্তন মেয়র পারিষদ দেবরাজ চক্রবর্তী। বুধবার পুরুলিয়া থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করল রাজ্য পুলিশের এসটিএফ। দেবরাজ ও তাঁর স্ত্রী তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক অদিতি মুন্সির বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিলেন বিজেপি বিধায়ক তথা আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি। এছাড়াও দেবরাজের বিরুদ্ধে এলাকায় সিন্ডিকেট চালানো, তোলাবাজী, জমি জবরদখলের মত অভিযোগ রয়েছে।

হাইকোর্টে কেষ্ট

কলকাতা, ১ জুলাই : ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তী হিংসায় এক বিজেপি সমর্থকের ইটভাটা ভাঙচুর এবং ৩০ লক্ষ টাকার ইট লুটের মামলায় ফেঁসেছেন তিনি। জামিনের আশায় সিউড়ি আদালতের দ্বারস্থ হলেও বিচারক তাঁর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন। এরপর হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করেছেন বলে জানা গিয়েছে।

জট কাটল

কলকাতা, ১ জুলাই : অবশেষে কাটল আইনি জট। আরজি কর হাসপাতালের বিপুল আর্থিক দুর্নীতির মামলায় প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের সবুজ সংকেত দিল রাজ্য সরকার। এতদিন সরকারি অনুমোদন না মেলায় থমকে ছিল ইডির বিচারপ্রক্রিয়া। বুধবার আদালতকে বিষয়টি জানায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরেই মিলল এই ছাড়পত্র। আগামী ৭ জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানি।

কণ্ঠস্বর সংগ্রহ ৮ জুলাই

কলকাতা, ১ জুলাই : তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহে নিম্ন আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ মামলার শুনানির করলেও শেষ মুহূর্তে মামলা ছেড়ে দেন।

এই পরিস্থিতিতে বিধাননগর আদালত তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের শুনানির দিন ধার্য করেছে ৮ জুলাই। বিধাননগর আদালত জানিয়ে দিয়েছে, ৮ জুলাই সকাল ১০টায় বিশেষজ্ঞ ও সিআইডি আধিকারিকদের উপস্থিতিতে কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতে হবে অভিষেককে।

জামিন

কলকাতা, ১ জুলাই : অবশেষে একমাস পর জেল থেকে বের হতে পারবেন তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার। বুধবার হাইকোর্ট থেকে তাঁকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দিয়েছে বিচারপতি অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের বেঞ্চ। তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে তাঁকে। যে থানা এলাকার মামলা সেখানে ঢুকতে পারবেন না তিনি।

জ্যোতি বসুকে স্মরণ করে মমতাকে কটাক্ষ

কলকাতা, ১ জুলাই : প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম ও প্রয়াণ দিবসের অনুষ্ঠানেও তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার সল্টলেকের ময়ূখ ভবনে চিকিৎসক দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকেও স্মরণ করেছেন তিনি। তৃণমূল আমলে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে বিঁধে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, 'প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু দায়িত্ব নেওয়ার পর বলেছিলেন, 'আমি যেখানে কাজ শুরু করতে যাচ্ছি, সেখানেই দেখছি ডা. বিধানচন্দ্র রায় আগেই তার সূচনা করে দিয়েছেন।' আজকের মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে হচ্ছে, আমি যেখানেই হাত দিচ্ছি সেখানেই শুধু ধ্বংসলিলা দেখতে পাচ্ছি।

এই পরিস্থিতি থেকে রাজ্যকে বের করে আনতে হবে।' এদিন চিকিৎসক দিবসে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় একগুচ্ছ পরিষেবা এনেছে সরকার। বিধানচন্দ্র রায়কে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালের নাম বদল করে বিধাননগর মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে রাজ্যে 'প্রধানমন্ত্রী মাতৃযোজনা বন্দনা' প্রকল্পের পথ চলা শুরু হয়েছে।

স্বাস্থ্যভবনে বিধানচন্দ্র রায়ের মূর্তিতে মাল্যদান করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়, পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের একাধিক আধিকারিকরা। ওই অনুষ্ঠান থেকে প্রসূতি ও শিশুদের সুবিধার্থে ২০০টি নতুন অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা, স্বাস্থ্যভবনে কেন্দ্রীয় কন্ট্রোলরুম, নদিয়ায় নতুন ড্রাগ কন্ট্রোল অফিস, পূর্ব বর্ধমান-হাওড়া-পূর্ব মেদিনীপুরের রানিচকে আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির, খণ্ডঘোষে নতুন পাবলিক হেলথ ইউনিট উদ্বোধন করা হয়েছে।

সরকারি হাসপাতাল থেকে জরুরি প্রয়োজনে বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরে ১০ শতাংশ শয্যা সংরক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এদিন থেকে মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য পরিষেবা সহজলভ্য করতে চালু করা হয়েছে জননী পোর্টাল।

টাকার বিনিময়ে চাকরি

অযোধ্যা, ১ জুলাই : রাম মন্দিরে দানের টাকা চুরির তদন্তে এবার উঠে এল নিয়োগ দুর্নীতির মতো চাঞ্চল্যকর তথ্য। অভিযোগ, মোটা টাকার বিনিময়ে মন্দিরে কর্মী নিয়োগ করতেন প্রাক্তন ট্রাস্টি অনিল মিশ্র। যা অস্বস্তি বাড়িয়েছে শাসকদল বিজেপির। সিট-এর দাবি, অনিলের সুপারিশে অন্তত ১২৫ জন কর্মী চাকরি পেয়েছেন, যাঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁর আত্মীয়। এই সুপারিশের বিনিময়ে তিনি বিপুল 'কমিশন' নিতেন বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যেই ট্রাস্টি পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন অনিল ও চম্পত রাই। অনিলের বিপুল সম্পত্তির হিসাবও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

ধৃত অবিনাশ শুক্ল মন্দিরের সংগৃহীত দানের অর্থ গণনার পর তার হিসাব মেলানোর বা 'রিকন্সিলিয়েশন' প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। জেরায় সে জানিয়েছে, মন্দির থেকে কোটি কোটি টাকা চুরি করে তারা প্রথমে শৌচাগারে লুকিয়ে রাখত। সিসিটিভি-র নজর এড়াতে একজন টাকা সরালে বাকিরা তাকে ঘিরে থাকত। এই চক্রে ট্রাস্টের ঘনিষ্ঠ ও ব্যাংক কর্মীদের যোগসাজশের প্রমাণ মিলেছে। অবিনাশের গোপন ডেরা থেকে উদ্ধার হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা। কুম্ভমেলার সময় সবথেকে বড় চুরির ঘটনাটি ঘটে। ধৃতদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আয়ের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ লেনদেনের হদিস মিলেছে। চুরির টাকায় অভিযুক্তরা জমি ও বাড়ি কিনেছে বলে দাবি গোয়েন্দাদের।

চেন্নাইয়ের পার্থসারথি স্বামী মন্দিরে পুণ্যার্থীদের ভিড়। বুধবার।

সাতপাক ছাড়া হিন্দু বিয়ে বৈধ নয়

রায় গুজরাট হাইকোর্টের

আহমেদাবাদ, ১ জুলাই : হিন্দু বিয়ে কেবল খাতায়-কলমে সই বা অতিথি আপ্যায়নের ব্যাপার নয়, বরং এক পবিত্র আত্মিক-পারিবারিক বন্ধন। সেই সুবাদেই সম্প্রতি এক মামলার রায়ে গুজরাট হাইকোর্ট সাফ জানাল, বৈদিক আচার ও সাতপাকে ঘোরা ছাড়া হিন্দু বিয়ে অসম্পূর্ণ ও অবৈধ।

ব্রিটেনবাসী প্রযুক্তিবিদ কৌশল প্রমোদভাই সোনারের করা মামলায় এই তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ বিচারপতি ইলেশ ভোরা এবং আরটি বছানির ডিভিশন বেঞ্চের। কৌশলের দাবি ছিল, খুশি শাহ নামে আহমেদাবাদের এক তরুণী স্রেফ ম্যারেজ সার্টিফিকেট দেখিয়ে নিজেকে তাঁর স্ত্রী বলে দাবি করলেও বাস্তবে তাঁদের মধ্যে কোনও সামাজিক অনুষ্ঠান বা সহবাস হয়নি। আশ্চর্যের

বিষয়, ওই তরুণীও পরে আদালতে স্বীকার করে নেন যে, তাঁদের বিয়েতে কোনও প্রথাগত আচার বা সাতপাকে ঘোরার মতো আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়নি।

পারিবারিক আদালতের রায় খারিজ করে উচ্চ আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, 'বিয়ে কেবল নাচ-গান বা ভূরিভোজের বিষয় নয়, এটি একটি পবিত্র সংস্কার।' হিন্দু বিবাহ আইনের ৭ নম্বর ধারার উল্লেখ করে বেঞ্চ বলেছে, অগ্নিসাক্ষী করে সাতপাক ঘোরাই বিয়ের আইনি ও সামাজিক ভিত্তি। বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, 'বিয়ে একটি মর্যাদাপূর্ণ ও সমানাধিকারের মিলন, যা একটি নতুন পরিবারের বুনিয়াদ গড়ে তোলে।' আজকের প্রজন্মের উদ্দেশে আদালতের কড়া বার্তা, বিয়ের মতো গভীর তাৎপর্যবাহী সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে যেন তাঁরা হালকাভাবে না নেন। কারণ, শাস্ত্রীয় আচার ছাড়া স্রেফ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের কোনও আইনি মূল্য নেই।

Corrigendum Notice of e-NIQ vide Memo No. 2202/2026-27/MGNREGA (3rd Call), Sl. No. 2 Closing Date extended upto 07/07/2026 at 12.00 Hours

Details of NIQ may be seen in the website **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Additional Executive Officer (ZP)
&
Addl. District Programme Co-ordinator (MGNREGS),
Dakshin Dinajpur, Balurghat

বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এপি-ইএল-টিআরডি-৩৩-২৫-২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং: এপি-ইএল-টিআরডি-৩৩-২৫-২৬, কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ২ (দুই) বছর সময়ের জন্য 'বি', 'সি' ও 'ডি' পরীক্ষা সহ টাওয়ার ওয়াগন ২১০০০৯, ২০০০৫৬, ২১০০১৬ ও ২৫০০১১-এর ৪টি ৮-চাকা ডিইটিসি কামিন্স ডিজেল ইঞ্জিনের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকা। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ১,০৭,১৮,০৫৩.২৮ টাকা, বায়নার ধন: ২,০৩,৬০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৬-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ১৬-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট. (টিআরডি)/আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকের সেবায়

।।আমোক্তার নামা।।

আমার মক্কেল ১। শ্রী রাম চন্দ্র দাস ও ২। শ্রী রামলক্ষন দাস, উভয়ের পিতার নাম ফুলচন দাস, উভয়ের সাকিন- নিউ কলোনি শনিমন্দির, বঙ্গাইগাঁও, জেলা- আসাম। আমাদের নিজ জমি জেলা- আজমগড়, উত্তরপ্রদেশ, তালুক-পালুকা, পরগনা নিজামসাদ, থানা-সিধারি, গ্রাম পঞ্চায়েত উত্তরপ্রদেশ, মৌজা-ভাদুলি, খতিয়ান নং ০০১৪৫, প্লট নং ৫৪৪, আয়তন ১৩.১০ ডেসিমেল (০.০৫৩০ হেক্টর), প্লট নং ৮৪১, আয়তন ২৬.৯৪ ডেসিমেল (০.১০৯০ হেক্টর), প্লট নং ৮৪২বি, আয়তন ১.২৪ ডেসিমেল (০.০০৫০ হেক্টর), অর্থাৎ মোট জমি ৪১২ করি (৪১.২৮ ডেসিমেল) যাহার পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি শ্রী সঞ্জিবন কুমার গৌতম, পিতা সদাগর রামকে তারিখ ০৫/০৯/২০২৩ সে যাহার দলিল নং আই ২৩৯১ মধ্যে এ.ডি.এস.আর/ডি.এস.আর অফিস আলিপুরদুয়ারে দেওয়া হয়েছিল। এখন আমার মক্কেল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি থেকে সরাতে চায়। যদি কারও আপত্তি হয় তবে এ.ডি.এস.আর/ডি.এস.আর অফিস আলিপুরদুয়ার ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন। মোবাইল নং ৯৬৭৮৭০০৫৬৬.

Mallika Roy
(Advocate)
Alipurduar Court, Dist. Alipurduar

বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

ডাক নং. জিইএম/২০২৬/বি/৭৭১৯৩৯০ তারিখ: ২৮-০৬-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- কাজের নাম: সেবার জন্যে কাউন্টার ডাক-পার্সেল মেনেজমেন্ট সিস্টেম ইকুপমেন্টের জন্যে যেমন থিন ক্লায়েন্ট, ইলেক্ট্রনিক ওয়েয়িং মেশিনের সঙ্গে ইহার বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ, পিডব্লিউবিল প্রিন্টার, রিপোর্ট প্রিন্টের বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। আনুমানিক রাশি: ১২,৫৩,৫৭১/- টাকা। বায়না রাশি: ২৫,২০০/- টাকা। ডাক সমাপ্তি হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২১-০৭-২০২৬ তারিখের ১৬.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে: ১৬.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.GeM.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং : ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৪৩, তারিখ: ২৯.০৬.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর: ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন নামী ফর্ম/এজেন্সী/কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: কাজের নাম: (১) "গোড্ডা-তে ৫০ সজ্জার রানিং রুম নির্মাণ" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (২) "গোড্ডা-তে নতুন ক্রু লবি বিল্ডিং নির্মাণের জন্য প্রস্তাব" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য: ১,২২,৪৭,০১৬.১৮ টাকা। বায়নামূল্য: ২,৪৫,০০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য: শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ এবং সময়: ০৭.০৭.২০২৬ থেকে ২১.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড: ওয়েবসাইট: www.ireps.gov.in, নোটিস বোর্ড:সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে/অফিস/মালদা টাউন। www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথিপত্র দেখে নিতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও পরিস্থিতিতেই ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না। MLD-113/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এ ও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

WEST BENGAL BOARD OF PRIMARY EDUCATION

"Acharya Prafulla Chandra Bhawan", DK-7/1, Sector-II, Bidhannagar, Kolkata-700091
E-Mail: secretarywbbpe.ptti@gmail.com, Website: https://wbbpe.wb.gov.in

No.: 105/WBBPE/D.El.Ed./2026 Date: 01/07/2026

NOTIFICATION

(Regarding Admission to the Two-Year D.El.Ed. Course under Regular/Face to Face Mode for the Session 2026-2028 in D.El.Ed. Institutes Affiliated to West Bengal Board of Primary Education)

Online applications are invited from the intending eligible candidates (As per NCTE Regulations-2014) for admission to the **Two-Year D.El.Ed. Course (Regular/Face-to-Face Mode) for the Session 2026 - 2028** in D.El.Ed. Institutes recognized by the NCTE and affiliated to WBBPE **on and from 03rd July, 2026 to 17th July, 2026.**

The details regarding eligibility criteria, admission procedures and list of Institutions (Medium-wise & District-wise) will be available in the official website of the WBBPE: https://wbbpe.wb.gov.in/

Sd/-
Secretary
West Bengal Board of Primary Education

Date : 01.07.2026

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন নাগরাকাটার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নাগরাকাটার - এর একজন বাসিন্দা সৌরভ মিত্তল - কে

13.04.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 85D 82312 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাদের পরিবারে এক আনন্দের মুহূর্ত তৈরি করেছে, কারণ এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার খবরটি পরিবারের প্রতিটি সদস্যের মনে ছড়িয়ে পড়েছে। সাধারণ মানুষের জন্য এমন চমৎকার একটি স্কিম চালু রাখার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

জটিয়াকালী জুনিয়ার বেসিকে কমছে পড়ুয়ার উপস্থিতি

সাতদিন ধরে জলবন্দি স্কুল

বৃষ্টির জলে স্কুলের সামনে যেন পুকুর।

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : বৃষ্টির জল বের হওয়ার রাস্তা নেই। তার ওপর টানা বৃষ্টি। যার জেরে গত এক সপ্তাহ ধরে শিলিগুড়ি সংলগ্ন জটিয়াকালী জুনিয়ার বেসিক স্কুল চত্বর জলবন্দি অবস্থায় রয়েছে। স্কুল চত্বর তো বটেই, স্কুলে যাওয়ার রাস্তাও জলের তলায়।

স্কুলের সামনে ছোটখাটো পুকুর তৈরি হয়ে গিয়েছে। সেই জল পেরিয়ে পড়ুয়াদের পাশাপাশি শিক্ষকদের প্রবেশ করতে হচ্ছে। এভাবে স্কুলে ঢুকতে গিয়ে পোশাকও ভিজে যাচ্ছে। তার ওপর সাপ, পোকামাকড়ের ভয় তো রয়েছেই। এই পরিস্থিতিতে স্কুল চালাতে গিয়ে শিক্ষকরা বিপাকে পড়ছেন।

এদিকে, স্কুলের সামনে ৩১ডি জাতীয় সড়কে ফোর লেনের কাজ চলায় বালি ফেলে রাস্তা উঁচু করা হয়েছে। রাস্তার পাশে নিকাশিনালা তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু সেই রাস্তা ও নিকাশিনালার তুলনায় প্রাথমিক স্কুলটি নীচু জায়গায় থাকায় বৃষ্টি হলে সব জল স্কুলের ভেতর গিয়ে জমা হচ্ছে। স্কুল চত্বরের ভেতরে বেশ কিছুটা অংশ চলাচলের জন্য কংক্রিটের ঢালাই করে উঁচু রাস্তা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এতে জল কিছুটা জমলেও সেই কংক্রিটের রাস্তা দিয়ে অনায়াসে চলাচল করা যেত। কিন্তু রাস্তার কাজ শুরু হওয়ার পর সেই কংক্রিটের রাস্তাও জলের নীচে চলে গিয়েছে। প্রধান শিক্ষিকা সোমা সরকার বলছেন, 'জমা জলে সাপ, পোকামাকড়ের ভয় রয়েছে। একা কেউ সেই জলের মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে সাহস পান না। যাতে বালি বা মাটি ফেলে জায়গাটা উঁচু করে দেওয়া হয়, সেটাই চাইছি। সেজন্য বিডিও অফিসে চিঠি দেব। শিক্ষা দপ্তরে এর আগে চিঠি দিয়েছি। কিন্তু বিডিও অফিসে চিঠি দিলে হয়তো কিছুটা তাড়াতাড়ি কাজ হবে।'

স্কুলটিতে বর্তমানে ৯৩ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। শিক্ষক আছেন ৬ জন। পর্যাপ্ত ক্লাসঘর রয়েছে। কিন্তু জল জমে থাকায় গত এক সপ্তাহ ধরে পড়ুয়ার উপস্থিতি একেবারে কমে গিয়েছে। স্কুলে প্রবেশের সময় পড়ুয়াদের পোশাক পুরো ভিজে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে কয়েকটি ক্লাস নিয়ে মিড-ডে মিল খাইয়ে ছাত্রছাত্রীদের ছুটি দিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন শিক্ষকরা। ভেজা পোশাক বাচ্চারা পরে থাকলে ঠান্ডা লেগে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এদিকে, কয়েকদিনের জমা জলের মধ্য দিয়ে যেতে হওয়ায় পড়ুয়াদের চামড়ায় সমস্যা হচ্ছে বলে শিক্ষকরা জানিয়েছেন। এতেই উপস্থিতি কমছে। বুধবার মাত্র ৩৫ জন পড়ুয়া উপস্থিত ছিল। মণিকা রায় নামে এক শিক্ষিকার কথায়, 'স্কুলে প্রবেশের মুখে জল জমে থাকে। সেখানে দুই পাশে গর্ত রয়েছে। সেখানে কেউ পড়ে গেলে বড় বিপদ হতে পারে। তাই বাচ্চাদের হাত ধরে স্কুলে প্রবেশ ও ছুটির সময় বাইরে নিয়ে যেতে হয়। জল জমার কারণে অভিভাবকরা বাচ্চাদের স্কুলে কম পাঠাচ্ছেন।'

বুধবার থেকে পঠনপাঠন দুপুরে শুরু হয়েছে। এলাকার বাসিন্দা অরূপ বর্মন মেয়েকে ওই স্কুলে পড়ান। অরূপের কথায়, 'রাস্তা যত উঁচু হবে, ততই জল জমার সমস্যা বাড়বে। বাচ্চাদের এই জলের মধ্যে স্কুলে পাঠানো বিপদ।'

এলাকার অধিকাংশ দিনমজুর পরিবারের বাচ্চারা ওই স্কুলে পড়ে। তাঁদের অনেকে মিড-ডে মিল খাওয়ার জন্য বাচ্চাদের স্কুলে পাঠান। প্রধান শিক্ষিকা বলছেন, 'মিড-ডে মিলের রান্না যে ঘরে হয়, সেখানে বাচ্চারা খাওয়ার জন্য হেঁটে যেতে পারে না। সেই কারণে অফিসঘরের সামনে রান্না করা হচ্ছে।' শামিমা বেগম নামে এক অভিভাবকের বক্তব্য, 'বাচ্চারা স্কুলে গেলে খাবার পায়। আমরা কাজে যেতে পারি। কিন্তু জল জমে থাকায় মেয়েকে স্কুলে পাঠাচ্ছি না।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ছেলেবেলা।। জলপাইগুড়ির ছবিটি তুলেছেন সৌমেন রায় রানা।

চোপড়ায় ৪ পার্টি অফিস উদ্ধার

মাটি শক্ত হচ্ছে কংগ্রেসের

বড় বড় নেতারা তো সেটিং করে নিজেদের আখের গোছানোর চেষ্টায় ব্যস্ত। ফলে সাধারণ ভোটার হিসেবে আমরাও এলাকার রাজনৈতিক সমীকরণ বুঝে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। -মন্টু দাস, *লক্ষ্মীপুরের বাসিন্দা*

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১ জুলাই : শুধু নেতা নন, সাধারণ ভোটারদের অনেকেও ঝুঁকছেন কংগ্রেসের দিকে। অনেকেই বলছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে জেতা ইসলামপুর মহকুমার চার বিধায়ক তৃণমূলের ভোটারদের নজরে বর্তমানে 'গদ্দার' ও 'বিজেপির বি টিম'। এই পরিস্থিতিতে চারটি আসনেই সাধারণ সংখ্যালঘু ভোটাররা ধীরে ধীরে 'শিফ্ট' করছেন কংগ্রেসের দিকে। ইতিমধ্যে চোপড়া এবং ইসলামপুর আসনে এই ট্রেন্ড উঠে এসেছে। গোয়ালপোখর এবং চাকুলিয়া আসনও বর্তমান বিধায়কদের জন্য কার্যত 'সিসমিক জোনে' পরিণত হয়েছে। চারটি আসনের একাধিক এলাকা চষে গ্রাউন্ড রিয়েলিটি এমনটাই উঠে এসেছে। লক্ষ্মীপুরে কংগ্রেসের পার্টি অফিসের পাশে দাঁড়িয়ে মন্টু দাস বললেন, 'গ্রাম্য এলাকায় রাজনৈতিক পরিচয় ছাড়া থাকা ভীষণ কঠিন। বড় বড় নেতারা তো সেটিং করে নিজেদের আখের গোছানোর চেষ্টায় ব্যস্ত। ফলে সাধারণ ভোটার হিসেবে আমরাও এলাকার রাজনৈতিক সমীকরণ বুঝে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

রাজ্যে পালাবদলের পর চোপড়ায় কংগ্রেসের সক্রিয়তা চোখে পড়ার মতো। ইতিমধ্যে চারটি পার্টি অফিস তারা তৃণমূলের হাত থেকে উদ্ধার করেছে। লক্ষ্মীপুর পার্টি অফিস তো রং করে রীতিমতো ঝাঁ চকচকে হয়েছে। দাসপাড়ার বাসিন্দা মহম্মদ বলছেন, 'আমরা তো আগে কংগ্রেসই করতাম। তৃণমূল নেতাদের সন্ত্রাসে ওদের ঝান্ডা ধরতে বাধ্য হয়েছিলাম। এখন এলাকায় তৃণমূল মুছে গিয়েছে। ফলে আমরাও ঘর ওয়াপসি করেছি।'

চোপড়ায় বর্তমানে কংগ্রেসের নেতা জাকির আবেদিনের গ্রহণযোগ্যতা সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশ ভালো। জাকিরের কথায়, 'রোজই সাধারণ মানুষ আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন। কিছুদিন যেতে দিন, এলাকায় তৃণমূলের নামটুকু থাকবে না।'

ইসলামপুরের সংখ্যালঘু ভোটারদের মধ্যেও এই প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছে। রামগঞ্জ, গাইসাল, আগডিমটিখণ্ডি ও গুঞ্জরিয়া এলাকায় সাধারণ ভোটারদের বড় অংশ কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে বলে দাবি। আগডিমটিখণ্ডির আবদুল রাজ্জাক বলছেন, 'এলাকায় তৃণমূল নেতা সহ বিধায়কের দেখা নেই। ভোটে জিতেই পালটি মেরেছেন। কেউ কেউ পালিয়ে আছেন। ফলে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করতে আমরা কংগ্রেসকে বেছে নিয়েছি।'

গোয়ালপোখরের বিধায়ক গোলাম রব্বানির কাছে 'ক্ষত তৃণমূল' হয়ে ভোটব্যাংক ধরে রাখা অনন্তম চ্যালেঞ্জ। মহম্মদ শাহিদ বিপ্রীত মোড়ে চায়ে চুমুক দিয়ে বলেন, 'আমাদের ভোটেই তো রব্বানির এত ক্ষমতা, লালবাতি ও নীলবাতি। গোটা পরিবার মিলে ক্ষমতা ভোগ করেছেন। সম্পত্তির পরিমাণ নিয়েও তো এলাকায় চর্চার শেষ নেই। অথচ আমাদের ধোঁকা দিয়ে বিজেপির বি টিমে গিয়ে যোগ দিলেন। আমরা সাধারণ ভোটার কংগ্রেসে ছাড়া এই এলাকার তো ভবিষ্যৎ দেখছি না।'

তবে রব্বানি বলছেন, 'আমি এতদিন যা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেই নিয়েছি। যদিও আগামীদিনে কোন পথে যাব, তা অবশ্য সময়ই বলবে।'

তবে কংগ্রেস আলি ইমরান রমজকে (ভিক্টর) দল থেকে সাসপেন্ড করায় গোয়ালপোখর ও চাকুলিয়ায় কংগ্রেসকে কে নেতৃত্ব দেবেন, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। সার্বিক বিষয়ে কংগ্রেসের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত বলছেন, 'এই জেলা তো কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি ছিল। ক্ষমতার লোভে আমাদের টিকিটে জেতা নেতারা তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ এখন আমাদের সঙ্গে আসছেন। আমরা জেলা কমিটি দ্রুত মিটিয়ে বসব। বুথ স্তর থেকে দলকে শক্তিশালী করার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। চোপড়া থেকে চাকুলিয়া সর্বত্রই সাধারণ মানুষ কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন। নেতৃত্বের অভাব নেই। বিজেপির বিরুদ্ধে আমরাই এই জেলায় প্রধান বিরোধী শক্তি।'

রাজ্যে পালাবদলের পর সেজে উঠেছে লক্ষ্মীপুর অঞ্চল কংগ্রেস কার্যালয়।

জরিমানা

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : এবার পাহাড়ের যত্রতত্র পানের পিক, থুতু, প্লাস্টিকের ব্যাগ ফেললে জরিমানা দিতে হবে। বুধবার থেকে এই জরিমানার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এদিন দার্জিলিং, মিরিক, কার্সিয়াং ও কালিম্পংয়ের সাধারণ মানুষকে সচেতনও করা হয়। পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যের বাকি জেলাতেও এই নিয়ম কার্যকর হবে। দার্জিলিং পুরসভার চেয়ারম্যান দীপেন ঠাকুরি বলেন, 'নিয়ম না মানায় কয়েকজনকে জরিমানা করা করা হয়েছে। সচেতনও করা হয়েছে তাঁদের।' এদিকে কালিম্পংয়ের মহকুমা শাসক সৌম্য ঘোষ বলেছেন, 'প্রথম দিন জরিমানা করা হয়নি। তবে সচেতন করা হয়েছে।'

গাঁজা সহ ধৃত

বাগডোগরা, ১ জুলাই : অসম থেকে গাঁজা নিয়ে বিহারে পাচার করার আগেই বাগডোগরা থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন দুই পাচারকারী। পাচারের কাজে ব্যবহার করা একটি বিলাসবহুল গাড়ি, দুটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতরা হলেন বিকি কুমার (২৩) ও প্রবীণ কুমার (২৬), এঁদের বাড়ি বিহারে। বুধবার দুপুরে সাদা পোশাকের পুলিশ বাগডোগরা-নকশালবাড়ি সড়কের কেস্টপুরে একটি বিলাসবহুল গাড়ি আটক করে। গাড়ির ছাদে গোপন চেম্বারে প্যাকেট করা গাঁজা লুকানো ছিল। গাঁজার পরিমাণ প্রায় ৪২ কিলোগ্রাম, দাম প্রায় ১০ লাখ টাকা। ধৃতদের বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হবে।

স্মারকলিপি

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : চা শ্রমিকদের ন্যূনতম হাজিরা ও জমির অধিকারের দাবিতে শ্রম দপ্তরে স্মারকলিপি দিল সিটু। বুধবার দার্জিলিং জেলা চা বাগান মজদুর ইউনিয়নের তরফে দাগাপুরে অবস্থিত উত্তরবঙ্গ অতিরিক্ত শ্রম কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ছিলেন সিটুর দার্জিলিং জেলা কমিটির সভাপতি সমন পাঠক।

অভিযুক্তের মাথায় শিক্ষক নেতার হাত

সঙ্গিনী গ্রেপ্তার, এখনও অধরা রঞ্জন

শমিদীপ দত্ত ও তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : শিলিগুড়ি প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিলের সরকারি চেকবুককে হাতিয়ার করে ১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকার প্রতারণার ঘটনায় আলপনা সরকার নামে তরুণীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। গ্রেপ্তারির সঙ্গেই দুর্নীতির জাল খুলতে শুরু হয়েছে। উত্তরবঙ্গ সংবাদের অন্তর্তদন্তে ঘটনায় মূল অভিযুক্ত পেনশন ক্লার্ক রঞ্জন দত্তের একের পর এক কুকীর্তিও সামনে আসতে শুরু করেছে।

অভিযোগ, রঞ্জন কাউন্সিলের অন্দরের পাশাপাশি বাইরেও জমির দালালির আড়ালে প্রতারণার ঘটনা ঘটিয়েছেন। ২০২১ সালের ২ জুন মাটিগাড়া থানা এলাকায় জমি বিক্রির কেন্দ্র করে ১০ লক্ষ টাকা প্রতারণা অভিযোগ দায়ের হয়। তবে সেসময় অভিযুক্ত রঞ্জনের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

জমির দালালি দাপটের সঙ্গে চলায় সেগুলোর তদারকির জন্য রঞ্জন পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্টও নিযুক্ত করেছিলেন। সেই পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্টই হলেন আলপনা। সেই কারণেই আলপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জালিয়াতির ১৭ লক্ষ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন রঞ্জন। আলপনাকে কাউন্সিলে ঢোকানোরও চেষ্টা করেছিলেন রঞ্জন। একবার তাঁকে কাউন্সিলে এনে পরীক্ষা দিতেও দেখেছিলেন সেখানকার কর্মীরা।

রঞ্জনের কাউন্সিলের ভেতর ও বাইরে এত দাপটের পেছনে একাধিক বড় মাথার নাম সামনে আসতে শুরু করেছে। তাঁদের মধ্যে তৃণমূলের প্রভাবশালী এক প্রাক্তন শিক্ষক নেতাও রয়েছেন। ওই নেতা রঞ্জনের 'গডফাদার' হিসেবে শিক্ষা মহলে পরিচিত। পুলিশ সূত্রে খবর, কোটি টাকার এই জালিয়াতির পেছনে বড় মাপের একাধিক প্রভাবশালী জড়িয়ে রয়েছেন। রঞ্জন শুধুমাত্র দাবার 'বোড়ে' হিসেবে কাজ করেছেন।

পুলিশ সূত্রে আরও খবর, গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই রঞ্জন তাঁর স্ত্রী ও সন্তানের সঙ্গে থাকা বন্ধ করে

- জমির দালালি তদারকির জন্য রঞ্জন আলপনাকে পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট রাখেন
- আলপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জালিয়াতির ১৭ লক্ষ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন রঞ্জন
- আলপনাকে কাউন্সিলে ঢোকানোরও চেষ্টা করেন

দিয়েছিলেন। রঞ্জন বর্তমানে কোথায়? সেব্যাপারে রঞ্জনের স্ত্রীকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করলেও সদুত্তর পায়নি। তাঁদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছে বলে স্ত্রী দাবি করেছেন।

কাউন্সিলের অভ্যন্তরীণ সূত্রে জানা গিয়েছে, রঞ্জনের এই বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়েছিল তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকেই। চাকরি দেওয়ার নাম করে এক মহিলার কাছ থেকে এক লক্ষ টাকাও নিয়েছিলেন রঞ্জন। পরবর্তীতে সেই মহিলাও পুলিশের দ্বারস্থ হন। তবে সবসময় 'ডোন্ট কেয়ার' থেকে গিয়েছেন রঞ্জন।

অনৈতিক কাজের আরও অভিযোগ তাঁর কানে আসার বিষয়টি স্বীকার করছেন কাউন্সিলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায়। তাঁর বক্তব্য, 'অনৈতিক কাজের জন্য রঞ্জনের মাইনেও গত কয়েক মাস ধরে বন্ধ রাখা হয়েছিল। আমার মনে হয়, এখনও সেটা বন্ধই রয়েছে।' দিলীপ চেয়ারম্যান পদ ছাড়ার ঠিক আগেরদিন অর্থাৎ মে মাসের ৬ তারিখ শিলিগুড়ি থানায় কন্ট্রোলার অফ ফিন্যান্স ও ডিডিও-র দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে জেনারেল ডায়েরি দায়ের করেন। সেই জেনারেল ডায়েরিই পরবর্তীতে অভিযোগপত্র হিসেবে গণ্য হয়। পাকড়াও হন আলপনা।

রঞ্জনের বিরুদ্ধে মাটিগাড়া থানায় দায়ের হওয়া মামলার কেস নম্বর ৪৬৯/২০২১। ওই মামলায় আইপিসি ৪০৬/৪৬৫/৪২০/৪৬৮/৪৭১ ধারা কার্যকর রয়েছে। যার অধিকাংশই জামিন অযোগ্য ধারা। অবসরপ্রাপ্ত ল' অ্যাসিস্ট্যান্ট মলয় ঘোষের সঙ্গেও তিনি প্রতারণার ঘটনা ঘটিয়েছেন বলে অভিযোগ। মলয়বাবুর অভিযোগ, 'রঞ্জন ওই জমিটি নিজের বলে জানিয়েছিল। ওর কাছ থেকে ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে জমিটি কিনেছিলাম। জমির প্রাচীর দিতে গিয়ে জানতে পারি জমিটি অন্যের, আমার সঙ্গে প্রতারণা হয়েছে। কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের কাছেও অভিযোগ জানিয়েছিলাম।' সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে এ ব্যাপারে জানিয়েছি।'

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

ইসলামপুর, ১ জুলাই : ধানের চারা রোপণ করতে গিয়ে বজ্রপাতে মৃত্যু হল এক মহিলার। বুধবার সকালে ইসলামপুর ব্লকের রামগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব ধুররা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। মৃত ছায়া বর্মন (২৮) রামগঞ্জের আদালগছ এলাকার বাসিন্দা। প্রতিদিনের মতো ছায়া এবং তাঁর সঙ্গীরা এদিনও জমিতে ধানের চারা রোপণের কাজ করতে গিয়েছিলেন। মাঠে কাজ করার সময়ই বজ্রাঘাতে আহত হন ছায়া। পরে তাঁর সঙ্গী ও স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

বিধানচন্দ্র স্মরণ

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ১ জুলাই : ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ১৪৪তম জন্মবার্ষিকী মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল শিলিগুড়িতে। বুধবার ২৩ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির উদ্যোগে বিধানচন্দ্রের প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রাক্তন কাউন্সিলার লক্ষ্মী পাল। বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির তরফেও দিনটি পালন করা হয়েছে। নিউরো তরফে ব্যাংডুবির সামরিক বিভাগের বেস হাসপাতালে দিনটি পালন করা হয়। সামরিক বিভাগের তরফে উপস্থিত ছিলেন ওআইসি কর্নেল প্রদ্যুত গুহ, উইং কমান্ডার পিডি ভুকপা প্রমুখ। নিডের তরফে ছিলেন সভাপতি পিন্টু ভৌমিক, সম্পাদক বিষ্ণুপদ বিশ্বাস প্রমুখ।

গ্রেপ্তার ৬

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : অপরাধমূলক কাজের জন্য জড়ো হওয়ার অভিযোগে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করল এনজেপি থানার পুলিশ। মঙ্গলবার ফুলবাড়ি থেকে অবিনাশ ওরাওঁ এবং বিকাশ ওরাওঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে চোরাই তামার তার উদ্ধার হয়। এদিকে, সেন্ট্রাল কলোনির উঁচু মাঠ এলাকায় মঙ্গলবার রাতে বিশাল ঘোষ, সঞ্জয় সরকার, তাপস দে ও গোবিন্দ পাসোয়ানকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রাহকদের নিয়ে বৈঠক

চোপড়া, ১ জুলাই : অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে ২০১৫ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া চোপড়া ব্লকের সোনাপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিকে ঘিরে ফের চর্চা শুরু হয়েছে। প্রায় চার কোটি টাকার লেনদেন সংক্রান্ত সমস্যার জেরে সমিতি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে বহু গ্রাহক এখনও নিজেদের জমানো টাকা ফেরত পাননি বলে অভিযোগ। গ্রাহকদের টাকা ফেরানোর লক্ষ্যে সমিতির নিজস্ব একটি জমি বিক্রি করা হলেও এখনও অনেকেই টাকা পাননি বলে অভিযোগ উঠেছে। বুধবার স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ওই গ্রাহকদের নিয়ে বৈঠক করে। সেখানে গ্রাহকদের কাছ থেকে সমবায়ের বই, টাকা জমার নথি এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করা হয়। এদিনের বৈঠকে সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন প্রান্তের গ্রাহকরা অংশ নেন। তাঁদের মধ্যে বিল্কি নুনিয়া বলেন, 'আমার সাড়ে চার হাজার টাকা এখনও ফেরত পাইনি।' আরেক গ্রাহক আফজল হুসেনের দাবি, তাঁর প্রায় ৪০ হাজার টাকা সমিতিতে আটকে রয়েছে। বিজেপির মণ্ডল সভাপতি সুরেন্দ্র প্রসাদের বক্তব্য, 'এলাকার বহু মানুষ তাঁদের সঞ্চয়ের টাকা ফেরত পাননি। গ্রাহকদের কাছ থেকে নথি নিয়ে বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনা হবে।'

অন্যদিকে, সমিতির প্রচুর টাকা ঋণ বাবদ বকেয়া রয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। ২০১৮ সালে নতুন কমিটি গঠন এবং ২০২০ সালে সমিতির নথি অডিটের জন্য পাঠানো হয়। অডিট রিপোর্ট পাওয়ার পরই টাকা ফেরতের প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে জানানো হয়েছে। সমিতির সম্পাদক তথা প্রাক্তন প্রধান শিবকুমার আগরওয়াল জানান, গ্রাহকদের টাকা ফেরানোর জন্য জমি বিক্রি করে টাকা ব্যাংকে রাখা হয়েছে। সমস্ত নথি অডিটের জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত টাকা ফেরত দেওয়ার কাজ শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না।

খাবারের খোঁজে কাঠঠোকরা। বুধবার শিলিগুড়িতে। ছবি : দীপেন্দু দত্ত

দুর্ঘটনায় মৃত ৩

নকশালবাড়ি ও চোপড়া, ১ জুলাই : মঙ্গলবার গভীর রাতে নকশালবাড়ি থানার বেঙ্গাইজোতের এশিয়ান হাইওয়ে টু'তে লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল দুজনের। মৃত পরিমল মল্লিক ও শিবা কোলে হাতিঘিসার জমিদারগুড়ির বাসিন্দা। এদিকে, বুধবার সন্ধ্যায় চোপড়া থানার তিনমাইলে এলাকায় বাইক ও দুধের ট্যাংকারের সংঘর্ষে মৃত্যু হয় বাইকচালকের। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বাইকে করে দুই তরুণ পানিট্যাঙ্কি থেকে হাতিঘিসার দিকে যাওয়ার সময় বেঙ্গাইজোতে একটি পেট্রোল পাম্পের সামনে একটি লরির সঙ্গে ধাক্কা লেগে পড়ে যান। তখনই পিছন থেকে আসা অন্য একটি লরি দুজনকে পিষে দেয়।

এদিকে, চোপড়া থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত মন্টু সিংহ (৩৭) স্থানীয় লালুগছ গ্রামের বাসিন্দা। এদিন তিনমাইল থেকে বাজার করে বাড়ি ফেরার পথে জাতীয় সড়কে শিলিগুড়ি অভিমুখী একটি ট্যাংকারের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বোল্ডারে বিপদ

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : সেবকে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে ধসের পর সেবক পাহাড়ের গায়ে বিপজ্জনকভাবে কিছু পাথর, বোল্ডার ঝুলে রয়েছে। সেই বোল্ডার সরাতে বৃহস্পতিবার কাজ করবে ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল)। যার জেরে বৃহস্পতিবার সেবকেশ্বরী কালী মন্দিরের কাছে ভোর ৫টা থেকে সকাল ১১টা পর্যন্ত যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ইতিমধ্যে বিষয়টি চিঠি দিয়ে এনএইচআইডিসিএলের তরফে জানানো হয়েছে দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারকে। গত ২৫ জুন সেবকেশ্বরী কালী মন্দিরের সামনে ধসের জেরে দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল বন্ধ থাকে।

অ্যালার্মে আতঙ্ক

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : ফুলবাড়ির একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সিকিউরিটি অ্যালার্ম বুধবার রাতে দফায় দফায় বেজে ওঠে। আলার্ম বাজার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংক ম্যানেজারের মোবাইলে সিকিউরিটি অ্যালার্মের মেসেজ পৌঁছে যায়। এমন পরিস্থিতিতে রাতেই ওই ব্যাংকের ম্যানেজার সঞ্জয় কুমার সেখানে আসেন। তিনি ব্যাংকের তালা খুলে ভেতরে ঢুকে লাইট জ্বালিয়ে সবকিছু পরীক্ষা করেন। যদিও ব্যাংকের ভেতরে কাউকে দেখেননি। ব্যাংক ম্যানেজার বলেন, 'ব্যাংকের ভেতর সেন্সর ক্যামেরা লাগানো রয়েছে। মনে হয় ব্যাংকে ইঁদুর ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইঁদুর সেন্সরের লাইনে আসা মাত্র আলার্ম বেজে উঠছে। ভেতরে কেউ প্রবেশ করেনি।'

নেপাল সীমান্তে আটক

খড়িবাড়ি, ১ জুলাই : প্রচুর টাকা নিয়ে ভারত-নেপাল সীমান্ত পারাপার করতে গিয়ে এসএসবির হাতে ধরা পড়েন সিকিমের এক বাসিন্দা। পানিট্যাঙ্কি বর্ডারের নতুন মেচি সেতু দিয়ে মঙ্গলবার বিকেলে একটি চার চাকার গাড়ি নিয়ে নেপালে যাচ্ছিলেন সিকিমের গ্যাংটকের শুকরাম তামাং নামে ওই ব্যক্তি। এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা তাঁর গাড়ি আটক করে তল্লাশি চালিয়ে নগদ ৮ লক্ষ ৪৪ হাজার ৫০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করেন। শুকরামকে পানিট্যাঙ্কি এসএসবি ক্যাম্পে এনে জেরা করা হয়। নিয়মানুযায়ী কোনও ব্যক্তি সর্বাধিক নগদ ২৫ হাজার ভারতীয় টাকা নিয়ে নেপালে ঢুকতে পারেন। কেন এই বিশাল পরিমাণ টাকা নেপালে নিয়ে যাচ্ছিলেন তার সদুত্তর না মেলায় মঙ্গলবার রাতে এসএসবি গাড়ি ও টাকা সহ শুকরামকে পানিট্যাঙ্কি শুল্ক দপ্তরের হাতে তুলে দেয়। মঙ্গলবার সকালেও পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত পারাপারের সময় ৮ লক্ষ টাকা সহ নেপালের এক ব্যক্তিকে আটক করেছিল এসএসবি।

যোগ্যদেরই নাম থাকবে আবাসে, বার্তা রাজুর

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরে বন্ধ থাকা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার প্রকল্প আবার চালু হয়েছে। তবে প্রকল্প চালুর আগে নতুন করে সমীক্ষা করতে বলা হয়েছিল। সেই সমীক্ষার পর শিলিগুড়ি মহকুমায় প্রথম দফায় মাত্র ১৪০০ উপভোক্তা প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য বলে জানালেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। বুধবার স্টেট গেস্টহাউসে দিশা কমিটির বৈঠকের পর সাংসদ বলেছেন, 'নিয়ম মেনে আবাস যোজনার সুবিধা পাবেন উপভোক্তারা। সেই রিপোর্ট প্রশাসনের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে।' তৃণমূল জমানায় অনেকেরই নাম তালিকায় দুর্নীতি করে ঢোকানো হয়েছিল বলে বারবার অভিযোগ উঠেছে। তবে প্রশাসন কড়া হওয়ায় এখন আর সেই সুযোগ নেই বলে দাবি বিজেপির।

প্রশাসন সূত্রে খবর, প্রাথমিক সমীক্ষায় ১৪০০ জনই যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছেন। আবাস যোজনার দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসায় এ রাজ্যে প্রকল্পের সুবিধা বন্ধ করে দিয়েছিল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। তখন রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল তৃণমূল। তৃণমূলের তরফে বাংলার আবাস প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। সেসময়ে প্রকল্পে তালিকায় উপভোক্তাদের দুটি ধাপে প্রকল্পের সুবিধাও দিয়েছিল রাজ্য। দ্বিতীয় তালিকার উপভোক্তাদের প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়া হলেও দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া হয়নি। শিলিগুড়িতে সেরকম ৬ হাজারের মতো উপভোক্তা রয়েছেন। রাজ্যে পালাবদলের পরে তাঁরা প্রকল্পের বকেয়া পাবেন কি না, তা এখনও জানাতে পারছেন না আধিকারিকরা।

তবে বিজেপির তরফে তৃণমূল জমানার সেই তালিকা নিয়ে বিস্তর অনিয়মের অভিযোগ ছিল। যোগ্যদের বঞ্চিত করে নিয়ম না মেনে তৃণমূল ঘনিষ্ঠদের প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ ছিল। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরে আবাস যোজনার প্রথম সমীক্ষাতেই সেই দুর্নীতি আবারও প্রমাণ হচ্ছে বলে দাবি বিজেপি নেতৃত্বের। বিজেপি নেতাদের অভিযোগ, বর্তমানে সঠিক সমীক্ষা হচ্ছে। সেজন্য হাতেগোনা উপভোক্তা প্রকল্পের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছেন। তৃণমূল নিয়ম মানেনি। সেজন্য আবাসের সুবিধা দিতে মহকুমায় দ্বিতীয় তালিকায় দশ হাজারের বেশি উপভোক্তা বিবেচিত হয়েছিলেন।

তবে এবার প্রকল্পের সুবিধা দিতে কঠোর নিয়ম আনা হয়েছে। যাঁদের কাঁচা বাড়ি রয়েছে, একমাত্র তাঁদেরই প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। টিনের কিংবা পাকা দেওয়াল থাকলেও সুবিধা পাওয়া যাবে না। সেদিক থেকেও এবার অনেকেই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না। এনিয়ে রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলছেন, 'তৃণমূল ঘুরপথে অনিয়ম করে অযোগ্যদের প্রকল্পের সুবিধা দিয়েছিল। তবে আমরা নিয়ম কিছুটা শিথিলের দাবি জানিয়েছি। সেটা দেখা হচ্ছে।'

এদিন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট বলেছেন, 'পাহাড়ে ৩২৭১টি ঘর তৈরি হচ্ছে। নতুন সমীক্ষায় কালিম্পংয়ের জন্য ২ হাজার, দার্জিলিংয়ের জন্য আড়াই হাজার নতুন ঘরের আবেদন জমা পড়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমায় ৬২০০টি ঘর তৈরি হয়েছিল।' সাংসদ আরও বলেন, 'যোগ্যরা প্রকল্পের সুবিধা পাক, আমরা সেটাকেই প্রথম অগ্রাধিকার দেব।'

স্টেট গেস্টহাউসে বৈঠকে সাংসদ রাজু বিস্ট। বুধবার। ছবি : সূত্রধর

গয়না লুটে এখনও অধরা দুই

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : গয়নার দোকান লুটের জন্য দুষ্কৃতীরা এসেছিল টোটোয়। ধৃত গৌতম ও ধর্মেন্দ্রকে জেরা করে এমনই তথ্যের মুখোমুখি তদন্তকারীরা। তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, জড়িত 'চতুর্থ ব্যক্তি' গোটা অপারেশনের মাথা হিসেবে কাজ করেছিল। রেইকির ক্ষেত্রে ওই চতুর্থ মাথাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ। গয়নার দোকানে একে একে ঢোকা তিনজন ওই চতুর্থ ব্যক্তির নির্দেশমতোই টোটোয় করে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিল। ওই চতুর্থ ব্যক্তি আগে থেকেই ঘটনাস্থলে এসে দাঁড়িয়েছিল।

পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার সময় ওই চতুর্থ ব্যক্তির দায়িত্ব পড়েছিল কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে থেকে রাস্তার দিকে নজর রাখা। পুলিশের গাড়ি আসতে দেখে ওই ব্যক্তিও সেখানে থেকে পালিয়েছিল। তবে দুষ্কৃতীদের এখনও পর্যন্ত সেবক রোড কিংবা সংলগ্ন এলাকার কোনও হোটেলে থাকার সূত্র পায়নি পুলিশ। তদন্তকারীদের মতে, দুষ্কৃতীরা জংশনে নামার পর সেখানেই সারাদিন ছিল। রাতে সরাসরি সেখান থেকেই শোরুমের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল।

ধৃতদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আরও উঠে এসেছে, দুষ্কৃতীদের ফের জংশনে ফেরারই পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু এখানেই উঠছে প্রশ্ন। এত বড় 'কর্মকাণ্ডে'র পর হেঁটে ফিরে যাওয়া ছাড়া দুষ্কৃতীদের কাছে অন্য কোনও রাস্তা ছিল না। কিন্তু সেবক রোডের ওই জায়গা থেকে জংশনের দূরত্ব বেশ অনেকটাই। এখানেই নতুন করে ভাবাচ্ছে পুলিশ প্রশাসনকে। কারণ, সেই পরিকল্পনাই যদি হয়ে থাকে তাহলে হাতের নাগাল থেকে পলাতক দুষ্কৃতীও হেঁটেই ফের জংশনে গিয়েছিল। তারপর জংশন থেকে কীভাবে পৌঁছাল নিজের গন্তব্যে? এ নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

- শিলিগুড়িতে গয়নার দোকান লুটের ছক কষতে টোটো করে এসেছিল দুষ্কৃতীরা, অনুমান পুলিশের
- গোটা অপারেশনের মাথা ছিল চতুর্থ এক ব্যক্তি, বিহার বা নেপালে পালানোর সন্দেহ
- গয়নার দোকানগুলিতে কড়া নজরদারির নির্দেশ দিল শিলিগুড়ি পুলিশ প্রশাসন

উঠছে আরও প্রশ্ন, জংশন থেকে বিহারের প্রথম বাস সকাল সাড়ে আটটায়। ফলে অপারেশন পুরোপুরি সফল হলেও পরদিন সকাল পর্যন্ত ওই দুষ্কৃতীদের জংশনে বসে থাকার বিষয়টা ঠিক ধাতস্থ হচ্ছে না পুলিশ প্রশাসনের। সেক্ষেত্রে কোথাও না কোথাও গাড়ির ব্যবহার হয়েছে সেটা স্পষ্ট। এদিকে, এখনও বাইকের কোনও সূত্র পায়নি পুলিশ। গোটা অপারেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনও কিছু লুকোনো হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পরিষ্কার হওয়ার জন্য এদিন দফায় দফায় ধর্মেন্দ্র ও গৌতমকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। পুলিশ প্রাথমিকভাবে মনে করছে, ওই দুষ্কৃতী সহ চতুর্থ ব্যক্তি বিহার কিংবা নেপালে চলে গিয়েছে। তল্লাশির জন্য সেই মতো বিশেষ টিম তৈরি করছে পুলিশ। পুলিশের এক কর্তা বলেন, 'ঘটনার সঙ্গে জড়িত সব অভিযুক্তকেই পাকড়াওয়ের চেষ্টা করা হচ্ছে। ধৃত দুজনকে যাবতীয় জেরার মাধ্যমে অপারেশনের কিনারাও চলছে।'

অন্যদিকে, সোমবারের রাতের ঘটনার পর প্রতিটি থানাকেই একাধিক নির্দেশিকা দিয়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। দুপুরে ও সন্ধ্যায় গয়নার দোকানগুলিতে গিয়ে কথা বলার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। কোনও গাড়ি কিংবা কাউকে গয়নার দোকানে সন্দেহজনকভাবে ঘুরতে দেখলে তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি রাতের পেট্রলিংয়ে গয়নার দোকানগুলির ওপর বেশি সময় দিতে বলা হয়েছে।

নৌকো ভাসাই জলে... বুধবার ইসলামপুরে শিবনগর কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ছবি : রাজু দাস

১২৫ দিনের কাজ শুরু হল না শিলিগুড়িতে

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : রাজ্যজুড়ে বুধবার থেকে শুরু হল ভিবিজিরামজি (বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন-গ্রামীণ)। কিন্তু শিলিগুড়ি মহকুমায় এদিন থেকে শুরু হয়নি এই প্রকল্পের কাজ। দার্জিলিং জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, এই প্রকল্পের নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক জেলা ৬০ দিন কাজ বন্ধ রাখতে পারে। সেই দিন নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া রয়েছে জেলা প্রশাসনকে। শিলিগুড়ি মহকুমায় জুলাই মাসকে এই প্রকল্পের কাজ থেকে বাইরে রাখা হয়েছে। বাকি ৩০ দিনের মধ্যে রবি মরশুমের ১-১৫ নভেম্বর এবং গরমের সময় ১৬-৩০ মার্চকে প্রকল্পের বাইরে রাখার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। এদিকে, জুন মাসে একশো দিনের কাজের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল পরিষদ। এবার নতুন করে ১২৫ দিনের কাজের প্রকল্প শুরুতেই ধাক্কা খাওয়ায় বাকি সময়ে জব কার্ডধারী শ্রমিকদের কাজের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ প্রশাসন করতে পারবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ থাকছে। প্রশাসনের তরফে দাবি করা হয়েছে, জুলাই মাসে খরিফ মরশুম। বর্ষায় ১২৫ দিনের মাটির কাজ করলে ধুয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ধান বোনার কাজে শ্রমিকদের অনেকে যুক্ত থাকেন। সে সব ভাবনাচিন্তা করেই এই মাসে কাজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে শিলিগুড়িতে কৃষিপ্রধান এলাকা কম। সেই বিচারে জুলাইয়ে কাজ করা যেত বলে দাবি করছে পঞ্চায়েতের আধিকারিকদের একাংশ। জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, 'নিয়ম অনুসারে কাজ শুরু হবে। কিছুদিন কাজ বন্ধ থাকবে।'

শ্রমিকদের অভিযোগ, কাজের চরম অভাব। নদী থেকে বালি-পাথর তোলার উপর অনেকে নির্ভরশীল। বর্ষায় সেই কাজ বন্ধ হলে সংকট তৈরি হবে। মাটিগাড়া ব্লকের এক জব কার্ডধারী বলেন, 'এখনও একদিনও কাজ পেলাম না। অথচ জব কার্ড নবীকরণে কালঘাম ছুটেছে।' যদিও বুধবার সাংসদ রাজু বিস্ট দিশা কমিটির সঙ্গে বৈঠকের পরে প্রকল্পের কাজের অগ্রগতির দাবি করেছেন। সাংসদের দাবি, নতুন করে জব কার্ড ঝাড়াই বাছাই হয়েছে। অনুপ্রবেশকারীদের নামে থাকা কিছু জব কার্ড বাতিল হয়েছে।।

বর্তমানে দার্জিলিং জেলার পাহাড়ে ২ লক্ষ ৮৫৮৮টি জব কার্ড রয়েছে। সমতলে রয়েছে ২ লক্ষ ১১ হাজার জব কার্ড। সাংসদের বক্তব্য, 'যাঁদের কাজের প্রয়োজন তাঁদেরই কাজ দেওয়া হবে।'

খাবারের নমুনা সংগ্রহ

বোনের পর মৃত্যু দিদির, সংকটে মা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : সোমবার ছোট বোন নন্দিনী দাসের (১২) মৃত্যুর পর বুধবার ভোররাতে মারা গেল তার বড়দি ১৭ বছরের অঞ্জলি দাস (রিয়া)। খালপাড়ার একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন অবস্থায় অঞ্জলির মৃত্যু হয়। দুই বোনের মৃত্যুর ঘটনায় শিলিগুড়ির ৫ নম্বর ওয়ার্ডের গঙ্গানগরের বরফ ফ্যাক্টরি রোডে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃত দুই বোনের মা কলাকুমারী দাস শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে কার্যত পাঞ্জা লড়ছেন। পেটে ব্যথা ও বমির উপসর্গ নিয়ে একই পরিবারের তিনজন আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় স্বাস্থ্য দপ্তর চিন্তিত। খাবারে বিষক্রিয়ার জেরে মা ও দুই মেয়ে আক্রান্ত হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে পরীক্ষার জন্য গঙ্গানগরের ওই বাড়ি থেকে খাবারের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এদিনই শিলিগুড়িতে পৌঁছেছেন মৃত নন্দিনী ও অঞ্জলির বাবা শ্যাম দাস। দুই মেয়েকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। এদিন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর দুই কিশোরীর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

পরিবার সূত্রে খবর, শনিবার রাতে রুটি ও আলু ভাজা খাওয়ার পর রবিবার সকাল থেকে মা ও দুই মেয়ের পেটে ব্যথা ও বমি ভাব শুরু হয়। বাড়ির মেজো মেয়ে ওই রাতে অসুস্থতার কারণে কিছু না খাওয়ায় সে এখনও সুস্থ রয়েছে। সোমবার বিকেলে নন্দিনীর মৃত্যু হয়। ওই রাতে কলাকুমারীকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ও রিয়াকে খালপাড়ার একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। কিন্তু মঙ্গলবারই রিয়ার পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক হয়ে পড়ে। নার্সিংহোম সূত্রে খবর, ওই কিশোরীর কিডনি ও লিভার কাজ করছিল না। চিকিৎসায় সে ঠিকমতো সাড়া দিচ্ছে না বলে মঙ্গলবার জানিয়েছিলেন ৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার অনীতা মাহাতো। এদিকে, বড় মেয়ের মৃত্যুর জেরে ওই নার্সিংহোমের মেঝেতে বসে এদিন শ্যাম দাস কান্নায় ভেঙে পড়েন। সোমবার বিকালে ছোট মেয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে শ্যাম ইন্দোর থেকে রওনা দেন। কিন্তু এদিন শিলিগুড়ি পৌঁছে জানতে পারেন বড় মেয়েও মারা গিয়েছে এবং স্ত্রী আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। স্বাভাবিকভাবে এমন খবরে দিশেহারা হয়ে পড়েন তিনি। শ্যাম বলেন, 'রবিবার যখন ফোনে কথা হয়েছিল, তখনই স্ত্রীকে বলেছিলাম ভালো কোনও ডাক্তার দেখাতে। কিন্তু পরে সে জানিয়েছিল যে ওষুধ খেয়েছে এবং তিনজনই ভালো রয়েছে। কিন্তু এভাবে দুই মেয়েকে হারিয়ে ফেলব ভাবতে পারছি না। স্ত্রীর অবস্থাও ভালো না। খাবারের থেকে কিছু একটা ছড়িয়েছে।'

- রবিবার রাতে রুটি-আলুভাজা খেয়েছিল একই পরিবারের তিনজন, তারপর পেটে ব্যথা শুরু
- সোমবার মারা যান পরিবারের ছোট মেয়ে, বুধবার বড় মেয়ে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন মা
- বিষক্রিয়ায় এমন ঘটনা কি না, খোঁজ করতে খাবারের নমুনা সংগ্রহ জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের

এদিকে, শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে কলাকুমারীর চিকিৎসা চলছে। মহিলার মল (স্টুল) পরীক্ষার পাশাপাশি রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছে। হাসপাতালের সুপার ডাঃ চন্দন ঘোষ বলেন, 'ওই মহিলার অবস্থা কিছুটা সংকটজনক রয়েছেন। তিনি কিছুটা সুস্থ না হলে তাঁর সঙ্গে কথা বলা যাচ্ছে না। কথা বললে আরও কিছু জিনিস জানা যাবে।'

বিজেপির কোন্দলে ধৃত ২

চোপড়া, ১ জুলাই : চোপড়া থানার তিনমাইল রোড এলাকায় এক বিজেপি নেতার উপর হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে চোপড়া থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে সঞ্জয় দাস জেলা এসসি মোর্চার নেতা ও কমল রায় বুথ সদস্য। ব্লক স্তরের এক নেতার ওপর হামলার অভিযোগে দলেরই নেতা-কর্মীদের নাম জড়ানোয় এবং তারা গ্রেপ্তার হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তিতে পড়েছে গেরুয়া শিবির।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে তিনমাইল রোড জাতীয় সড়কের প্রায় ৫০০ মিটার ভিতরে গৌরাঙ্গগছ বাজার এলাকায় বিজেপির দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তে একাধিক বাইক দুটি দোকানের কাউন্টারে ভাঙচুর চালানো হয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

সেই বিজেপি নেতা ভবেশ কর অবশ্য দাবি করেছেন, 'রাতে কী কারণে আমার উপর অতর্কিত হামলা চালানো হল, তা আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারছি না। যারা আমাকে বাঁচাতে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে দুজন জখম হয়েছেন। এব্যাপারে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।' চোপড়া থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে রাতেই সঞ্জয় দাস ও কমল রায় নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি স্কুটার আটক করা হয়েছে।

ভবেশ গোষ্ঠীকোন্দলের কথা মানতে না চাইলেও দলীয় নেতৃত্বের একাংশ বলছে, এলাকায় প্রভাব খাটানো ঘিরে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে তিক্ততা ছিলই। স্থানীয় বিজেপি নেতা সুজন দাসে বলেন, 'রাতে আমরা চায়ের দোকান থেকে বের হচ্ছিলাম। আচমকা দুটি গাড়িতে করে বেশ কয়েকজন এসে ভবেশকে লক্ষ্য করে হামলা চালায়। অভিযুক্তদের মধ্যে ৬ জনের পরিচয় জানা গিয়েছে।' শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি অসীম বর্মন অবশ্য বলছেন, 'এ ব্যাপারে বিস্তারিত খোঁজ নেওয়া হচ্ছে।'

উচ্ছেদে নোটিশ

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : শিলিগুড়ির মাল্লাগুড়ির হনুমান মন্দির সংলগ্ন এলাকায় ১০টি দোকান সরাতে রাজ্যের পূর্ত দপ্তরের তরফে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে সেই দোকানগুলির নিজস্ব মালিকানা রয়েছে বলে বুধবার সেখানকার ব্যবসায়ীরা দাবি করলেন। গত ২৪ জুন পূর্ত দপ্তরের তরফে ১০টি দোকানে নোটিশ সাঁটিয়ে সাতদিনের মধ্যে দোকান সরাতে বলা হয়। দেবাশিস সিংহ, আরতি চৌধুরী, মুকেশকুমার গুপ্তার মতো দোকানদাররা দাবি করেছেন, দোকানগুলির খতিয়ান রয়েছে।

১০ বছর পর দিশা-র বৈঠক

শিলিগুড়ি ব্যুরো

১ জুলাই : দশ বছর পরে দিশা (ডিস্ট্রিক ডেভেলপমেন্ট কোঅর্ডিনেশন অ্যান্ড মনিটরিং কমিটি)-র বৈঠক হল জেলায়। ২০১৬ শেষবার এই কমিটির বৈঠক হয়েছিল। তারপর তৃণমূল জমানায় আর কোনও বৈঠক করা হয়নি। বুধবার শিলিগুড়ি স্টেট গেস্টহাউসে জেলা প্রশাসনকে নিয়ে বৈঠক করেন সাংসদ রাজু বিস্ট এবং প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ অবশ্য বৈঠকে ছিলেন না।

কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারি প্রকল্পের কাজ কেমন হচ্ছে, সেগুলির অগ্রগতি, প্রকল্পের টাকা কীভাবে খরচ হচ্ছে প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করার জন্যই এই বৈঠক। এদিন সেখানে অন্নপূর্ণা যোজনার উপভোক্তাদের হাতে শংসাপত্র এবং চেক তুলে দেওয়া হয়েছে। জেলায় ১.১৪ লাখ উপভোক্তা প্রকল্পের সুবিধা পাবেন বলে জানিয়েছেন সাংসদ। তিনি বলেন, '২০১৬ সাল থেকে তৃণমূল এই কমিটির কাজ করতে দেয়নি। দিশা কমিটি করে দেওয়া হয়েছে। লোকসভার সাংসদ যিনি থাকেন তিনি চেয়ারম্যান। বৈঠক করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেয়। প্রত্যেক তিন মাসে বৈঠক হবে।'

বৈঠকের পরে আনন্দময় শিলিগুড়িতে দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করার ব্যাপারে তদ্বিরের দাবি করেছেন। এর মধ্যে এইমস এবং আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম শিলিগুড়িতে তৈরির কথা ভাবছে দলীয় নেতৃত্ব। বাকিগুলি উত্তরের অন্যান্য জেলায় করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে দাবি। আনন্দময়ের বক্তব্য, 'এইমসের জন্য মাটিগাড়া নকশালবাড়ি বিধানসভায় কয়েকটি জমি দেখা হয়েছে। বাগডোগরা বিমানবন্দরের মতো উন্নত যোগাযোগ থাকা এলাকা পাশে থাকায় এই প্রকল্পগুলি প্রাধান্য পেতে পারে। শিলিগুড়িতে অন্তত দুটি প্রকল্প তৈরির চিন্তাভাবনা রয়েছে।'

এদিন মাটিগাড়া এবং নকশালবাড়ি ব্লকেও প্রকল্প সুবিধাপ্রাপকদের হাতে চেক তুলে দেওয়া হয়েছে। মাটিগাড়া ব্লকে ২১ হাজার ১৭১ এবং নকশালবাড়িতে ১৮ হাজার উপভোক্তা সুবিধা পেয়েছেন। অনুষ্ঠানে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনন্দ ঘোষ থাকলেও মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূলের সদস্যরা ছিলেন না।

৩৭টি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তাব

বাগডোগরা, ১ জুলাই : মাটিগাড়া ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর (এনবিডিডি)-র কাছে ৩৭টি প্রকল্পের জন্য ৪১ কোটি টাকা বরাদ্দ করার আবেদন জানিয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে দীর্ঘদিন থেকে যেসব গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বেহাল অবস্থায় রয়েছে সেই রাস্তাগুলির সংস্কারের প্রস্তাব রয়েছে। এছাড়া, পুটিনবাড়ি চা বাগানে রক্তি নদীর ওপর সেতু বানানো এবং আরেক জায়গায় হাইড্রেনের কাজের কথাও রয়েছে।

মাটিগাড়া ব্লকের এক আধিকারিক জানান, বরাদ্দ পেলে মাটিগাড়া হরসুন্দর হাইস্কুল থেকে ৩ নম্বর বিরসা মুন্ডা মূর্তি হয়ে পাথরঘাটা জুনিয়ার হাইস্কুল পর্যন্ত পেভার্স ব্লকের রাস্তা হবে। তাছাড়া পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে শালবাড়ি হাট পেভার্স ব্লকের রাস্তা, পাথরঘাটা গ্রাম থেকে হিমুল পর্যন্ত রাস্তা সহ একাধিক রাস্তার কাজ হবে। এছাড়া পুটিনবাড়ি চা বাগানে রক্তি নদীর ওপর সেতু বানানো হবে। মাটিগাড়া খাপরাইল মোড় থেকে বালাসন নদী এবং মাটিগাড়া খাপরাইল মোড় থেকে চামটা নদী পর্যন্ত হাইড্রেনও বানানো হবে। গত ২৮ জুন এনবিডিডি-তে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

রক্তি নদীর ওপর সেতুর তৈরির পরিকল্পনা জানতে পেরে বেজায় খুশি মাটিগাড়া পতিরামজোতের বাসিন্দারা। পুটিনবাড়ি চা বাগানের ম্যানেজার দেবাশিস সরকার বলেন, '৫ বছর আগে এই সেতু জলের তোড়ে ভেঙে গিয়েছিল। এখন চা বাগানের বাসিন্দারা ছাড়াও কয়েকটি গ্রামের প্রায় ১০ হাজার মানুষকে কষ্ট করে যাতায়াত করতে হয়। আমরা চাই খুব তাড়াতাড়ি এই সেতু বানানো হোক।' বিধায়ক আনন্দময় বর্মন স্থানীয়দের দাবিপূরণের জন্য আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'সব কাজগুলির প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। সবকিছুই যাতে করা যায়, তার চেষ্টা করব। এগুলি আসলে অনেক দিনের সমস্যা।'

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

অ্যাডমিন ইউনিট/জোন: শিয়ালদহ ডিভিসন-কমার্শিয়াল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪। **অকশন ক্যাটালগ নং:** পার্সেল-এসডিএএইচ-৬৪। **অকশনিং অথোরিটি:** সিনিয়র ডিসিএম/এসডিএএইচ। **অকশন শুরু (সকল লট):** ১৬.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময়:** ১৬.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২.১০ মিনিট। **অটো এক্সটেনশন জোন:** ১২০ সেকেন্ড। **অটো এক্সটেনশন সময়সীমা:** ১২০ সেকেন্ড। **ইনিশিয়াল কুলিং অফ সময়সীমা:** ৩০ মিনিট। **সাকসেসিভ লটস্ ক্লোজিং ইন্টারভাল:** ১০ মিনিট। **সর্বাধিক অটো এক্সটেনশন:** ১০ বার। **ক্যাটালগ প্রকাশিত:** ২৯.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৪.৫৬ মিনিট। **ডিসিশন মোড:** অটো, **আরপি ডিসপ্লেড:** না, **আরপি-র কম পারমিট বিড:** হ্যাঁ। **প্রথম রিফিউজালের অধিকার (আরওএফআর) প্রযোজ্য?:** না। **বিবরণ:** এসএলআর কোচে (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট) পার্সেল স্পেস (এসইকিউ নং এএ/১ থেকে এএ/১১ পর্যন্ত-এর জন্য)। **এসইকিউ নং, লট নং/ক্যাটেগরি, ট্রিপ/দিন, বন্ধের তারিখ/সময় নিম্নরূপ: এএ/১,** ১৩১৩৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এএমএইচ-২৬-২ (পার্সেল-এসএলআর), ১৫৭, ১৬.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.৩০ মিনিট। **এএ/২,** ১৩১৪৫-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-আরডিপি-২৬-২ (পার্সেল-এসএলআর), ৪৭০, ১৬.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.৪০ মিনিট। **এএ/৩,** ১২৩৬৩-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এইচডিবি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৪৭০, ১৬.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২.৫০ মিনিট। **এএ/৪,** ১২৩১৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এএসআর-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৩১৩, ১৬.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা। **এএ/৫,** ২২২০১-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-পিইউআরআই-২৬-২ (পার্সেল-এসএলআর), ৪৭০, ১৬.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.১০ মিনিট। **এএ/৬,** ১৩১৫৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এমএফপি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর), ১৫৭, ১৬.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.২০ মিনিট। **এএ/৭,** ১৩১৪১-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এনওকিউ-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর), ১০৯৬, ১৬.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **এএ/৮,** ২২৫৮৭-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-বিএনআরএস-২৬-২ (পার্সেল-এসএলআর), ৪৭০, ১৬.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৪০ মিনিট। **এএ/৯,** ১৩১৫১-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-জেএটি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর), ১০৯৬, ১৬.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৫০ মিনিট। **এএ/১০,** ১৩১৬৯-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এসএইচসি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৩১৪, ১৬.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **এএ/১১,** ১২৩৫৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এএসআর-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৩১৩, ১৬.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২.১০ মিনিট। **রেট ইউনিট:** প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং ফি [প্রতিটির জন্য]। **ন্যূনতম আইএনসিআর. (%):** ০.২ (প্রতিটির জন্য)। **ইএমডি:** ১০ ট্রিপের বিড মূল্য (ন্যূনতম ৫ লাখ) [প্রতিটির জন্য]। **ন্যূনতম টার্নওভার প্রয়োজন:** ০.০০ টাকা [প্রতিটির জন্য]। **লট স্ট্যাটাস:** আরপি পেন্ডিং (প্রতিটির জন্য)। SDAH-105/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক), মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর: ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে বিজ্ঞাপন বোর্ড [আউট অফ হোম, আরডিএন-ডিজিটাল (ডিজিটাল প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন চার্ট বোর্ড কিয়স্ক) এবং নন-ডিজিটাল], এসি ওয়েটিং লাউঞ্জ, রিটায়ারিং রুম ও ডর্মিটরী, ম্যাসাজ চেয়ার এবং মোবাইল স্টোরের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ই-অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in -তে প্রকাশিত হয়েছে।

অকশন ক্যাটালগ নং.: এডিভিটি-এমএলডিটি-১২

বিজ্ঞাপন বোর্ড [আউট অফ হোম, আরডিএন-ডিজিটাল (ডিজিটাল প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন চার্ট বোর্ড কিয়স্ক) এবং নন-ডিজিটাল]

এসইকিউ নং., লট নং./ক্যাটেগরি, স্টেশন নিম্নরূপ: এএ/১, এডিভিটি-এমএলডিটি-জেএমপি-ওএইচ-২২৮-২৬-১, জামালপুর। **এবি/১,** এডিভিটি-এমএলডিটি-এসবিজি-ওএইচ-২২৭-২৬-১, সাহেবগঞ্জ। **এসি/১,** এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২০১-২৪-১, ভাগলপুর। **এসি/২,** এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৪-২২-১, ভাগলপুর। **অকশন শুরুর তারিখ:** ১৬.০৭.২০২৬ তারিখ সকাল ১০.৩০ মিনিট।

অকশন ক্যাটালগ নং.: এসিডব্লুএল-আরআর-১২

এসি ওয়েটিং লাউঞ্জ এবং রিটায়ারিং রুম ও ডর্মিটরী

এসইকিউ নং., লট নং., ক্যাটেগরি, স্টেশন নিম্নরূপ: এএ/১, পিএনইউ-এমএলডিটি-এসবিও-ডব্লুআরএল-৫৭-২৬-১, এসি ওয়েটিং লাউঞ্জ, সাবৌর। **এএ/২,** পিএনইউ-এমএলডিটি-পিপিটি-ডব্লুআরএল-৪৭-২৫-১, এসি ওয়েটিং লাউঞ্জ, পীরপৈঁতি। **এএ/৩,** পিএনইউ-এমএলডিটি-এসজিজি-ডব্লুআরএল-৬২-২৬-১, রিটায়ারিং রুম ও ডর্মিটরী, সুলতানগঞ্জ। **অকশন শুরুর তারিখ:** ১৬.০৭.২০২৬ তারিখ সকাল ১০.৩০ মিনিট।

অকশন ক্যাটালগ নং.: এমআইএসসি-এমএলডিটি-১৩

মালদা ডিভিসনে ম্যাসাজ চেয়ার ও মোবাইল স্টোর

এসইকিউ নং., লট নং., ক্যাটেগরি, স্টেশন নিম্নরূপ: এএ/১, এমএসএস-এমএলডিটি-বিজিপি-এমএসিএইচআর-৩৪-২৫-১, ম্যাসাজ চেয়ার, ভাগলপুর। **এএ/২,** এমএসএস-এমএলডিটি-এসজিজি-মবস্টোর-৪৩-২৫-১, মোবাইল স্টোর, সুলতানগঞ্জ। **অকশন শুরুর তারিখ:** ১৬.০৭.২০২৬ তারিখ সকাল ১০.৩০ মিনিট।

আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য বিডদাতাদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-116/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং: ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৪৪, তারিখ: ২৯.০৬.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর: ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন নামী ফার্ম/এজেন্সী/কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **কাজের নাম:** [illegible]

www.ireps.gov.in [illegible]

MLD-114/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in [illegible]

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অধিসূচনা

অধিসূচনা নং. এএস/ওয়াকিং ইন্টারভিউ/২০১৫/পিটি-II

২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার জংশন স্থিত রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঠিকা ভিত্তিতে অংশকালীন স্কুল শিক্ষক নিযুক্তির জন্য প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার

১। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার জংশন স্থিত রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য **সম্পূর্ণ ঠিকা ভিত্তিতে** শিক্ষকের নিম্নলিখিত খালী পদগুলিতে উপযুক্ত প্রার্থীদের নিয়োগের লক্ষ্যে **"প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার"** অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই নিযুক্তি অংশকালীন ভিত্তিতে ২০০ (দুইশো) কর্মদিবস অধিক না হওয়া এক সময়সীমার জন্য স্থায়ী একীভূত মাসিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে অথবা রেলওয়ে নিযুক্তি বোর্ড থেকে নিয়মিত নির্বাচিত প্রার্থীদের নিয়োগ বা কর্মদিবসের সংখ্যা বৃদ্ধি/কমানো বা নিয়মিত রেলওয়ে কর্মচারীর উপলব্ধতা, যেটাই আগে হয় অথবা রেলওয়ে বোর্ড দ্বারা সময়ে সময়ে জারি করা পরবর্তী নির্দেশ / নীতি অনুসারে হবে।

২। ঠিকা ভিত্তিতে অংশকালীন নিযুক্তির জন্য শিক্ষকের খালী পদের বিস্তৃত বিবরণ নিম্নলিখিত ধরণের:

স্নাতকোত্তর শিক্ষক (পিজিটি)

ক্র. নং.	পদ ও বিষয়	খালীপদ	সম্প্রদায়ভিত্তিক বিভাজন: এসসি	এসটি	ওবিসি	ইউআর	ইডব্লিওএস	মন্তব্য
১	পিজিটি (জীব বিজ্ঞান)	১				১		সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২১-০৭-২০২৬; রিপোর্টিং-এর সময়: সকাল ৮ টা থেকে ১১টা; স্থান: রেলওয়ে এইচএস স্কুল আলিপুরদুয়ার জং.
২	পিজিটি (রসায়ন বিজ্ঞান)	১				১		
৩	পিজিটি (কম্পিউটার সায়েন্স)	১				১		
৪	পিজিটি (অর্থনীতি)	১			১			
৫	পিজিটি (ইংরাজী)	১				১		
৬	পিজিটি (হিন্দী)	১				১		
৭	পিজিটি (ভূগোল)	১	১					
৮	পিজিটি (রাজনীতি বিজ্ঞান)	১			১			
৯	পিজিটি (সমাজ বিজ্ঞান)	১				১		
১০	পিজিটি (ইতিহাস)	১					১	

প্রশিক্ষিত স্নাতক শিক্ষক (টিজিটি)

ক্র. নং.	পদ ও বিষয়	খালীপদ	সম্প্রদায়ভিত্তিক বিভাজন: এসসি	এসটি	ওবিসি	ইউআর	ইডব্লিওএস	মন্তব্য
১	টিজিটি (কম্পিউটার সায়েন্স)	১				১		সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২১-০৭-২০২৬; রিপোর্টিং-এর সময়: সকাল ৮ টা থেকে ১১টা; স্থান: রেলওয়ে এইচএস স্কুল আলিপুরদুয়ার জং.
২	টিজিটি (ইংরাজী)	১				১		
৩	টিজিটি (ইংরাজী)	১				১		
৪	টিজিটি (হিন্দী)	১			১			
৫	টিজিটি (হিন্দী)	১				১		
৬	টিজিটি (পিয়োর সায়েন্স)	১				১		
৭	টিজিটি (পিয়োর সায়েন্স)	১	১					
৮	টিজিটি (সংস্কৃত)	১			১			
৯	টিজিটি (পিয়োর সায়েন্স)	১				১		
১০	টিজিটি (সমাজ বিজ্ঞান)	১					১	
১১	টিজিটি (সমাজ বিজ্ঞান)	১				১		
১২	পিটিআই (মহিলা)	১			১			
১৩	পিটিআই (পুরুষ)	১	১					

প্রাথমিক শিক্ষক:

ক্র. নং.	পদ ও বিষয়	খালীপদ	সম্প্রদায়ভিত্তিক বিভাজন: এসসি	এসটি	ওবিসি	ইউআর	ইডব্লিওএস	মন্তব্য
১	পিআরটি (ইংরাজী মাধ্যম)	১				১		সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২১-০৭-২০২৬; রিপোর্টিং-এর সময়: সকাল ৮ টা থেকে ১১টা; স্থান: রেলওয়ে এইচএস স্কুল, আলিপুরদুয়ার জং.
২	পিআরটি (ইংরাজী মাধ্যম)	১				১		
৩	পিআরটি (ইংরাজী মাধ্যম)	১				১		
৪	পিআরটি (ইংরাজী মাধ্যম)	১			১			
৫	পিআরটি (ইংরাজী মাধ্যম)	১				১		

৩। **পারিশ্রমিক:** চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদের জন্য সমন্বিত মাসিক পারিশ্রমিক নিম্নরূপ হবে:

(i) সকল বিষয়ের **স্নাতকোত্তর শিক্ষক (পিজিটি): প্রতিমাসে ২৭,৫০০/- টাকা**

(ii) সকল বিষয়ের **প্রশিক্ষিত স্নাতক শিক্ষক (টিজিটি): প্রতিমাসে ২৬,২৫০/- টাকা**

(iii) সকল বিষয়ের **প্রাথমিক শিক্ষক (পিআরটি) : প্রতিমাসে ২১,২৫০/- টাকা**

(রেলওয়েতে থাকার কোনো ব্যবস্থা এবং অন্য কোনো সুবিধা প্রদান করা হবে না)।

৪। **বয়সসীমা:** সাক্ষাৎকারের তারিখে প্রার্থীর বয়স ১৮ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যে (কেভিএস নিয়ম অনুসারে) হতে হবে এবং নির্বাচিত প্রার্থী ৬৫ বছরের বেশি বয়সী হলে চুক্তিভিত্তিক পরিষেবা চালিয়ে যাওয়ার যোগ্য হবেন না।

নির্ধারিত অর্হতা পূরণ করা ইচ্ছুক প্রার্থীরা, প্রার্থী দ্বারা স্বাক্ষরিত এবং সর্বশেষ **রঙিন ছবি** পেস্ট সহ তা সংলগ্ন করে আবেদন পত্র পূরণ করতে পারবেন। অধিসূচনার বিস্তৃত বিবরণ ও আবেদন পত্র নিম্ন উল্লেখিত ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে -

www.nfr.indianrailways.gov.in (general info→department→personnel→notice board) এবং

https://railwayschools.nfreis.org/

অনুগ্রহ করে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারের দিন, এই আবেদনপত্রটি, সমস্ত নথিপত্রের এক সেট ফটোকপি এবং যাচাইকরণের জন্য চেকলিস্টে উল্লিখিত মূল প্রমাণপত্র সঙ্গে নিয়ে আসবেন।

আবেদনের সাথে সংযুক্ত করা নথিপত্রের তালিকা:

(১) জন্ম তারিখের প্রমাণপত্র।
(২) কমিউনিটি সার্টিফিকেট।
(৩) শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র।
(৪) অভিজ্ঞতার প্রমাণপত্র, যদি থাকে
(৫) পরিচয়ের প্রমাণপত্র (যেকোনো একটি - আধার কার্ড, প্যান কার্ড, পাসপোর্ট, ভোটার আইডি কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স অথবা ভারত সরকার দ্বারা জারি করা পরিচয় পত্র ইত্যাদি)
(৬) কেন্দ্রীয়/রাজ্য সরকারের দুজন গেজেটেড অফিসারের কাছ থেকে তাঁর ভালো চরিত্র ও পূর্ববৃত্তান্তের প্রমাণপত্র।
(৭) চাকরিরত হলে নিয়োগকর্তার কাছ থেকে এনওসি।

প্রিন্সিপাল/রেলওয়ে এইচ. এস. স্কুল, আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৪৫ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৭ আষাঢ় ১৪৩৩

অসভ্যতা

আইনের শাসন ও বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা সভ্য সমাজের মৌলিক ভিত্তি। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল, পশ্চিমবঙ্গে পালাবদলের পর ডিম থেরাপি নামে এক ধরনের 'অপসংস্কৃতি'র আমদানি হয়েছে। দুর্নীতিতে অভিযুক্ত তৃণমূলের একাধিক নেতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশের নামে ডিম ছোড়ার ঘটনা উত্তরোত্তর বাড়ছে। এই ঘটনাকে জনরোষ বা মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ বলে দেখানো হচ্ছে। বাস্তবে বিষয়টি যে তা নয়, সেটা বিলক্ষণ বোঝা যাচ্ছে।

রাজ্যের স্কুলগুলিতে শিশুদের মিড-ডে মিলে আগামীদিনে ডিম থাকবে কি না তা নিয়ে যখন বিতর্ক চলছে, তখন জনরোষের নামে ডিমের দেদার অপচয় শুধু নিম্নরুচির পরিচয় দেয় না, রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার কুৎসিত নজির হয়ে ওঠে। কলকাতা হাইকোর্ট এই বর্বরতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। একটি জনস্বার্থ মামলায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ অত্যন্ত কড়া অবস্থান নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে জানতে চেয়েছে, এই ধরনের আইনহীনতা রুখতে প্রশাসন কী পদক্ষেপ করেছে।

আদালত স্পষ্ট ভাষায় মনে করিয়ে দিয়েছে, কেউ অভিযুক্ত হলেই তাঁর মানবাধিকার শেষ হয়ে যায় না। গ্রেপ্তার করার পর তাঁর মৌলিক অধিকার রক্ষা করা রাজ্যের কর্তব্য। বাস্তবে শুধু ডিম ছোড়া নয়, অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাদের কোমরে দড়ি বেঁধে প্রকাশ্য রাস্তায় ঘোরানোও চলছে সমানে। হাইকোর্টের অসন্তোষ প্রকাশ সত্ত্বেও এই প্রবণতায় লাগাম পরেনি। ফলে বাংলায় আদৌ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নাকি ভয়াবহ 'মব কালচার' কায়েম হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

সুস্থ সমাজে হিংসাত্মক আচরণ কখনও কাম্য নয়। তৃণমূলের কোনও নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির বা অন্যায়ের অভিযোগ থাকলে, দেশের আইন অনুযায়ী তদন্ত হবে, পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করবে এবং আদালত তাঁর বিচার করবে। তার বদলে একদল মানুষ নিজেদের হাতে আইন তুলে নিচ্ছে, সভ্য সমাজে বরদাস্ত করা যায় না। হিংস্র আস্ফালন আসলে সমাজের অবচেতনে থাকা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে উসকে দিচ্ছে। যা পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি এবং কৃষ্টিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

এই সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মতাদর্শের ঊর্ধ্বে উঠে সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকের উচিত সরব হওয়া। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, তাঁদের রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডায় এমন কার্যকলাপের স্থান নেই। তাঁরা এই ধরনের কাজকে সমর্থন করেন না। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু এই জঘন্য প্রবণতাকে ধিক্কার জানিয়েছেন। কিন্তু দলমতনির্বিশেষে এই সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সমালোচনা দেখা যাচ্ছে না।

মমতাপন্থী তৃণমূল 'ইন্ডিয়া' জোটের শরিক হওয়ায় জোটের এব্যাপারে সরব হওয়া উচিত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই তথাকথিত জনরোষ আছড়ে পড়ছে পুলিশের সামনে। অথচ পুলিশ নির্বিকার। তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে ডিম ছোড়ার ঘটনাটি অসভ্য সংস্কৃতির সর্বশেষ উদাহরণ। তিনি গোটা ঘটনার ভিডিও করে রাজ্যের শাসকদল ও পুলিশ-প্রশাসনকে নিশানা করেছেন।

এই প্রবণতাকে কঠোর হাতে দমন করা না হলে আগামীদিনে দেশের আইনকানুন, বিচার ব্যবস্থা এবং সংবিধানের ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা উঠে যেতে বাধ্য। কলকাতা হাইকোর্টের মতে, যাঁরা ডিম ছুড়ছেন, শুধু তাঁদের গ্রেপ্তার করলে এই ব্যাধি দূর হবে না। কারণ এটি শুধু অপরাধের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়, এটি গভীর সামাজিক অবক্ষয়। তাই এর স্থায়ী নিরাময়ে প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা।

প্রশাসনের উচিত, শক্ত হাতে এই ধরনের আচরণকে দমন করা। আজ যাঁরা এই কুৎসিত প্রতিবাদকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে সমর্থন করছেন, ক্ষমতার চাকা ঘুরলে এই জনরোষ তাঁদের দিকেও ধেয়ে আসতে পারে। সুস্থ ও সচেতন রাজনৈতিক সংস্কৃতি ছাড়া গণতন্ত্র পুষ্ট হতে পারে না। গণতান্ত্রিক চেতনা, মূল্যবোধ, শিষ্টাচার বিস্মৃত হলে, বিকৃত প্রতিহিংসা সেই জায়গা দখল করলে, তা সমাজের পক্ষে, দেশের জন্য বিপজ্জনক।

অমৃতধারা

পুণ্যকাজ হচ্ছে সেইটা যা আমাদের উন্নতি ঘটায়, আর পাপ হচ্ছে– যা আমাদের অবনতি ঘটায়। মানুষের মধ্যে তিনরকম সত্তা থাকে- পাশবিক, মানবিক এবং দৈবী। যা তোমার মধ্যে দৈবীভাব বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে তা-ই হচ্ছে পুণ্য। আর যা তোমার মধ্যে পশুভাব বাড়িয়ে তোলে- তা পাপ। তোমাকে ধ্বংস করতেই হবে পশুসত্তাকে, হয়ে উঠতে হবে প্রকৃত 'মানুষ' প্রেমময় এবং দয়াশীল। তারপর তা-ও অতিক্রম করে যেতে হবে। হয়ে উঠতে হবে শুদ্ধ আনন্দ- সচ্চিদানন্দ ; যেন এমন এক আগুন যা দহন করবে না কখনও, অপূর্ব ভালোবাসায় পূর্ণ - যে ভালোবাসায় মানুষের ভালোবাসার দুর্বলতা নেই, নেই কোনও দুঃখবোধ।

-স্বামী বিবেকানন্দ

ভারত ও বাংলাদেশের আবেগের সেতুবন্ধন

রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মাঝেও মৈত্রী, বন্ধন ও মিতালি এক্সপ্রেস জুড়েছিল দুই দেশের মানুষকে।

সন্দীপন পণ্ডিত

১৯৪৭ সালে দেশভাগ হওয়ার আগে এপার এবং ওপার বাংলার যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম ছিল রেলপথ। কলকাতা থেকে ঢাকা সহ অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত পর্যন্ত সরাসরি ট্রেন যাতায়াত করত। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গেও তৎকালীন পূর্ববঙ্গের রেল যোগাযোগের এক সোনালি ইতিহাস রয়েছে। ব্রিটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত কোচবিহার স্টেট রেলওয়ে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের সেতুবন্ধন রচনা করেছিল। ১৮৯৩ অথবা ১৮৯৪ সালের দিকে কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ এই রেলপথ চালু করেন। শুরুর দিকে তোর্ষা নদীর তীর থেকে গিতালদহ পর্যন্ত এটি নির্মিত হয়েছিল। গিতালদহ ছিল ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ জংশন। যেখান থেকে একটি রেলপথ লালমণিরহাট হয়ে ঢাকার দিকে চলে গিয়েছিল। দেশভাগের আগে এই পথ ধরেই কোচবিহার থেকে গিতালদহ হয়ে বর্তমান বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ট্রেন চলাচল করত। কিন্তু ১৯৪৭ সালের দেশভাগ, ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে সেই পরিষেবায় চরম ব্যাঘাত ঘটে। পরবর্তীতে মোগলহাট হয়ে ভারতে কিছু মালবাহী ট্রেন চলাচল করলেও নদীভাঙনের জেরে সেতু ভেঙে যাওয়ায় রেল পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে অচল হয়ে যায়। ভগ্নপ্রায় মোগলহাট স্টেশনটি আজও অতীতের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মাঝখান দিয়ে তিস্তা মেঘনা গঙ্গা ও পদ্মার বুক চিরে বয়ে গিয়েছে বহু জল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ২০০১ সালে ভারত ও বাংলাদেশের তৎকালীন সরকারের যৌথ সিদ্ধান্তে কলকাতা থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে প্রথম একটি যাত্রীবাহী ট্রেনের পরীক্ষামূলক যাত্রা সম্পন্ন হয়। দুই দেশ মিলিতভাবে এই ট্রেনের নামকরণ করে 'মৈত্রী এক্সপ্রেস'। আনুষ্ঠানিকভাবে এই ট্রেনটির যাত্রা শুরু হয় ২০০৮ সালের ১৪ এপ্রিল। ভারতে সবুজ পতাকা নেড়ে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তথা পরবর্তীকালের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। শুরুর দিকে মৈত্রী এক্সপ্রেস সপ্তাহে একদিন যাতায়াত করলেও পরবর্তীতে কলকাতার চিৎপুর স্টেশন থেকে ঢাকার ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন পর্যন্ত সপ্তাহে পাঁচদিন যাতায়াত শুরু হয়। এই ট্রেনটি শুধুমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থাকেই সুদৃঢ় করেনি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথকেও প্রসারিত করেছিল। এর ফলে দুই প্রান্তের মানুষের চলাচলে স্মৃতির পাতা থেকে উঠে আসে অসংখ্য আবেগঘন মুহূর্ত। এই উন্নয়নের পথকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ২০১৭ সালে মৈত্রী এক্সপ্রেসে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কামরা এবং আধুনিক এলএইচবি কোচ যুক্ত করে ভারতীয় রেলমন্ত্রক।

একই সূত্র ধরে দীর্ঘ ৫২ বছর পর কলকাতা এবং খুলনার মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে চালু হয় 'বন্ধন এক্সপ্রেস'। বাংলাদেশ এবং ভারতের বন্ধুত্বের অন্যতম সংযোগকারী হিসেবে এই ট্রেনের পরিষেবা চালু হয়েছিল ২০১৭ সালের ৯ নভেম্বর। এই ট্রেনে দুই দেশেরই বগি এবং ইঞ্জিন ব্যবহার করা হত। ফলে যাত্রীদের সীমান্তে নতুন করে ট্রেন পরিবর্তন করার প্রয়োজন পড়ত না এবং ইমিগ্রেশন ব্যবস্থাকেও মসৃণ করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং নিরাপত্তাজনিত কারণে এই ট্রেনটির পরিষেবাও ২০২৪ সালের ১৮ জুলাই থেকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে রয়েছে।

ফিরে দেখা।। ট্রায়াল রানের আগে মিতালি এক্সপ্রেস। -ফাইল চিত্র।

মৈত্রী এবং বন্ধন এক্সপ্রেস কলকাতা থেকে ঢাকা পর্যন্ত চলাচল করলেও দীর্ঘকাল উত্তরবঙ্গ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সরাসরি কোনও রেল যোগাযোগ ছিল না। অথচ উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার বলে পরিচিত শিলিগুড়ি শহরের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত। এই রেলপথ একদিকে সিকিম, অসম, অরুণাচলপ্রদেশ, মেঘালয়, মিজোরাম এবং ত্রিপুরার সঙ্গে যুক্ত অন্যদিকে ভুটান সীমান্তের পাশাখা থেকে নেপাল সীমান্তের নকশালবাড়ি এবং পানিট্যাঙ্কি পর্যন্ত বিস্তৃত। যোগাযোগের এই অনুকূল পরিবেশকে কাজে লাগাতেই ২০২১ সালের ২৬ মার্চ আরও একটি ট্রেনের উদ্বোধন করা হয়। দুই দেশের মিত্রতাকে দৃঢ় করতে এবং সীমান্তবর্তী বাণিজ্য ও পর্যটনের অগ্রগতি সাধনে এর নামকরণ হয় 'মিতালি এক্সপ্রেস'। ২০২২ সালের ১ জুন থেকে শিলিগুড়ির নিউ জলপাইগুড়ি বা এনজেপি স্টেশন থেকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন পর্যন্ত এর বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু হয়। সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে এনজেপি থেকে ছেড়ে রাত সাড়ে ১০টায় ট্রেনটি ঢাকা পৌঁছাত। যাতায়াতে মোট সময় লাগত ১০ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট। চিকিৎসা, শিক্ষা এবং পর্যটনের জন্য অচিরেই এটি উত্তরবঙ্গে প্রবেশের অন্যতম ভরসার মাধ্যম হয়ে ওঠে। ২০২২ সালের ৭ এপ্রিল এনজেপি স্টেশনে অভিবাসন দপ্তরের কাজকর্মও শুরু হয়। কিন্তু করোনা অতিমারির পর বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই থেকে এই ট্রেনের চাকাও অনির্দিষ্টকালের জন্য থেমে যায়।

নতুন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তৈরি হওয়ার পর থেকে ট্রেনগুলি পুনরায় চালুর বিষয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে মিতালি এক্সপ্রেসকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে কারণ এই এলাকার মানুষের মনে দেশভাগ এবং ইতিহাসের এক নিবিড় সংযোগ আজও অনেকটাই। সেই সূত্র ধরেই উত্তরবঙ্গ থেকে বাংলাদেশে চলে যাওয়া বিশিষ্ট মানুষদের কথা মনে পড়ে যায়। এই তালিকায় সবার প্রথমে নাম আসে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপি নেত্রী প্রয়াত খালেদা জিয়ার। তাঁর শিকড় উত্তরবঙ্গের সঙ্গেই গভীরভাবে জড়িয়ে। ১৯৪৫ সালের ১৫ অগাস্ট জলপাইগুড়ি শহরে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে তাঁর পরিবার পূর্ব পাকিস্তানের দিনাজপুরে চলে যায়। জলপাইগুড়ির নয়াবস্তি এলাকায় তাঁর ছোটবেলা কেটেছিল এবং সেখানে তিনি আজও পুতুল নামেই পরিচিত। তাঁর রাজনৈতিক জীবনেও ট্রানজিট এবং সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা বারবার প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। ২০২৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর তাঁর প্রয়াণে দুই বাংলাতেই শোকের ছায়া নেমে আসে। এছাড়াও বাংলাদেশের প্রভাবশালী নেতা হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের জীবনের সঙ্গেও দিনহাটার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। প্রখ্যাত গায়ক আব্বাসউদ্দিনও ছিলেন উত্তরেরই বাসিন্দা। একইভাবে সীমানা পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ি, দেবেশ রায়, অমিয়ভূষণ মজুমদার, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মতো প্রথিতযশা সাহিত্যিকরা।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে রেল যোগাযোগ নিছকই যাতায়াতের মাধ্যম নয়, তা আক্ষরিক অর্থেই দুই বাংলার মানুষের নাড়ির টান ও আবেগের প্রতীক। ব্রিটিশ আমলে শুরু হওয়া এই যোগাযোগ ব্যবস্থা দেশভাগের কারণে বারবার হোঁচট খেলেও মৈত্রী, বন্ধন ও মিতালি এক্সপ্রেসের হাত ধরে তা নতুন প্রাণ পেয়েছিল। শুধু পর্যটন বা চিকিৎসায় নয়, সীমান্ত বাণিজ্য এবং দুই দেশের অর্থনীতিকে মজবুত করতে এই রেলপথগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। ভিসা জটিলতা ও রাজনৈতিক অস্থিরতা সম্পূর্ণ কাটিয়ে ট্রেনগুলো আবার কবে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে, দুই বাংলার মানুষ এখন তারই অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন।

যাঁরা দেশভাগের কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন তাঁদের কাছে এই ট্রেনগুলি একটি আবেগের সেতুবন্ধন। অর্থনৈতিক দিক থেকেও মিতালি এক্সপ্রেসের গুরুত্ব অপরিসীম। ট্রেনগুলি চালু থাকলে ব্যবসায়ীদের যাতায়াত সহজ হয় এবং সীমান্ত বাণিজ্যের বিপুল প্রসার ঘটে। এর ফলে স্থানীয় ব্যবসা পরিবহণ এবং লজিস্টিক ক্ষেত্র চাঙ্গা হওয়ার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত স্থলবন্দর এবং সীমান্ত হাটগুলিতে বাণিজ্যিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া দার্জিলিং, ডুয়ার্স এবং কালিম্পংয়ের মতো পর্যটনকেন্দ্রগুলি বাংলাদেশি পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। ট্রেন পরিষেবা চালু থাকলে ভারতের হোটেল এবং স্থানীয় ব্যবসায় ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। বর্তমানে উত্তরবঙ্গ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে মণিপাল মেদান্ত অ্যাপোলো এবং টাটা গ্রুপের উন্নতমানের হাসপাতাল পরিষেবা রয়েছে। ট্রেনগুলি পুনরায় চালু হলে এই উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার পরিসর অতি সহজেই বাংলাদেশের মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে। ভিসা জটিলতা কেটে গিয়ে এই রেল পরিষেবা আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরলে তা দুই দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের অগ্রগতির জন্য একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হবে। এখন সেই আশাতেই প্রহর গুনছেন দুই বাংলার সাধারণ মানুষ।

(লেখক জনসংযোগ বিশেষজ্ঞ)

আজ

১৭৫৭

আজকের দিনে প্রয়াত হন বাংলার নবাব সিরাজ-উদদৌলা।

১৯৩৪

বিপ্লবী অসিতরঞ্জন ভট্টাচার্য শহিদ হন আজকের দিনে।

আলোচিত

অমিত শা শুধু রামের নামে ভোট চান। কিন্তু রামদর্শনে যান না। কেবল নিজের স্বার্থে সনাতনীদের ব্যবহার করেন। দেশে আম আদমি পার্টি একমাত্র দল, যেটি সত্যিকার অর্থে সনাতন মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে কাজ করছে। রামকে ঈশ্বর ভাবলে কেউ রাম মন্দিরে চুরি করতেন না।

- অরবিন্দ কেজরিওয়াল

ভাইরাল/১

'মোদিমাস্ক' পরে চুরির চেষ্টা! রাজস্থানের করেড়া থানা এলাকার এক মোবাইল দোকানে পেল্লাই লোহার রড নিয়ে আসে চোর। মুখে প্রধানমন্ত্রীর মুখোশ। ইচ্ছা ছিল তালা ভাঙার। কিন্তু না পেরে পালাতে হয়। সিসিটিভিতে ধরা পড়ে ঘটনাটি।

ভাইরাল/২

ঔরঙ্গাবাদের একটি স্কুলে শিক্ষককে ছুরিকাঘাত প্রাক্তন ছাত্রের। ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিতে এসে শিক্ষকের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে ছাত্রটি। শিক্ষকের পেটে, বুকে এলোপাতাড়ি ধারালো ছুরির কোপ বসায়। রক্তাক্ত অবস্থায় শিক্ষককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তদন্তে পুলিশ।

জনমন
জনমত

পাহাড়ে বেড়াতে এলে পর্যটকদের আরও সচেতনতা প্রয়োজন

এআই

২৮ জুন উত্তরবঙ্গ সংবাদপত্রে প্রকাশিত 'পাহাড়ে ধসে দায়ী হতে পারেন আপনিও' শীর্ষক প্রতিবেদনটি পড়ে যথেষ্ট ইতিবাচক ও বর্তমান সময়ে তাৎপর্যপূর্ণ মনে হল।

আমরা যারা সমতলে থাকি তাদের কাছে পাহাড় বরাবরই বড্ড পছন্দের। ভাড়া করা গাড়ি হোক বা ব্যক্তিগত গাড়ি, পর্যটনের মরশুমে পাহাড়ে হামেশাই অনেকে ঘুরতে যান। পাহাড়ের মনোহর সৌন্দর্য উপভোগ করেন। এতে পাহাড়ে পর্যটনকে কেন্দ্র করে যেমন সুন্দর অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হচ্ছে, তেমনই অজান্তেই পাহাড়ের অনেক ক্ষতিও হচ্ছে। পাহাড়ি রাস্তায় অত্যধিক পরিমাণে গাড়ি চলাচল করছে। এতে রাস্তায় অতিরিক্ত চাপ পড়ছে।

প্রতিবেদনে যে 'উইপ হোল'- এর কথা বলা হয়েছে সেটা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে অনেকেরই অজানা বলেই মনে হয়। আমি নিজেও দেখেছি পাহাড়ে ঘুরতে আসা পর্যটকরা পর্যটনস্থলের আশপাশে খাবারের উচ্ছিষ্ট অংশ, প্লাস্টিকের প্যাকেট, জলের বোতল ইত্যাদি যত্রতত্র ফেলে রাখেন। এমনকি অনেক সময় পাহাড়ের গায়েও ঢুকিয়ে রাখেন। ফলে গর্তের মুখ বন্ধ থাকায় অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে বৃষ্টির জল ওপর থেকে ঠিকমতো নিষ্কাশিত হতে পারে না। ফলে ওপরেই জমে থাকে। এতে অত্যন্ত ভারী হয়ে যাওয়ায় গাছপালা, পাথর-মাটি সমেত ধসের ঘটনা ঘটে, যা পাহাড়ি এলাকায় অত্যন্ত বিপজ্জনক। কাজেই পাহাড়ে ঘুরতে আসা পর্যটকদের এবিষয়ে সচেতন হতে হবে। প্রত্যেকের সচেতনতাই অনেক গুরুতর বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

রমেন রায়, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

নাগরিক বোধের সংকট ও প্রতিকার

আইনের কড়াকড়ি নয় বরং শিক্ষা এবং পারিবারিক মূল্যবোধই সুস্থ সমাজ গড়তে পারে।

ভূপেশ রায়

দৈনন্দিন জীবনে চলতে ফিরতে আমাদের প্রায়ই নানাবিধ অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। মাঝেরহাট থেকে ডায়মন্ড হারবারগামী বাসে সহযাত্রীর ফোনে উচ্চগ্রামে রিলস দেখার দাপট কিংবা দূরপাল্লার ট্রেনে তামাকের ঝাঁঝালো গন্ধের জেরে তরুণীদের আসন ছেড়ে উঠে যাওয়া এখন অতি পরিচিত দৃশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্বসাধারণের জায়গায় অন্যের অসুবিধা ও কষ্টের কথা চিন্তা না করার এই মানসিকতা আমাদের সামগ্রিক আচরণের একটি বড় খামতিকে স্পষ্ট করে দেয়। এমনকি ট্রেনে যাতায়াতের সময় কামরাটিকে কার্যত একটি চলন্ত ডাস্টবিনে পরিণত করার ভিডিও সমাজমাধ্যমে প্রায়ই ভাইরাল হতে দেখা যায়। প্রকাশ্য স্থানে ধূমপান, যত্রতত্র থুতু ফেলা কিংবা অকারণে হর্ন বাজানোর মতো ঘটনাগুলি ক্রমশ উদ্বেগজনক সামাজিক প্রবণতায় পরিণত হচ্ছে।

এই সামাজিক অসচেতনতার জন্য কেবল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবঞ্চিত মানুষরাই দায়ী বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা বিচার করলে দেখা যায় যে, এই ধারণা মোটেও যুক্তিযুক্ত নয়। তথাকথিত শিক্ষিত এবং সচ্ছল নাগরিকদের মধ্যেও নাগরিক বোধ বা সিভিক সেন্সের চরম অভাব লক্ষ করা যায়। মাঝরাস্তায় দামি বিলাসবহুল গাড়ি থেকে প্লাস্টিকের বোতল, চিপসের প্যাকেট, সিগারেটের টুকরো ছুড়ে ফেলতে কিংবা গুটখার পিক অবলীলায় ফেলতে দেখা যায়। ফলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, অর্থনৈতিক প্রাচুর্য কিংবা ডিগ্রির শংসাপত্র মানুষকে প্রকৃত অর্থে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন এক গভীর অভ্যন্তরীণ অনুশাসন যা সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা শেখায়।

বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার দিকে তাকালে এই বিষয়ের একটি

এআই

আদর্শ ছবি সামনে ভেসে ওঠে। জাপান, নরওয়ে, সুইডেন কিংবা সুইৎজারল্যান্ডের মতো দেশগুলোতে নাগরিকদের পরিচ্ছন্নতা এবং সামাজিক সচেতনতা বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হয়। যেমন জাপানের বিদ্যালয়গুলিতে ছোটবেলা থেকেই শিশুদের নিজেদের শ্রেণিকক্ষ এবং চারপাশ পরিষ্কার রাখার হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। সিঙ্গাপুরে কঠোর আইন প্রয়োগের পাশাপাশি ধারাবাহিক জনসচেতনতামূলক উদ্যোগ নাগরিক শৃঙ্খলা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত দীর্ঘ শিক্ষাজীবন অতিক্রম করেও অনেকের মধ্যে এই বাস্তবমুখী নাগরিক শিক্ষার ঘাটতি থেকেই যায়। সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জনের পরেও যদি একজন মানুষ মৌলিক নাগরিক কর্তব্য না শেখেন তবে তা শিক্ষা ব্যবস্থার বড় ব্যর্থতা বলে গণ্য হবে।

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে রাস্তায় থুতু ফেলা কিংবা প্রকাশ্যে প্রস্রাব করার মতো অভ্যাসের বিরুদ্ধে কঠোর জরিমানার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। প্রশাসনের এই ইতিবাচক পদক্ষেপকে অবশ্যই সাধুবাদ জানাতে হয়। তবে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, কেবল আইন প্রণয়ন বা জরিমানার ভয় দেখিয়ে মানুষের দীর্ঘদিনের অভ্যাসের স্থায়ী পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। শাস্তির ভয়ে হয়তো সাময়িকভাবে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আসতে পারে কিন্তু নজরদারির আড়ালে পুরোনো মানসিকতা আবার ফিরে আসে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের অবচেতনে এই বোধ তৈরি না হচ্ছে যে, নিজের চারপাশ নোংরা করা এক সামাজিক অপরাধ তখন পর্যন্ত আইনের উপযোগিতা সীমিতই থেকে যায়।

প্রকৃত নাগরিক চেতনা বা সিভিক সেন্সের বিকাশ কোনও চাপিয়ে দেওয়া নিয়ম হতে পারে না। এই সংস্কারের পাঠ মূলত প্রতিটি পরিবার এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই শুরু করতে হবে। ছোটবেলা থেকেই যদি শিশুদের শেখানো যায় যে নিজের অধিকারের পাশাপাশি অন্যের স্বাচ্ছন্দ্যের খেয়াল রাখাও নাগরিক কর্তব্যের অংশ তবেই একটি রুচিশীল সমাজ গঠন করা সম্ভব হয়। রাষ্ট্র ও সরকারকে এটি উপলব্ধি করতে হবে যে, সচেতনতার ভিত শক্ত না হলে কোনও প্রশাসনিক দাওয়াই কাজ করবে না। নাগরিক দায়িত্ববোধ কোনও আইনের ভয় থেকে জন্ম নেয় না, বরং তা শিক্ষা, পরিবার ও সামাজিক সংস্কৃতির সম্মিলিত চর্চার মাধ্যমে বিকশিত হয়। সেই চর্চাই একটি পরিচ্ছন্ন, সহনশীল ও দায়িত্বশীল সমাজের মজবুত ভিত নির্মাণ করতে পারে।

(লেখক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী। ময়নাগুড়ির টেকাটুলির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪৮৬

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। প্রকাশ্যে আচরণে বোঝা না গেলেও তলে তলে দুষ্ট, মিটমিটে ৩। বসন্তকাল ৪। একশত, বহু, অসংখ্য ৫। ছোটবড় দড়ি, দড়াদড়ি ৭। মরণশীল, নশ্বর ১০। স্বীয়, আপন ১২। কিছু সময়, বহু সময় ১৪। মহাশক্তিশালী আগ্নেয় ক্ষেপণাস্ত্রবিশেষ, তোপ ১৫। পুরাণে বর্ণিত সপ্তপাতালের নিম্নতমটি, অধঃপাত ১৬। পশ্চিমবঙ্গের নিকট প্রতিবেশী একটি রাজ্য।

উপর-নীচ : ১। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি রাজ্য ২। শ্রীকৃষ্ণ ৩। ফুলের মধু ৬। মনসামঙ্গলের গান ৮। রুপো সাদা বা শ্বেতকায় ৯। অতি সামান্য সময় ১১। লোক সমাগমের জন্য উপভোগ্য অবস্থা, গমগমে ভাব ১৩। ছইযুক্ত ছোট নৌকাবিশেষ।

সমাধান ■ ৪৪৮৫

পাশাপাশি : ২। সেরকশ ৫। মসিনা ৬। তাজমহল ৮। দড়ি ৯। ফক্কা ১১। জবানবন্দি ১৩। ঝিলিক ১৪। বলাবল।

উপর-নীচ : ১। দমবাজ ২। সেনা ৩। কনৌজ ৪। ফিচেল ৬। তাড়ি ৭। মনাক্কা ৮। দখিন ৯। ফন্দি ১০। শশিকর ১১। জরদ ১২। বগলা ১৩। ঝিল।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

লক্ষ্যভেদ

'লক্ষ্যভেদ'-এর নতুন সংখ্যায় আপনাকে স্বাগত! আধুনিক প্রযুক্তির যুগে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও ডেটা সায়েন্স পড়ে কোন পথে নিশ্চিত চাকরি পাবেন, থাকছে তার দিশা। পাশাপাশি পড়ুন ই-কমার্সের যুগে সাপ্লাই চেন ও লজিস্টিকসে কাজের বিপুল সুযোগের খবর। কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের অন্যতম হাতিয়ার 'ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং' নিয়ে থাকছে বিশেষ আলোচনা।

এআই ও ডেটা সায়েন্স

কোন পথে নিশ্চিত চাকরি?

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) এখন আর কোনো দূর ভবিষ্যতের বা কল্পবিজ্ঞানের বিষয় নয়, বরং ২০২৬ সালের দাঁড়িয়ে এটি আমাদের কর্মজীবনের এক রূঢ় বাস্তব। চ্যাটজিপিটি, জেমিনি বা মিডজার্নির মতো উন্নত প্রযুক্তির টুলগুলো মানুষের কাজের ধরনটাই আমূল বদলে দিয়েছে। এই বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বৈশ্বিক চাকরির বাজারে এখন সবচেয়ে বেশি চাহিদা তৈরি হয়েছে এআই এবং ডেটা সায়েন্স বিশেষজ্ঞদের। শুধু তথ্যপ্রযুক্তি বা সফটওয়্যার শিল্পেই নয়, বর্তমান সময়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা, ব্যাঙ্কিং, শিক্ষা, লজিস্টিকস এবং এমনকি কৃষিকাজের মতো চিরাচরিত ক্ষেত্রেও এআই-এর ব্যবহার হু হু করে বাড়ছে। চিকিৎসাক্ষেত্রে নিখুঁত রোগ নির্ণয় থেকে শুরু করে ব্যাঙ্কিং সেক্টরে জালিয়াতি রুখতে এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ওপর ভরসা করছে বড় বড় সংস্থাগুলো। তাই উচ্চমাধ্যমিক বা স্নাতক স্তরের পড়াশোনার পর সঠিক কোর্স নির্বাচন করে এআই নিয়ে প্রথাগত শিক্ষা অর্জন করতে পারলে আগামী দিনে কেরিয়ার নিয়ে অনিশ্চয়তা বা বেকারত্বের দুশ্চিন্তা অনেকটাই দূর করা সম্ভব।

বিজ্ঞান শাখায় এআই শিক্ষা

ছাত্রছাত্রীদের জন্য এখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট ও আধুনিক কোর্স চালু হয়েছে, যা সরাসরি এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির দুনিয়ায় প্রবেশের দরজা খুলে দেয়। যারা বিজ্ঞান ও গণিত নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেছেন, তাঁদের জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং কার্যকর বিকল্প হলো বি.টেক ইন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ডেটা সায়েন্স (B.Tech in AI and Data Science)। চার বছরের এই প্রফেশনাল কোর্সে মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং, ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং (NLP), নিউরাল নেটওয়ার্ক এবং বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্সের মতো বিষয়গুলো তাত্ত্বিক ও হাতে-কলমে শেখানো হয়। দেশের শীর্ষসারির আইআইটি, এনআইটি এবং বিভিন্ন রাজ্য স্তরের সরকারি ও বেসরকারি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কোর্সগুলোর চাহিদা এখন তুঙ্গে। এ ছাড়া সাধারণ বিসিএ বা বি.এসসি কম্পিউটার সায়েন্স পড়ার সময়েও এখন এআই এবং ডেটা অ্যানালিটিক্সকে বিশেষ সাবজেক্ট বা স্পেশালাইজেশন হিসেবে বেছে নেওয়ার সুযোগ দিচ্ছে অনেক কলেজ।

কোডিং ছাড়াই এআই কেরিয়ার

তবে অনেকেরই একটা বড় ভুল ধারণা রয়েছে যে, এআই মানেই শুধু কোডিং বা এটি কেবল বিজ্ঞান ও অঙ্কের তুখোড় ছাত্রদের জায়গা। বাস্তব ক্ষেত্রটি কিন্তু অনেক বেশি বৈচিত্র্যময়। কমার্স বা আর্টসের ছাত্রছাত্রীরাও ডেটা অ্যানালিটিক্স, প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং, ইউআই/ইউএক্স ডিজাইন কিংবা এআই এথিক্স-এর ওপর বিভিন্ন ছোট ও মাঝারি মেয়াদের ডিপ্লোমা এবং সার্টিফিকেশন কোর্স করে এই জোয়ারে শামিল হতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, একটি এআই মডেল যাতে মানুষের মতো সংবেদনশীল ও নিরপেক্ষ ভাষা ব্যবহার করতে পারে, তার জন্য ল্যাঙ্গুয়েজ বা ভাষাতত্ত্বের ছাত্রদেরও প্রয়োজন হচ্ছে। অনলাইন লার্নিং প্ল্যাটফর্ম যেমন কোরসেরা, এডেক্স বা আপগ্রেড-এর মাধ্যমে বিশ্বের নামী বিশ্ববিদ্যালয় বা গুগল ও মাইক্রোসফটের মতো সংস্থার সার্টিফাইড কোর্সগুলো ঘরে বসেই করে নেওয়া সম্ভব। বর্তমান বাজারে একজন এআই বিশেষজ্ঞ বা ডেটা সায়েন্টিস্টের শুরুর দিকের বেতন প্রথাগত সাধারণ আইটি কর্মীদের তুলনায় অনেকটাই বেশি। তাই গতানুগতিক সাধারণ ডিগ্রির পেছনে অন্ধের মতো না ছুটে, সময়ের দাবি মেনে এবং নিজের আগ্রহ বুঝে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো আগামী দিনের প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করাটাই নিশ্চিত ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে বড় স্ট্র্যাটেজি।

স্কিল অফ দ্য উইক

প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির ফলে আজ আমাদের দৈনন্দিন অনেক কাজই নিমেষে করে দিচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই। এই অবস্থায় তরুণ প্রজন্মের মনে প্রশ্ন জাগে, আগামী দিনে কি কর্মক্ষেত্রে মানুষের সুযোগ সত্যিই কমে যাবে? উত্তর হলো—না। তবে এর জন্য গতানুগতিক মুখস্থবিদ্যা বা সাধারণ ডিগ্রির গণ্ডি পেরিয়ে আমাদের এমন এক দক্ষতার অধিকারী হতে হবে, যা যন্ত্রের পক্ষে অনুকরণ করা একেবারেই সম্ভব নয়। সেই প্রধান হাতিয়ারটির নামই হলো 'ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং' বা বিশ্লেষণমূলক চিন্তাভাবনা। আধুনিক পেশাদার জগতে টিকে থাকতে কেন এই দক্ষতাটি এতটা জরুরি, তা নিয়েই সাজানো হয়েছে এবারের স্কিল অফ দ্য উইক।

ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং

বর্তমান যুগে যখন যন্ত্র এবং এআই বেশিরভাগ সাধারণ কাজ নিখুঁতভাবে করে ফেলছে, তখন কর্পোরেট দুনিয়ায় মানুষের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হলো 'ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং' বা বিশ্লেষণমূলক চিন্তাভাবনা। কোনো একটি বিষয় বা সমস্যাকে ওপর ওপর না দেখে, তার গভীরে গিয়ে যুক্তির সাহায্যে বিচার করার ক্ষমতাই হলো ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং। কর্মক্ষেত্রে কোনো বড় সমস্যা এলে যন্ত্র হয়তো পুরনো তথ্যের ভিত্তিতে একটা গাণিতিক উত্তর বা সমাধান দেবে, কিন্তু সেই উত্তরের পেছনের কারণ বিশ্লেষণ করা এবং সম্পূর্ণ আনকোরা নতুন পরিস্থিতিতে সঠিক মানবিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাজটা একজন মানুষকেই করতে হয়। যেকোনো তথ্যকে অন্ধভাবে বিশ্বাস না করে, 'কেন' এবং 'কীভাবে'—এই দুটি প্রশ্ন করার প্রবণতা ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিংয়ের মূল ভিত্তি। সোশ্যাল মিডিয়ার এই যুগে অজস্র তথ্য বা ভুয়া খবরের ভিড় থেকে আসল সত্যিটা বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রেও এই দক্ষতার কোনো বিকল্প নেই। দলগত কাজের ক্ষেত্রেও একজন ক্রিটিক্যাল থিঙ্কার প্রজেক্টের সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলো আগে থেকেই আঁচ করতে পারেন। এই স্কিল বাড়ানোর জন্য নিয়মিত বাইরের বই পড়া, প্রশ্ন করার অভ্যাস তৈরি করা এবং অন্যের মতামতের পেছনের যুক্তি বোঝার চেষ্টা করা অত্যন্ত জরুরি। আধুনিক চাকরির ইন্টারভিউতে এখন প্রার্থীর প্রথাগত ডিগ্রি বা মুখস্থ বিদ্যার চেয়ে অনেক বেশি যাচাই করা হয় তাঁর এই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিংয়ের ক্ষমতা।

সাপ্লাই চেন শিল্পে কর্মসংস্থানের জোয়ার ও উত্তরবঙ্গের সুযোগ

অনলাইন শপিং অ্যাপে একটি বোতাম টিপলেই মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে, কখনও বা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কাঙ্ক্ষিত জিনিসটি আমাদের ঘরের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে। ই-কমার্স বা অনলাইন কেনাকাটার এই ম্যাজিকের নেপথ্যে যে বিশাল কর্মযজ্ঞ এবং সুশৃঙ্খল নেটওয়ার্ক কাজ করে, তাকেই বলা হয় সাপ্লাই চেন এবং লজিস্টিকস ম্যানেজমেন্ট। মানুষের অনলাইন কেনাকাটার অভূতপূর্ব বৃদ্ধির ফলে এই ক্ষেত্রটি এখন দেশের অন্যতম বৃহৎ এবং দ্রুততম বর্ধনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী শিল্পে পরিণত হয়েছে। উৎপাদনকারীর কারখানা থেকে শুরু করে কাঁচামাল সংগ্রহ, গুদামজাতকরণ এবং পরিশেষে সাধারণ ক্রেতার হাত পর্যন্ত পণ্য অত্যন্ত সুরক্ষিতভাবে পৌঁছে দেওয়ার এই পুরো প্রক্রিয়ায় লক্ষ লক্ষ দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন হচ্ছে। ফলে এই শিল্পে এখন ওয়্যারহাউস ম্যানেজার, ফ্লিট কোঅর্ডিনেটর, ইনভেন্টরি অ্যানালিস্ট, সাপ্লাই চেইন স্ট্র্যাটেজিস্ট এবং আঞ্চলিক ডেলিভারি হাব ইঞ্চার্জের মতো কর্পোরেট পদগুলোতে প্রতিনিয়ত নিয়োগ চলছে।

কোর্স ও চাকরির সুযোগ

এই সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রে পা রাখার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতাও এখন বেশ সুনির্দিষ্ট। উচ্চমাধ্যমিকের পর তিন বছরের বিবিএ ইন সাপ্লাই চেন অ্যান্ড লজিস্টিকস ম্যানেজমেন্ট (BBA in Supply Chain and Logistics Management) অথবা যেকোনো বিষয়ে স্নাতক হওয়ার পর এই ফিল্ডে এমবিএ বা এক বছরের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা করা যায়। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ লজিস্টিকস সহ দেশের বহু নামী ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট এখন এই ধরনের বিশেষ কোর্স করাচ্ছে। শুধু বেসরকারি কর্পোরেট সংস্থাই নয়, ভারতীয় রেল, কেন্দ্রীয় জাহাজ ও পরিবহন মন্ত্রক কিংবা রাষ্ট্রায়ত্ত বন্দরগুলোতেও এই ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্থায়ী চাকরি দেওয়া হয়। প্রশাসনিক দক্ষতা, উপস্থিত বুদ্ধি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সময়ানুবর্তিতা যাঁদের স্বভাবজাত গুণ, তাঁদের জন্য লজিস্টিকস ম্যানেজমেন্ট এক অত্যন্ত চমৎকার, রোমাঞ্চকর এবং সুরক্ষিত পেশা হতে পারে।

উত্তরবঙ্গে লজিস্টিকসের সম্ভাবনা

আমাদের উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে শিলিগুড়ির ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এই লজিস্টিকস শিল্পের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি ও উজ্জ্বল। শিলিগুড়ি হলো উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার এবং একই সঙ্গে নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের মতো প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর একমাত্র প্রধান ট্রানজিট করিডোর। প্রতিদিন জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির ফুলবাড়ি বা নিউ জলপাইগুড়ি করিডোর দিয়ে অসংখ্য পণ্যবাহী ট্রাক ও মালগাড়ি যাতায়াত করে। এই কারণেই বড় বড় বহুজাতিক ই-কমার্স সংস্থা যেমন ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজন বা ব্লু-ডার্ট এই অঞ্চলে তাদের বিশাল লজিস্টিকস হাব এবং ওয়্যারহাউস বা বড় গুদামঘর তৈরি করছে। এর ফলে স্থানীয় স্তরে শুধু সাধারণ শ্রমিক নয়, উচ্চশিক্ষিত ও দক্ষ ম্যানেজমেন্ট পেশাদারদের চাহিদাও আকাশছোঁয়া হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের নিজস্ব চা শিল্প, আনারস ও হিমালয় অঞ্চলের কৃষিজাত পণ্য কম সময়ে দেশের অন্য প্রান্তে পাঠাতে কোল্ড চেইন লজিস্টিকসের ভূমিকা এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এক্সপার্ট কর্নার

রৌণক সাহা, রায়গঞ্জ: আমি কমার্সের ছাত্র। আমি আইন নিয়ে পড়তে চাই, কিন্তু ক্ল্যাট (CLAT) পরীক্ষার প্রস্তুতি নিইনি। ক্ল্যাট ছাড়া কি আইন পড়া সম্ভব?

উত্তর: রৌণক, ক্ল্যাট হলো মূলত জাতীয় স্তরের আইন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর (NLU) প্রবেশিকা পরীক্ষা। তবে ক্ল্যাট না দিলেও আইন পড়া সম্পূর্ণ সম্ভব। আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও তাদের অধীনস্থ ল' কলেজগুলোতে উচ্চমাধ্যমিকের নম্বরের ভিত্তিতে অথবা নিজস্ব প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে পাঁচ বছরের 'বিএ এলএলবি' বা 'বিকম এলএলবি' কোর্সে ভর্তি হওয়া যায়। তুমি কমার্সের ছাত্র হওয়ায় 'বিকম এলএলবি' তোমার জন্য খুব ভালো বিকল্প হতে পারে, কারণ এতে আগামী দিনে কর্পোরেট ল'ইয়ার হিসেবে কেরিয়ার গড়ার সুযোগ থাকে।

শ্রেয়া বর্মন, আলিপুরদুয়ার: আমি নার্সিং পড়তে চাই, কিন্তু আমি সায়েন্সের ছাত্রী নই। আমি কি জিএনএম কোর্স করতে পারব?

উত্তর: শ্রেয়া, জিএনএম বা জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি কোর্সের জন্য বিজ্ঞান বিভাগ বাধ্যতামূলক নয়। ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিলের (INC) নিয়ম অনুযায়ী আর্টস বা কমার্স থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস করা ছাত্রছাত্রীরাও জিএনএম পড়ার জন্য আবেদন করতে পারে। আমাদের রাজ্যে প্রতি বছর জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের মাধ্যমে এই কোর্সের প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হয়। তুমি এখন থেকেই সেই প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি শুরু করতে পারো।

সায়ন দাস, কোচবিহার: ইন্টারভিউয়ের নাম শুনলেই আমার খুব নার্ভাস লাগে এবং জানা উত্তরও ভুলে যাই। এই ভয় কাটাব কীভাবে?

উত্তর: সায়ন, ইন্টারভিউ ভীতি বা 'পারফরম্যান্স অ্যাংজাইটি' খুব স্বাভাবিক একটি সমস্যা। এটি কাটানোর সবচেয়ে ভালো উপায় হলো 'মক ইন্টারভিউ' দেওয়া। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের সঙ্গে কথা বলার অভ্যাস করো। পরিবারের কাউকে বা বন্ধুদের তোমার ইন্টারভিউ নিতে বলো। এতে তোমার জড়তা কাটবে। এছাড়া ইন্টারভিউয়ের দিন সকালে ব্রিদিং এক্সারসাইজ বা গভীর শ্বাস নেওয়ার ব্যায়াম করলে স্নায়ুর চাপ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকে। মনে রাখবে, ইন্টারভিউয়াররা তোমার ভুল ধরার জন্য বসে নেই, তাঁরা সঠিক মানুষটিকে বেছে নেওয়ার জন্য সেখানে আছেন।

আপনার মনেও কি কেরিয়ার নিয়ে কোনো প্রশ্ন আছে? লিখে পাঠান আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে (৯০৬৪৮৪৯০৯৬) বা ইমেল করুন:

ubscareeroption@gmail.com

পৃথিবীর পাঠশালা

বেলুন বয়ের মিথ্যা নাটক

২০০৯ সালে আমেরিকার এক পরিবার দাবি করে যে তাদের ছয় বছরের ছেলে বাড়ির পেছন থেকে একটি হিলিয়াম গ্যাসভর্তি বড় বেলুনে চেপে আকাশে উড়ে গেছে। এই খবরে সারা দেশের মানুষ আতঙ্কে টিভির পর্দায় চোখ রাখে। উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার এবং বিমান ওই বেলুনটির পিছু নেয়। কয়েক ঘণ্টা পর বেলুনটি মাটিতে নামলে দেখা যায় তার ভেতর কেউ নেই। পরে জানা যায়, ছেলেটি বাড়ির চিলেকোঠায় লুকিয়ে ছিল এবং তার বাবা-মা টিভিতে জনপ্রিয়তা পাওয়ার জন্যই এই বিশাল মিথ্যা নাটক সাজিয়েছিলেন।

আমেরিকার অদ্ভুত উটবাহিনী

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আমেরিকার সেনাবাহিনী তাদের মরুভূমি অঞ্চলে জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এক অভিনব উটবাহিনী তৈরি করেছিল। তারা মধ্যপ্রাচ্য থেকে বেশ কিছু উট কিনে এনেছিল। উটগুলো ঘোড়া বা খচ্চরের চেয়ে অনেক বেশি ভারী জিনিস বইতে পারত এবং কম জলে বেঁচে থাকত। কিন্তু আমেরিকার পাথর-ছড়ানো রাস্তায় উটগুলোর হাঁটতে কষ্ট হত এবং ঘোড়ারা এদের দেখে ভয় পেত। পরে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে এই প্রকল্পটি বাতিল করে দেওয়া হয় এবং উটগুলোকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়।

একটি শহরের জন্য যুদ্ধ

উনিশ শতকের শুরুতে আমেরিকার ওহাইও এবং মিশিগান রাজ্যের মধ্যে টলেডো নামের একটি শহর দখল করা নিয়ে চরম বিবাদ শুরু হয়। দুই রাজ্যই নিজেদের সেনাবাহিনী তৈরি করে শহরের সীমান্তে মোতায়েন করে। কয়েক মাস ধরে চলা এই টলেডো যুদ্ধে কোনও রক্তপাত বা গোলাগুলি হয়নি, শুধু দুই পক্ষের সেনারাই একে অপরকে হুমকি দিয়েছিল। পরে আমেরিকার সরকারের হস্তক্ষেপে ওহাইও রাজ্যকে ওই শহরটি দেওয়া হয় এবং মিশিগানকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে অন্য একটি বিশাল এলাকা দিয়ে এই ঝামেলার মীমাংসা করা হয়।

নৌবাহিনীর গুপ্তচর ডলফিন

আমেরিকা এবং রাশিয়ার নৌবাহিনী দীর্ঘদিন ধরে ডলফিন এবং সি-লায়নদের প্রশিক্ষণ দিয়ে সামরিক কাজে ব্যবহার করছে। এদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং জলের নীচে সোনার বা শব্দতরঙ্গের সাহায্যে জিনিস খোঁজার ক্ষমতার জন্য এদের ব্যবহার করা হয়। এরা সমুদ্রের নীচে লুকিয়ে রাখা মাইন খুঁজে বের করতে পারে এবং কোনও শত্রুর ডুবুরি নৌঘাঁটির কাছাকাছি এলে প্রহরীদের সতর্ক করতে পারে। জলের নীচে মানুষের চেয়ে এদের ক্ষমতা অনেক বেশি হওয়ায় আজও এরা নৌবাহিনীর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

চা বলয়ে যোগদানের হিড়িক, সতর্ক মজদুর সংঘ

বেনোজল রুখতে কমিটি

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : এতদিন উত্তরের চা বলয়ে সেভাবে সংগঠন ছিল না বঙ্গীয় চা মজদুর সংঘের। তবে রাজ্যে পালাবদলের পর এখন সেই মজদুর সংঘেই যোগদানের হিড়িক পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে সংগঠনে বেনোজল ঢোকা রুখতে এবং ঝাড়াই-বাছাইয়ের পরই নতুন সদস্যদের নিতে তৎপর হয়েছে নেতৃত্ব। কলেবরে বাড়তে থাকা সংগঠনকে নিয়মশৃঙ্খলার বাঁধনে বেঁধে রাখতে অ্যাড হক কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিল বঙ্গীয় চা মজদুর সংঘ। সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, প্রত্যেক বাগানকে কেন্দ্র করে তৈরি এই কমিটিগুলির মেয়াদ হবে তিন মাসের। এই সময়কালে সংগঠনবিরোধী কাজ করলে কিংবা সংগঠনের নিয়মশৃঙ্খলা না মানলে কমিটি থেকে কিংবা সংগঠন থেকে বার করে দেওয়ার নিয়ম থাকবে। এই কমিটির কাছেই থাকবে নতুনদের যোগদানের ক্ষমতা। বঙ্গীয় চা মজদুর সংঘের রাজ্য সভাপতি বিশ্বজিৎ গুহ বলেছেন, 'সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছেন অনেকেই। প্রচুর আবেদন জমা পড়ছে। নবাগতদের নিয়ে বিপদ

- প্রত্যেক চা বাগানে অ্যাড হক কমিটিগুলির মেয়াদ হবে তিন মাসের
- এই সময়কালে সংগঠনবিরোধী কাজ করলে কিংবা সংগঠনের নিয়মশৃঙ্খলা না মানলে কমিটি থেকে কিংবা সংগঠন থেকে বার করে দেওয়ার নিয়ম থাকবে
- এই কমিটির কাছেই থাকবে নতুনদের যোগদানের ক্ষমতা

যাতে না বাড়ে, সেজন্য নিয়মের মধ্যে বেঁধে রাখার প্রক্রিয়া নেওয়া হয়েছে। সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করলেও নিয়মশৃঙ্খলা না মানলে পরে বার করে দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে অ্যাড হক কমিটির কাছে।'

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শ্রমিক সংগঠন হল ভারতীয় মজদুর সংঘ। এই মজদুর সংঘের অনুমোদিত চা শ্রমিক সংগঠন হল বঙ্গীয় চা মজদুর সংঘ। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরে সংঘ কিংবা তার শাখা সংগঠনগুলিতে যোগদানের হিড়িক পড়ছে। সংঘের দরজা সবার জন্য খোলা। তবে বিজেপি দলে যোগদানের দরজা এখনও বন্ধ রেখেছে।

এই পরিস্থিতিতে সংঘের ছোঁয়া শরীরে লাগিয়ে তৃণমূলিদের একাংশের মধ্যে পিঠ বাঁচানোর চেষ্টা দেখা যাচ্ছে নানাভাবে। তার বাইরে নয় তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসিও। উত্তরের অনেক চা বাগানে তাদের সংগঠন ছিল। একদা আইএনটিটিইউসি-র রাজ্য সভাপতি ছিলেন নব্য তৃণমূলের নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে আইএনটিটিইউসি নেতাদের একাংশ ঋতব্রতর মুখ চেয়ে রয়েছে। কিন্তু একাংশ মজদুর সংঘের চা শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হতে তৎপরতা বাড়িয়েছে। অন্য আরও কয়েকটি চা মজদুর সংগঠনের তরফেও সংঘ অনুমোদিত এই শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগ্রহ তৈরি হয়েছে। তাতেই বেনোজলের আশঙ্কা করছেন সংঘ নেতারা।

বঙ্গীয় চা মজদুর সংঘ উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলাতে ২০২৬ সালের মধ্যে ৩০ হাজার সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্য নিয়েছে। বর্তমানে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং, উত্তর দিনাজপুর এই পাঁচ জেলাতে কমবেশি ৪ হাজারের মতো সদস্য রয়েছে। ২০২৭ সালের মধ্যে ৫০ হাজার সদস্য এবং ২০২৮ সালের মধ্যে এক লক্ষ সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্য নিয়েছে সংগঠনটি। শুধু শিলিগুড়ির ৪১টি চা বাগানে বঙ্গীয় চা মজদুর সংঘের ছোট ছোট ৬০টির মতো কমিটি রয়েছে। আরও কিছু কমিটি গঠন করতে তৎপর নেতারা। পাহাড়ে ১২টির বেশি চা বাগান বন্ধ। বাকিগুলিতে ৩২টি কমিটি রয়েছে বলে সংগঠন সূত্রে দাবি করা হয়েছে। ফলে কমিটি গঠনের দিক থেকে আরও গতি আনতে অ্যাড হক কমিটিগুলি তৈরি হচ্ছে। সেদিক থেকে সংঘের শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে অনেক নতুন সদস্য যোগদানের রাস্তা খোলা থাকছে। সেজন্য সংঘ সন্তর্পণে পা ফেলতে চাইছে।

নেওড়াভ্যালিতে রেড পান্ডা। -ফাইল চিত্র

দ্রুত সমীক্ষা শুরু বন দপ্তরের

নেওড়ায় বাড়ছে রেড পান্ডা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১ জুলাই : দার্জিলিং এলে বাঙালির টাইগার হিল দর্শনের পাশাপাশি অন্যতম আকর্ষণ থাকে বিরল রেড পান্ডার স্মৃতি ঝুলিতে ভরা। এদিকে, নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানে বাঘের দেখা না মিললেও রেড পান্ডার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানাচ্ছে বন দপ্তর। বন দপ্তর সূত্রে খবর, মার্চ ও এপ্রিলে নেওড়াভ্যালির পাহাড়ি পথে বাঘের পর্যবেক্ষণের সময় প্রচুর সংখ্যক রেড পান্ডার দেখা পান বনকর্মীরা। রেড পান্ডার সঠিক পরিসংখ্যান ও তাদের বাসস্থানের পরিস্থিতি বুঝতেই বর্ষার পর নেওড়ায় রেড পান্ডার সমীক্ষা করা হবে বলে জানিয়েছেন গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের এডিএফও রাজীব দে।

নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানে রেড পান্ডার বাসস্থান, খাদ্যভাণ্ডারের উপর পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা করবে বন্যপ্রাণ বিভাগ। সেইসঙ্গে রেড পান্ডার মলের নমুনা ডিএনএ পরীক্ষার জন্য হায়দরাবাদের পরীক্ষাগারে পাঠাবে বন দপ্তর। ৬০০ ফুট থেকে সাড়ে ১০ হাজার ফুট উচ্চতায় এই দুই জাতীয় উদ্যানের পাহাড়ি এলাকায় ট্রেকিং করে পর্যবেক্ষণ ও সমীক্ষা করা হবে। পাশাপাশি নেওড়াভ্যালির ভেতর রেড পান্ডার বাসস্থানের উপর কীভাবে মালিঙ্গা প্রজাতির বাঁশগাছ প্রভাব বিস্তার করে ক্ষতি করছে, তাও খতিয়ে দেখবে বন দপ্তর।

২০২১-'২২ সালের শেষ শুমারিতে সিঙ্গালিলায় ৩৫ থেকে ৩৮টি এবং নেওড়াভ্যালিতে ৩২টির মতো রেড পান্ডা ছিল। রেড পান্ডাকে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার (আইইউসিএন) থেকে বিপন্ন বা এনডেনজার্ড বন্যপ্রাণী বলে লাল তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। বেশ কয়েক বছর ধরে একমাত্র দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুওলজিক্যাল পার্কেই রেড পান্ডার কৃত্রিম প্রজনন করা হচ্ছে।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, নেওড়াভ্যালির রাচেলা ডান্ডা ও হাতি ডান্ডার মতো ১০ হাজার ফুটের বেশি উচ্চতায় বনকর্মী ও বিশেষজ্ঞরা ট্রেক করে পৌঁছোবেন। সর্বত্র মোবাইল নেটওয়ার্ক কাজ করে না বলে উন্নত ওয়াকিটকিও ব্যবহার করা হবে। নেওড়াভ্যালির পাশেই সিকিমের কিয়ংসলে আলপাইন এবং সিম্বা রডোডেনড্রন অভয়ারণ্য রয়েছে। সেখানেও রেড পান্ডা বসবাস করে। এক্ষেত্রে সিকিম ছাড়াও পার্শ্ববর্তী ভুটানের বনাঞ্চলেও রেড পান্ডা চলে যাচ্ছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হবে।

বিস্তীর্ণ জঙ্গলজুড়ে মালিঙ্গা প্রজাতির এক ধরনের সরু প্রজাতির বাঁশ উত্তরোত্তর বেড়ে গিয়েছে। রেড পান্ডা বাঁশগাছে আশ্রয় নিয়ে থাকে এবং বাঁশের কচি পাতাও খায়। কিন্তু এই প্রজাতির বাঁশ এত সরু যে রেড পান্ডা উঠতেই পারে না। তাছাড়া ওই বাঁশের পাতা খুব ছোট। এই প্রজাতির গাছের গোড়ায় অন্য কোনও ঘাস জন্মাতে পারে না। উলটে এই বাঁশ অন্য গাছকেও মেরে ফেলছে। ফলে নেওড়ার জঙ্গলে কী পরিস্থিতিতে রেড পান্ডা বসবাস করছে, তাও দেখা হবে এই সমীক্ষায়।

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের এডিএফও রাজীব দে জানান, শুধু শুমারি হবে না। মালিঙ্গা প্রজাতির বাঁশগাছের ক্রমাগত বৃদ্ধির কারণে রেড পান্ডার বাসস্থানে কোনও প্রভাব পড়ছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হবে।

টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের ডক্টরস ডে উদযাপন

চিকিৎসকদের হাতে পড়ুয়াদের উপহার।

নিউজ ব্যুরো

১ জুলাই : চিকিৎসকদের নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ এবং অবদানকে সম্মান জানাতে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ ওয়ার্ল্ড স্কুল, শিলিগুড়ির তরফে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে ৩০ জুন স্কুলের পড়ুয়ারা নেওটিয়া গেটওয়েল হাসপাতাল, অ্যাভালন হাসপাতাল এবং ডাঃ চ্যাং'স হাসপাতালের ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা করে। পড়ুয়ারা ডাক্তারদের হাতে নিজেদের তৈরি উপহার তুলে দেয়। পড়ুয়াদের মধ্যে চিকিৎসকদের প্রতি শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা এবং নিঃস্বার্থ সেবার মূল্যবোধ গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগ বলে প্রতিষ্ঠানের তরফে জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন ডাঃ বিষ্ণুভট্ট রবি কুমার এবং ডাঃ দুর্লভ রায়।

স্কুলের প্রিন্সিপাল নিবেদিতা চক্রবর্তী বলেন, 'ডাক্তাররা শুধুমাত্র রোগের চিকিৎসা করেন না, তাঁরা রোগীদের শারীরিক, মানসিক এবং আবেগগত দিক দিয়ে সুস্থ হতে সাহায্য করেন।'

উত্তরবঙ্গের জন্য নতুন পার্কিং সিস্টেম

রিমি শীল

কলকাতা, ১ জুলাই : উত্তরবঙ্গে নতুন পার্কিং সিস্টেম ও নতুন রুট চালু করার আশ্বাস দিলেন পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং। বুধবার 'মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র 'পশ্চিমবঙ্গের নতুন পরিবহণ ব্যবস্থা রূপরেখা' সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তিনি। সেখানেই উত্তরবঙ্গে পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতিতে তাঁর চিন্তাভাবনা প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে তিনি বলেন, 'পার্কিং ও নতুন রুটের জন্য সমীক্ষা করা হচ্ছে। তিন-চার মাস সময় লাগবে।' এই কথা জানিয়েছেন অর্জুন। মালদার নারায়ণপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক এলাকায় আধুনিক ও নির্দিষ্ট ট্রাক পার্কিং জোন, গৌরকন্যা সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল থেকে অবৈধ দখলদারি অপসারণ, মালদা মহদিপুর রুটে শ্রীরামকেলি ধাম হয়ে প্রতিনিয়ত চারটি যাতায়াতকারী বাস পরিষেবা চালুর আশ্বাস দিয়েছেন পরিবহণমন্ত্রী। শিলিগুড়ি, মালদা, খড়গপুর, ডানকুনি, বনগাঁ, বলাগড়ের মতো স্থানগুলিতে লজিস্টিকস হাব গড়ে তোলার বিষয়েও পরিকল্পনা করা হচ্ছে। পাশাপাশি কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ট্রামের আধুনিকীকরণে একগুচ্ছ পদক্ষেপ করছে পরিবহণ দপ্তর। এদিন মন্ত্রী বলেছেন, 'ট্রামে চেপে এবার শহর কলকাতার দুর্গাপুজো দেখা যাবে।' তাৎপর্যপূর্ণভাবে এতদিন রাস্তার মাঝখান দিয়ে যে ট্রাম চলত এবার থেকে তা চলবে বাঁদিক ঘেঁষে। ট্রামের মাধ্যমে জুড়বে দক্ষিণেশ্বর থেকে কালীঘাট। রাজারহাট ও নিউটাউন এলাকাতেও ট্রাম চালুর চিন্তাভাবনা চলছে। আনা হচ্ছে এসি ট্রাম।

ইতিমধ্যেই অস্ট্রেলিয়া ও ফ্রান্সের আধুনিক ট্রাম প্রযুক্তি ও নগর পরিবহণ ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে কলকাতার ট্রাম পরিষেবা উন্নয়নের জন্য সমীক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাইটসকে। যে সমস্ত রুটে ট্রাম বন্ধ হয়ে গিয়েছে তা চালু করা যায় কি না এবং অস্ট্রেলিয়া ও ফ্রান্সের প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায় তা ৩০ দিনের মধ্যে রাইটসকে জানাতে বলা হয়েছে। এছাড়া জলপথের উন্নয়ন নিয়েও চিন্তাভাবনা করছে

আধুনিক ট্রামে চেপে দুর্গাপুজো দেখবে কলকাতা

পরিবহণ দপ্তর। একটি নদী বন্দর তৈরির চিন্তাভাবনাও করা হচ্ছে। যা জুড়তে পারে কলকাতা থেকে আহমেদাবাদ পর্যন্ত। আরও ৪৭০টি নতুন সরকারি বাস, ই-বাস, বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য বিশেষ বাস আনা এবং পুজোর আগে চার্জিং পয়েন্ট তৈরির কাজ শেষ করতে চাইছে পরিবহণ দপ্তর। এসি বাসের চালক ও কর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট ড্রেসকোডও চালু করার পরিকল্পনা করছে সরকার। সুইগি, জোম্যাটোর মতো সংস্থায় কর্মরত গিগ কর্মীদের জন্য পিএফ, ইএসআই সুবিধা চালু করারও কথা জানিয়েছেন মন্ত্রী।

চাল-ডিমের দামে

প্রথম পাতার পর

জোগানের ঘাটতি নয়। তন্ময়ের সংযোজন, 'মুরগির দানা তৈরি করতে সয়াবিন, ভুট্টা ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সেগুলির দাম বাড়ায় মুরগির খাবারের দাম বেড়েছে। সঙ্গে পেট্রোল, ডিজেলের দাম বাড়ায় ভিনরাজ্য থেকে ডিম আমদানি করার খরচ বেড়ে গিয়েছে। যার প্রভাবে সরাসরি ডিমের দাম বাড়িয়েছে।'

এসবের মধ্যে সমস্যায় পড়েছেন আমজনতা। শহরের বাসিন্দা চাকরিজীবী অনিন্দ্য রায়ের কথায়, 'এমনিতেই বাইকের পেট্রোলের খরচের বাজেটে ফেল করে গিয়েছে। এরমধ্যেই ডিম, চালের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম বেড়ে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে কীভাবে সংসার চলবে, জানা নেই।' এদিন বিধান মার্কেটে চাল কিনতে এসে মোটা চালের দাম কেজিপ্রতি খুচরো রেটে ৪০ টাকা কেজি দরে হওয়ায় ভুরু কপালে উঠে গিয়েছিল প্রীতম দাসের। তিনি বলছিলেন, 'কিছুদিন পর তো মোটা চালের দাম ৪৫ টাকা কেজিপ্রতি হয়ে যাবে। সংসার আর চালানোই যাবে না।' দুশ্চিন্তার মধ্যেই কিছুটা স্বস্তির মধ্যে আশ্বাস দিলেন হাকিমপাড়ার খুচরো ডিম ব্যবসায়ী লাল্টু মজুমদার। তিনি বলেন, 'সাড়ে ৭টা টাকা করে ডিম কিনেছি। সেই কারণে ৮ টাকায় বিক্রি করছি। কম দামে আমরা কিনলে সেক্ষেত্রে আমরাও দাম কমিয়ে দেব।' লাল্টুর কথা শুনে কিছুটা আশায় সীমা দাস। বললেন, 'তাড়াতাড়ি দাম কমান। অন্তত বাজেটের মধ্যে নিয়ে আসুন।'

ঋতব্রতপন্থীরা

প্রথম পাতার পর

সব পক্ষের নথি খতিয়ে দেখে তারপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের এক সাংসদ বলেন, 'তৃণমূল অখণ্ড রাজনৈতিক দল। আইনত তৃণমূল একটিই।' দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের কথায়, 'পুরোটাই বিজেপি স্পনসর্ড। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে এসব হচ্ছে। এরা বকলস পরা বিরোধী দল। এঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিঠে ছুরি মারছেন।' বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য পালটা বলেন, 'ভালো, খারাপ তৃণমূল বলে কিছু হয় না। তৃণমূল তৃণমূলই। মানুষ তৃণমূলকে প্রত্যাখ্যান করেছে।'

হুমায়ুনের পালটা চ্যালেঞ্জ

মুর্শিদাবাদ, ১ জুলাই : কলকাতায় সুর নরম করলেও এলাকায় ফিরেই হুমায়ুনের হুংকার! রাজনৈতিক সভামঞ্চ থেকে রাজ্য সরকার এবং শাসকদলের কর্মীদের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দেওয়ার ঘটনায় শক্তিপুর এবং রেজিনগর থানায় আম জনতা উন্নয়ন পার্টির সুপ্রিমো হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়। সেই প্রসঙ্গে এদিন বিধায়ক বলেন, 'আমি দমার পাত্র নই! বাড়াবাড়ি করলে জেল ভরো জেল চলো আন্দোলন করব। এক লাখ লোক নিয়ে বহরমপুরে যাব। প্রশাসনের কত ক্ষমতা আছে, ক'টা জেল আছে দেখব...' পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, 'আদালতে আগাম জামিনের আবেদন করব না। আমি ভয় পাওয়ার বান্দা নই। ৩ জুলাই শক্তিপুর না গেলেও ৪ জুলাই রেজিনগর থানায় হাজিরা দেব। পুলিশ যদি মনে করে আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারে। আমার রাজনৈতিক কর্মসূচি কারও চমকানি ধমকানিতে বন্ধ করব না।'

নাম বদলের

প্রথম পাতার পর

বাম আমলে ভারতের প্রখ্যাত নাট্যকার, অভিনেতা ও নির্দেশক সফদর হাসমি-র মৃত্যুতে। বামপন্থী এই শিল্পীর নামে থাকা মোড়ে বদল আনতে চাইছে সংঘ পরিবার। দার্জিলিং মোড়-কে তেনজিং নোরগে চত্বর এবং বাগডোগরার এয়ারপোর্ট মোড়কে কাঞ্চনজঙ্ঘা মোড়- এমন নতুন কোনও নাম দিতে চাইছে তারা।

বিধানসভা ভোট প্রচারে এসে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন আলিপুরদুয়ারের নাম বদলের দাবি তুলেছিলেন। ইসলামপুরের নাম ঈশ্বরপুর করার প্রস্তাবও রয়েছে বলে দাবি। তবে নাম বদলের প্রক্রিয়াকে আইনি ও প্রশাসনিক রূপ দিতে সরকারি উদ্যোগ প্রয়োজন। সংঘের এক কর্তার বক্তব্য, 'শিলিগুড়ির নিজস্ব একটা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রয়েছে। এখানকার তরুণ প্রজন্মের কাছে আমাদের মনীষী ও স্থানীয় বীরদের ইতিহাস পৌঁছে দেওয়া দরকার।'

তবে এই নাম বদলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। সংঘ পরিবার শহরের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয় আরও মজবুত হওয়ার দাবি করলেও একাংশের মতে, হিলকার্ট রোড কিংবা দার্জিলিং মোড়ের মতো নামগুলির সঙ্গে শহরের মানুষের আবেগ জড়িত। তাই হুট করে নাম বদল করলে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকতে পারে। রাজ্যের সরকার শেষপর্যন্ত সিলমোহর দেয় কি না, সময় বলবে।

এমবাপের জাদুতে

প্রথম পাতার পর

সব মিলিয়ে বিশ্বকাপে তাঁর ১৮টি গোল হয়ে গেল। এই ফরাসি স্ট্রাইকারের খুনে ফর্ম দেখে প্রাক্তন ইংলিশ তারকা গ্যারি নেভিল ধারাভাষ্য বক্সে বসে বলছিলেন, 'এমবাপে, ডেম্বেলে, ওলিসে আর বারকোলা- এই চারজন যে কোনও দলের রক্ষণের কাছে জলজ্যান্ত দুঃস্বপ্ন।' আর যে সুইডিশ কোচ গ্রাহাম পটার ম্যাচের আগে অঘটনের স্বপ্ন দেখছিলেন, তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি, 'এই ফ্রান্স দলের কাছে হারাটা কোনও লজ্জার নয়। এর চেয়ে নিখুঁত ফুটবল খেলা দল আগে দেখা যায়নি।'

গ্রুপ পর্বের তিন ম্যাচের পর নকআউটের প্রথম ম্যাচেও অনায়াস জয় তুলে নেওয়া ফ্রান্স যেন একের পর এক রেকর্ড ভাঙার খেলায় মেতেছে। ১৯৯৮ সালের পর এই প্রথম টানা পাঁচ ম্যাচে তিন বা তার বেশি গোল করার রেকর্ড গড়ল তারা। অন্যদিকে, ওলিসে ১৯৯৪ সালের পর প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে এক বিশ্বকাপে পাঁচটি অ্যাসিস্টের অনন্য নজির গড়েছেন। ডেম্বেলে ও এমবাপের জুটিও ১৯৬৬ সালের পর বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ৬টি গোলে সম্মিলিত অবদান রেখেছে।

৪ জুলাই ফিলাডেলফিয়ায় শেষ ষোলোর লড়াইয়ে ফ্রান্সের মুখোমুখি হবে প্যারাগুয়ে। এই প্যারাগুয়েই গত ম্যাচে পেনাল্টি শুটআউটে মহাশক্তিধর জার্মানিকে বিদায় করে গোটা বিশ্বকে চমকে দিয়েছে। তাই প্রতিপক্ষকে যথেষ্ট সমীহ করে এমবাপে বলেছেন, 'প্যারাগুয়ে প্রমাণ করেছে যে তারা কতটা ভয়ংকর হতে পারে। বিশ্বকাপে কোনও ম্যাচই সহজ নয়, তবে আমরা জয়ের জন্যই ঝাঁপাব।'

কোচ দেশঁ অবশ্য এখনই শিরোপার ফানুস ওড়াতে চাইলেন না। শান্ত গলায় তিনি বললেন, 'এখনও অনেকটা পথ বাকি। আমরা সবে শেষ ষোলোয় উঠেছি, আমাদের মাটিতে পা রেখে চলতে হবে।' কিন্তু গভীর রাতে মেটলাইফ স্টেডিয়াম থেকে বেরোনোর সময় আশি হাজার দর্শকের চোখেমুখে যে বিস্ময় চোখে পড়ল, তাতে একটাই প্রশ্ন পাক খাচ্ছে- এই অপ্রতিরোধ্য ফরাসি 'ম্যাজিক স্কোয়ার'-কে কি আদৌ কারও পক্ষে থামানো সম্ভব?

আরও ১০ দিন বন্ধ টয়ট্রেন, হতাশ পর্যটকরা

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : টানা বৃষ্টিতে পাহাড়ের গাছপালা সবুজে সবুজ হয়ে উঠছে। প্রকৃতি যেন সেজে উঠেছে নবরূপে। ভাবুন তো একবার, টয়ট্রেনে চেপে পাহাড়ের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে আপনি চলেছেন দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে। তবে এই মুহূর্তে চাইলেই এটা সম্ভব হবে না। যদি ভেবে থাকেন, খেলনা গাড়িতে চেপে পাড়ি দেবেন শৈলশহরের দিকে, সে গুড়ে বালি! কারণ আরও ১০ দিন বন্ধ থাকবে টয়ট্রেন।

রেললাইন মেরামতের কাজ শেষ হলেও ধসের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া রাস্তার কাজ এখন বাকি রয়েছে। ফলে নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) ও দার্জিলিংয়ের মধ্যে চলাচলকারী টয়ট্রেন পরিষেবা বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ (ডিএইচআর) জানিয়েছে, কমপক্ষে আরও ১০ দিন এই পরিষেবা বন্ধ থাকবে। মূলত পর্যটকদের নিরাপত্তার স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে খবর। এবিষয়ে ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলছেন, 'ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল) কর্তৃপক্ষের তরফে রাস্তার কাজ পুরোপুরিভাবে শেষ করা হয়নি। সেই কাজ শেষ হওয়ার পরই ফের এনজেপি-দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবা চালু করা হবে।'

টানা বৃষ্টির জেরে জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মহানদী এলাকায় ধস নেমেছিল। ধসের জেরে প্রায় পাঁচ ফুট টয়ট্রেনের লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সেই সঙ্গে টয়ট্রেনের লাইন লাগোয়া রাস্তাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এর জেরে তড়িঘড়ি এনজেপি-দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

টয়ট্রেনের লাইন মেরামতের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। তবে রাস্তার কাজ অবশ্য এখনও অনেকটা বাকি। সূত্রের খবর, এনএইচআইডিসিএল কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা সংস্কারের কাজ করছে। সেই কাজ শেষ হতে এখনও কমপক্ষে ১০ দিন সময় লাগবে। সেই কাজ পুরোপুরিভাবে শেষ হওয়ার পরই এনজেপি-দার্জিলিং রুটে ছুটবে খেলনা গাড়ি।

এদিকে, দীর্ঘদিন ধরে এনজেপি-দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবা বন্ধ থাকায় হতাশ দমদমের প্রিতম রায়, বারাসাতের বিতান দত্তের মতো অনেক পর্যটকই। দূরদূরান্ত থেকে শিলিগুড়িতে এসে টয়ট্রেনে চেপে পাহাড়ি পথে সফরের পরিকল্পনা করলেও শেষ মুহূর্তে তা বাতিল করে বাড়ির পথে পা বাড়াতে বাধ্য হচ্ছেন অনেকে। এই পরিস্থিতিতে অগ্রিম বুকিংয়ের টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু করেছে ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ। এবিষয়ে ডিএইচআর ইন্ডিয়া সাপোর্ট গ্রুপের সেক্রেটারি জেনারেল রাজ বসু বলেন, 'ধসের জেরে ইতিমধ্যে একটি লুপ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেক্ষেত্রে ধস মোকাবিলায় কর্তৃপক্ষকে দ্রুততার সঙ্গে পদক্ষেপ করতে হবে। পরিস্থিতি সামলাতে ট্র্যাক মেরামত সহ অন্য কাজের জন্য বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। তাতে পর্যটকরা অযথা হয়রানির শিকার হবেন না।'

এদিকে, বুধবার ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি জারি করে শিলিগুড়ি জংশন-তিনধারিয়া জঙ্গল সাফারির সময়সূচি বদল করেছে। বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে, বেলা ১২টা নাগাদ শিলিগুড়ি জংশন থেকে যাত্রা শুরু করে তিনধারিয়া হয়ে সন্ধ্যা ৫টা ৫৫ মিনিটে জংশনে ফিরবে টয়ট্রেন।

ভার্চুয়াল আউটডোরে মরণের হাতছানি

প্রথম পাতার পর

অর্থাৎ গুগল এখন কার্যত বিশ্বের সবচেয়ে ব্যস্ত 'অঘোষিত আউটডোর'।

গুগলবাবুর চেম্বারে রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতি বড়ই অদ্ভুত এবং রোমাঞ্চকর। যেমন ধরুন, আপনার হয়তো গ্যাস্ট্রিকের কারণে একটু বুকে ব্যথা হচ্ছে। গুগলবাবুকে জিজ্ঞেস করলে তিনি প্রথম পেজেই এমন সব আর্টিকল ধরিয়ে দেবেন যে, আপনার মনে হবে হার্ট অ্যাটাক শুরু হয়ে গিয়েছে এবং আয়ু আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। সাধারণ মাইগ্রেন বা কাজের চাপে মাথাব্যথা নিয়ে সার্চ করলে গুগলবাবু অবলীলায় জানিয়ে দেবেন যে, এটি ব্রেন টিউমারের প্রাথমিক লক্ষণ। গুগল ঘেঁটে কেউ কোনওদিন শান্তিতে ঘুমাতে পারেননি। কারণ, সাধারণ হাঁচি-কাশি থেকে শুরু করে চুলকানি— সবকিছুর শেষ গন্তব্য হিসেবে গুগল কোনও না কোনও মারণব্যাধির দিকেই নির্দেশ করে। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, প্রায় ৪৩ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেটে লক্ষণ মিলিয়ে নিজেদের ভুল রোগ নির্ণয় করেন এবং ৭৪ শতাংশ মানুষ সার্চ করার পর আগের চেয়ে অনেক বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। গুগলের খপ্পরে পরে স্বঘোষিত চিকিৎসক হয়ে দীর্ঘদিন ভুগেছেন শিবমন্দিরের অমিত রায়। গুগলের কথামতো নিয়মিত গ্যাসের ওষুধ খেয়ে এখন তাঁর লিভার অকেজো হওয়ার উপক্রম হয়েছে। অমিতের কথা, 'সবাইকে হাতজোড় করে অনুরোধ, ভুল করেও গুগলে রোগ নিয়ে সার্চ করবেন না।'

মনোবিদরা বলছেন, সারাক্ষণ ইন্টারনেটে রোগের লক্ষণ খুঁজে বেড়ানোর এই মানসিকতা আসলে একটি রোগ। বিজ্ঞানের ভাষায় যার নাম, সাইবারকন্ড্রিয়া। এটি হল হাইপোকন্ড্রিয়া বা রোগ-ভীতির এক ডিজিটাল সংস্করণ। সাইবারকন্ড্রিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা নিজেদের সামান্যতম শারীরিক পরিবর্তন নিয়ে গুগলে সার্চ করতে শুরু করেন এবং সার্চ ইঞ্জিন যেসব ভয়ংকর সম্ভাবনার কথা বলে, সেগুলোকে ধ্রুব সত্য বলে ধরে নেন। এই রোগের প্রধান লক্ষণগুলো হল, বারবার ইন্টারনেটে নিজের উপসর্গ মিলিয়ে দেখা, সাধারণ শারীরিক সমস্যাকে মারাত্মক কোনও রোগ ভেবে চরম দুশ্চিন্তায় ভোগা এবং আসল ডাক্তারবাবুর কথায় বিশ্বাস না করে গুগলের আর্টিকলের ওপর বেশি ভরসা করা। সাইবারকন্ড্রিয়া এমন পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে যেখানে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত হয়। এখানেই শেষ নয়, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ সুব্রত দত্তগুপ্ত বলছেন, 'এখন অনেকেই চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন হাতে পেয়েও গুগলের আদালতে আপিল করেন। ওষুধের নাম সার্চ করে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পড়েন, তারপর ওষুধ খাওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন।'

আগে পাড়ায় পাড়ায় একজন করে এমন ডাক্তারবাবু থাকতেন, যাঁর কাছে যাওয়ার জন্য কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট লাগত না। তিনি শুধু রোগী দেখতেন না, তিনি আক্ষরিক অর্থেই গোটা পরিবারকে চিনতেন। কাগজের পুরিয়ায় সযত্নে মোড়া বড়িগুলোর মধ্যে ওষুধের উপাদানের চেয়েও অনেক বেশি মেশানো থাকত এক অদৃশ্য জাদু, যার নাম 'বিশ্বাস'। সেই পুরোনো দিনের পারিবারিক চিকিৎসকরা আজ প্রায় বিলুপ্ত। কর্পোরেট সংস্কৃতির প্রবল আগ্রাসন এবং ইঁদুর দৌড়ের যুগে চিকিৎসা আজ আদ্যোপান্ত একটি নিখুঁত প্যাকেজে রূপান্তরিত হয়েছে। আর রোগী সেখানে কোনও আর্ত মানুষ নন, তিনি হলেন একজন গ্রাহক। ঠিক এই জায়গা থেকেই জন্ম নিয়েছে আস্থার চরম সংকট। মানুষ এখন আর ডাক্তারকে চোখ বুজে ভগবানের মতো বিশ্বাস করতে পারছেন না। পদে পদে তাঁদের মনে সন্দেহ, ডাক্তারবাবু কি আদৌ টেস্টগুলো দরকার বলে দিলেন, নাকি এর পেছনে হাসপাতালের কোনও নির্দিষ্ট টার্গেট পূরণের বাধ্যবাধকতা আছে? এই সন্দেহের বশবর্তী হয়েই মানুষ নিজের রোগের সমাধান খুঁজতে গিয়ে দ্বারস্থ হচ্ছেন গুগলের।

চিকিৎসকরা আজ বড় অসহায়। গুগল হয়তো কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একটা গোটা মেডিকেল লাইব্রেরি চোখের সামনে এনে দিতে পারে, কিন্তু রোগীর চোখের দিকে তাকিয়ে অভয় দেওয়ার ক্ষমতা কোনও যন্ত্রের নেই। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হয়তো নিখুঁত ডেটা দিতে পারে, কিন্তু তার মানবিক স্পর্শ নেই। যন্ত্র আমাদের শরীর স্ক্যান করতে পারে, মন নয়। গুগল হয়তো অনেক তথ্য দেয়, কিন্তু একজন চিকিৎসকের হাড়ভাঙা খাটুনি, রাতজাগা অভিজ্ঞতা আর রোগীর প্রতি তাঁর যে সহজাত সহমর্মিতা তাকে কখনোই বদল করতে পারে না। দিনের শেষে সেই ভরসাই সার্চ বক্স আর স্টেথোস্কোপের লড়াইয়ে এগিয়ে রাখে ডাক্তারবাবুদের।

সোশ্যাল মিডিয়ায় গানের মাধ্যমে রাস্তা সারাইয়ের আবেদন পেয়ে আশিঘর মোড় থেকে ফাড়াবাড়ি যাওয়ার রাস্তা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। বর্ষা শেষে রাস্তা নির্মাণের আশ্বাসও দিয়েছিলেন। তবে আপাতত রাস্তাটিকে চলাফেরার উপযোগী করে তুলতে বালি-পাথর ফেলে সমান করার (তাপ্পি মারা) কাজ শুরু হল। তথ্য ও ছবি : সূত্রধর ও প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

প্রকাশ্যে বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল

বাদানুবাদে জড়ালেন দুই পদ্ম নেতা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : সরকারি জমিতে গজিয়ে ওঠা দোকান পরিদর্শনে প্রকাশ্যে বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল। পাশাপাশি হাঁটতে নারাজ দুই পদ্ম নেতা। এমনকি ওই দুই নেতার মধ্যে ধস্তাধস্তির সম্ভাবনা তৈরি হয়। শেষপর্যন্ত অবশ্য দলীয় কর্মীদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু বুধবার জনসমক্ষে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে কেন্দ্র করে অস্বস্তিতে বিজেপির জেলা নেতৃত্ব। তবে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এই গোষ্ঠীকোন্দলকে গুরুত্ব দিতে নারাজ।

এদিন চেকপোস্ট সংলগ্ন বাংলা বাজারে সরকারি জমিতে তৈরি শতাধিক বিতর্কিত দোকান পরিদর্শনে যান পুরনিগমের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন এবং প্রাক্তন বিজেপি কাউন্সিলার বিবেক সিং। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির মণ্ডল সভাপতি হিরময় শা এবং দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির ওবিসি সেলের সহ সভাপতি হিরা রায়। প্রথমে হিরময় ও হিরা পাশাপাশি হাঁটছিলেন। কিন্তু আচমকা হিরময় পাশে হিরাকে হাঁটতে দেখে থেমে যান এবং সরাসরি অমিতের দিকে এগিয়ে যান। অমিত ও হিরময়কে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে দেখা যায়। এরপর অমিত চলে আসেন হিরময়ের পাশে।

এই ঘটনায় স্পষ্ট বোঝা গিয়েছে, হিরময় হিরার পাশে হাঁটতে রাজি ছিলেন না। হিরা নিজেও তা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'পরিদর্শন শুরু হতেই হিরময় আমাকে বলল, আমার বিরুদ্ধে নাকি অভিযোগ রয়েছে। তাই আমাকে চলে যেতে হবে। নাহলে তিনি চলে যাবেন।' তাঁর প্রশ্ন, 'অভিযোগ থাকলে সেটা কী? আমায় বলুন। দলীয় কর্মীদের সামনে অপমান করার মানে হয় না।'

এদিকে, দুই প্রাক্তন কাউন্সিলার ঘটনাস্থল থেকে চলে যেতে তীব্র বাদানুবাদে জড়িয়ে

অমিত জৈনের সঙ্গে কথা হিরময়ের। শিলিগুড়ির চেকপোস্টে। বুধবার।

পড়েন হিরময় ও হিরা। তখন দলীয় কর্মীরা তাঁদের সামলে নেন। গোটা বিষয়টি নিয়ে হিরময় যদিও কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তিনি কেবল বলেন, 'মানুষের ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে। এটা সাংগঠনিক বিষয়। তাই কোনও মন্তব্য করব না।' বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সহ সভাপতি মানিক আরোরা এই মুহূর্তে শহরের বাইরে রয়েছেন। তিনি বলেন, 'এধরনের ঘটনা অনাকাঙ্ক্ষিত। মানুষ আমাদের অনেক আশা নিয়ে ক্ষমতায় এনেছে। কোনও সমস্যা হয়ে থাকলে সেটা আলোচনা করে মেটানো হবে। এধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না।'

জানা গিয়েছে, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভায় হিরময় ও হিরার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই সমস্যা রয়েছে। ওই বিধানসভার ৫ নম্বর মণ্ডলের বর্তমান সভাপতি হিরময়। হিরা তিন বছর একই পদে ছিলেন। সেবক রোডের ওই অঞ্চলের রাশ কার হাতে থাকবে, তা নিয়ে দুই নেতার আলাদা গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। দুজন ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা হলেও হিরময় কোনও অনুষ্ঠানে হিরাকে ডাকেন না। আবার সম্প্রতি হিরার কাউন্সিলার অফিস অভিযানেও হিরময়কে দেখা যায়নি।

অন্যদিকে, পরিদর্শন শেষে দোকান তৈরির পুরো প্রক্রিয়াতেই দুর্নীতি লুকিয়ে রয়েছে বলে ক্ষোভপ্রকাশ করেন অমিত। তিনি বলেন, 'দোকান বণ্টন, দোকান তৈরির প্রক্রিয়া- সব কিছুতেই দুর্নীতি হয়েছে। অনেক টাকার খেলা হয়েছে। একাধিক প্রাক্তন কাউন্সিলার জড়িত। পুর কমিশনারের কাছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করব।'

আদালতে মারামারি

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : পুরোনো পারিবারিক বিবাদ নিয়ে মামলার শুনানিতে এসে বুধবার বিকালে শিলিগুড়ি আদালত চত্বরে দুইপক্ষ হাতাহাতির ঘটনায় জড়িয়ে পড়ল। মারামারির ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হন। দুইপক্ষকে সরাতে পুলিশকে এগিয়ে আসতে হয়। একপক্ষ এদিন শিলিগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

শিলিগুড়ি আশরফনগরের বাসিন্দা হাসিনা খাতুনের বিয়ে হয়েছিল নাগরাকাটার বাসিন্দা মহম্মদ আনওয়ারুলের সঙ্গে। বিয়ের পর হাসিনাকে মারধর করা হত বলে অভিযোগ। আনওয়ারুল ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে হাসিনা ছয় বছর আগে শিলিগুড়ি মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই মামলা চলছে। এদিন সেই মামলার শুনানি ছিল। যেখানে দুই পরিবার একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে সরব হয়। সেখানে দুইপক্ষ মারামারির ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

নিকাশিনালা সংস্কার

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের এসএফ রোড এলাকায় নিকাশিনালার উপর স্ল্যাব বসিয়ে গড়ে উঠেছে সারি সারি দোকান। ফলে নিকাশি ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়েছে। এনিয়ে পুর কমিশনার বীর বিক্রম রাইয়ের কাছে অভিযোগ যায়। মঙ্গলবার তিনি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। দখলদারির বিষয়টি খতিয়ে দেখে তিনি ব্যবসায়ীদের ম্যানহোল তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন। ব্যবসায়ীদের তিনদিনের সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। তবে কমিশনারের পরিদর্শনের পর ২৪ ঘণ্টা পার হতে না হতেই ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ দোকানে কংক্রিটের স্ল্যাব ভেঙে ম্যানহোল তৈরির কাজ করেছেন।

পোর্টেবল ইউএসজি

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে এল পোর্টেবল ইউএসজি মেশিন। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে বুধবার অত্যাধুনিক ওই ইউএসজি মেশিনটি পাঠানো হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, চলতি সপ্তাহের শুক্রবারের মধ্যেই রোগীরা পরিষেবা পাবেন।

জেলা হাসপাতালে জরুরি বিভাগের অদূরেই ইউএসজি ইউনিট রয়েছে। সেক্ষেত্রে জরুরি পরিস্থিতিতে চিকিৎসাধীন অন্তঃসত্ত্বাদের সেখানে নিয়ে যাওয়া-আসার ক্ষেত্রে রোগীর পরিবার সহ হাসপাতালকর্মীদের অনেকটাই ঝক্কির মধ্যে পড়তে হয়। সেই সমস্যার সমাধানে মাস কয়েক আগে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে এনিয়ে দরবার করেছিল। অবশেষে দপ্তরের তরফে পোর্টেবল ইউএসজি মেশিন পাঠানো হল।

যত্রতত্র আবর্জনা ও থুতু ফেললেই জরিমানা

কঠোর হলেই হাল ফিরবে?

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : শহরের যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা, প্লাস্টিকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার কিংবা যেখানে-সেখানে পান-গুটখার পিক ফেলার চেনা ছবি বদলাতে কড়া পদক্ষেপ করতে চলেছে প্রশাসন। এই স্বভাবগুলিতে বদল না আনলে আগামীদিনে নাগরিকদের গুনতে হবে বড় অঙ্কের জরিমানা। সম্প্রতি উত্তরকন্যায় একটি প্রশাসনিক বৈঠক শেষে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, রাস্তায় যেখানে-সেখানে আবর্জনা ফেললে, পান-গুটখার পিক ফেললে কড়া জরিমানা করা হবে। ব্যবস্থা নেওয়া হবে প্লাস্টিকের ব্যবহারের ওপরও। আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে সমগ্র রাজ্যের পাশাপাশি শিলিগুড়িতেও এই নিয়ম কার্যকর হওয়ার কথা।

তবে এই আইন শিলিগুড়ি শহরের জন্য একেবারেই নতুন নয়। আগে থেকেই পুর আইনে এই নিয়ম রয়েছে। অতীতে এই আইন প্রয়োগ করে মোটা অঙ্কের জরিমানা বা শাস্তির কঠোর ব্যবস্থা না থাকায় তা কখনও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কংগ্রেসের পুর শাসনকালে পুরনিগমের পরিবেশ ও সাফাই বিভাগের মেয়র পারিষদ সুজয় ঘটক বলছেন, 'এই নিয়ম নতুন কিছু নয়। বহু আগে থেকেই পুর আইনে তা বলা রয়েছে। জরিমানার নিদানও রয়েছে। তবে সেই আইন সেভাবে কার্যকর হয়নি সেই সময়ও।' একই সুর শোনা গেল পুরনিগমের সদ্য প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেবের গলাতেও। আইন যে আগে কার্যকর হয়নি, তা রাখঢাক না করেই স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। কিন্তু কেন অতীতে এই আইন প্রয়োগ হয়নি? পুরনিগমের সদিচ্ছার অভাব নাকি কর্মীসংখ্যার অভাবে নজরদারিতে খামতি ছিল? তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

যদিও বিষয়টি নিয়ে পুরনিগমের প্রশাসক আর বিমলার বক্তব্য, 'কেন পুর আইন এতদিন মানা হয়নি সেটা জানা নেই, তবে এই নিয়ম আবার কার্যকর হলে অবশ্যই সেটা মেনে চলা হবে।'

রাস্তাজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে আবর্জনা।

শহরের বর্তমান পরিস্থিতির দিকে তাকালে নাগরিকদের সচেতনতার অভাব স্পষ্ট। বিবেকানন্দ রোডে রাস্তার ওপর বছরভর আবর্জনা জমে থাকে। এই রাস্তার উলটোদিকের গলিতে প্রচুর মানুষের বাস। প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগে আবর্জনা ভরে যখন-তখন ফেলে দিয়ে যান অনেকে, যা পরে মূল রাস্তায় উঠে আসে। বুধবার শহর ঘুরতেই সেই ছবি আরও একবার দেখা গিয়েছে। এদিন, ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে এক মহিলাকে নিজের বাড়ির ছাদ থেকেই পাশের খালি জমিতে আবর্জনাভর্তি প্লাস্টিকের ব্যাগ ছুড়ে ফেলতে দেখা গিয়েছে। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সামনে এক ব্যক্তি তো থুতু ফেলছিলেন। আবার স্বামীজি মোড়ে দেখা গেল, চলন্ত বাইক থেকেই গুটখার পিক ফেললেন এক তরুণ।

-এভাবে গুটখার পিক ফেললেন কেন?

উত্তর না দিলেও, যে মেজাজ নিয়ে তিনি তাকালেন যেন, এভাবে পিক ফেলা নয়, ভুল হল তাঁকে প্রশ্ন করা। অন্যদিকে, হাসপাতাল মোড়ে রাস্তায় থুতু ফেলা এক মহিলাকে প্রশ্ন করতেই তাঁর গম্ভীর জবাব, 'শহরের রাস্তা পরিষ্কার থাকলে ফেলতাম না। কোথাও নোংরা দেখলে তখন এমনটা করি।'

-সেপ্টেম্বর মাস থেকে ফাইন হবে জানেন তো?

-অবলীলায় বললেন, 'তখন দেখা যাবে।'

তবে শুধু থুতু, পিক, আবর্জনা ফেলায় নয়, নাগরিক ঔদাসীন্যের আরও এক বড় উদাহরণ প্রকাশ্যে মূত্রত্যাগ। জেলা হাসপাতাল, কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম চত্বর, প্রধাননগর, জংশন, দাগাপুর সহ শহরের আরও অনেক জায়গাতেই সুলভ শৌচালয় রয়েছে, যা রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা থাকে। তা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে মূত্রত্যাগ করার স্বভাব বদলাতে পারেননি অনেকে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের ঘটনার প্রবণতা যেন আরও বাড়তে থাকে।

ব্যবসায়ী ও স্থানীয়দের মধ্যেও অভিযোগ আর পালটা অভিযোগের পালা চলছে। বিভিন্ন বাজার এলাকায় ব্যবসায়ীরা এখনও ডাস্টবিন ব্যবহার করেন না। রাস্তার ধারে বা বাড়ি ফেরার পথে কোথাও ফেলে দেন আবর্জনা।

মহাবীরস্থানের এক ব্যবসায়ী রমেশ আগরওয়াল বলছিলেন, 'এলাকার আশপাশে যে জায়গায় আবর্জনা জমা হয় সেগুলো প্রতিদিন পরিষ্কার হয় না। প্রতিদিন দু'বেলা পরিষ্কার হলেও সকলের সুবিধা হয়।' ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা কৃষ্ণ মল্লিকের কথায়, 'বাড়ির সামনে ভ্যাট ভর্তি হয়ে আবর্জনা উপচে রাস্তায় চলে আসে। তখন মানুষকে বাধ্য হয়ে এদিক-ওদিক ছুড়ে ফেলতে হয়।'

তবে একাংশের মতে, শুধু প্রশাসনিক গাফিলতির দিকে আঙুল না তুলে সাধারণ মানুষেরও সচেতন হওয়ার প্রয়োজন। দেশবন্ধুপাড়ার সৌমিত্র পাল মনে করেন, 'মানুষকে সচেতন হতে হবে, না হলে পরিচ্ছন্ন শহর পাওয়া সম্ভব নয়। অন্যদিকে, পুরনিগমকেও কঠোর হাতে রাশ ধরতে হবে।'

সবমিলিয়ে রাজ্যের নয়া সরকার কঠোর আইন কার্যকর করার পর শহরের হাল ফিরবে নাকি, সব সেই তিমিরেই পড়ে থাকবে- সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন সকলে।

কেসন্স-এর নয়া সার্ভিস সেন্টার

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : কেসন্স হোন্ডা নতুন সার্ভিস সেন্টারের উদ্বোধন করেছে। এই হোন্ডা সার্ভিস সেন্টারটি শিলিগুড়ির সেবক রোডে শিলিগুড়ি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের প্লট নম্বর ২-এ অবস্থিত। উত্তরবঙ্গ এবং সিকিমজুড়ে হোন্ডা গ্রাহকদের ভালো পরিষেবা দেবে এই সার্ভিস সেন্টারটি। হোন্ডার বাইক, স্কুটার সার্ভিসিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া এখানে ডেন্টিং ও পেইন্টিং, ক্যাশলেস ইনসুরেন্স ক্লেইম সহায়তা সহ একাধিক পরিষেবা পাওয়া যাবে।

তরুণীর ব্যাগ ছিনতাই

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : সোনার দোকানে লুটের ঘটনায় শহরজুড়ে চলছে চর্চা। তার মাঝেই এবার ছিনতাইয়ের ঘটনা। বুধবার ভোরে পুরনিগমের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পুরোনো এক্সচেঞ্জ অফিসের রাস্তায় ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে এলাকায় আসেন ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার বাসুদেব ঘোষ, পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশকর্মীরা। পুলিশ সূত্রের খবর, অভিযুক্ত দুজনের মধ্যে একজনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ওই দুষ্কৃতী শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট এলাকার বাসিন্দা। তবে রাত পর্যন্ত অভিযুক্ত দুজনের মধ্যে কাউকেই ধরতে পারেনি পুলিশ।

এদিন ভোরে ওই তরুণী টোটোয় চেপে ভাড়াবাড়ির সামনে আসেন। টোটোচালককে টাকা দেওয়ার সময় তাঁর হাতে থাকা ব্যাগ ছিনতাই করে পালিয়ে যান দুই তরুণ। তাঁরা স্কুটারে চেপে এসে এই কাণ্ড ঘটায়। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে যান মন্দিরা সাহা চৌধুরী নামে ওই তরুণী। তাঁর কথায়, 'ভোরে কলকাতা থেকে ফিরি। স্টেশনে নেমে টোটোয় চেপে বাড়ির সামনে আসি। টোটোচালককে টাকা দিচ্ছিলাম। সেই সময় স্কুটারে চেপে আসা দুজন আমার হাতে থাকা ব্যাগ ছিনতাই করে নিয়ে পালিয়ে যায়।' ওই ব্যাগে এটিএম কার্ড, ফোন, কিছু টাকা সহ জরুরি নথিপত্র ছিল বলে পুলিশকে জানিয়েছেন মন্দিরা।

স্বপ্ন বুনছেন ভারতী

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : রাজ্যের অন্য জায়গার পাশাপাশি বুধবার শিলিগুড়ি শহরের অনেক মহিলার অ্যাকাউন্টেই অন্নপূর্ণা যোজনার ৩০০০ টাকা ঢুকেছে। যা নিয়ে উপভোক্তাদের মধ্যে খুশির হাওয়া। আর টাকা পেয়ে সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারা নিজেদের মতো করে সংসারের নানাবিধ পরিকল্পনা সাজাতে শুরু করেছেন। কারও কাছে এই টাকা যেমন চিকিৎসার খরচ চালাতে বড় ভরসা, আবার অনেকের সংসারের নিত্যপ্রয়োজন মেটাবে যোজনার টাকা। কেউ কেউ আবার এই টাকায় ছোটখাটো ইচ্ছেপূরণের পরিকল্পনার কথাও শোনালেন।

মাটিগাড়ার বাসিন্দা সাবিত্রী দাস অন্নপূর্ণার টাকা পেয়ে যেন কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর সতেরো বছরের ছেলে লিভারের সমস্যায় ভুগছে। তিনি বললেন, 'ছেলের প্রেসক্রিপশনের বেশ কিছু ওষুধ কেনা বাকি ছিল। অন্নপূর্ণা যোজনার ৩০০০ টাকায় টাকাটা জমিয়ে রাখার চেষ্টা করব। ভালো করে সেলাই শিখে পরবর্তীতে একটা সেকেন্ডহ্যান্ড মেশিন কিনব বলে ভেবে রেখেছি।'

মিলল অন্নপূর্ণার তিন হাজার টাকা

টিকিয়াপাড়ার বাসিন্দা গৃহবধূ অঞ্জলি সাহানির ঘরে টিনের চালা। তা আবার অনেক জায়গায় ভেঙে রয়েছে। একটু বৃষ্টি হলেই জল পড়ে। অঞ্জলির কথায়, 'এই টাকা জমিয়ে টিনের চালা মেরামত করতে চাই।'

বন্ধ করে দেওয়া হল ইভনিং ওপিডি

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : ছ'মাসও স্থায়ী হল না। বন্ধ করে দেওয়া হল গত ফেব্রুয়ারি মাসে চালু হওয়া শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ইভনিং ওপিডি বা সান্ধ্যকালীন আউটডোর পরিষেবা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, রোগী না হওয়ার কারণেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে পরিষেবা।

যদিও প্রশ্ন উঠছে, সারাদিন যেখানে শহরের বিভিন্ন এলাকায় বেসরকারি চেম্বারগুলিতে রোগীদের থিকথিকে ভিড় লেগে থাকে, সেখানে শুধুমাত্র রোগী না হওয়ার কারণে এই পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়ার যুক্তি কতটা বাস্তবসম্মত। এমনকি বিষয়টি নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং দার্জিলিং জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এনিয়ে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সুপার চন্দন ঘোষকে একাধিকবার

জেলা হাসপাতালের ভূমিকায় প্রশ্ন

ফোন করা হলেও যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকেরও কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি। শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা মন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেন, 'বিষয়টি সম্পর্কে জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।'

চলতি বছরের ১৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকঢোল পিটিয়ে জেলা হাসপাতালে সান্ধ্যকালীন আউটডোর পরিষেবা চালু করা হয়। উদ্বোধনকালে জেলার স্বাস্থ্যকর্তারা জানিয়েছিলেন, শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকার চিকিৎসা পরিষেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যেই এই পরিষেবা চালু করা হল। যদিও কয়েকদিনের মধ্যেই স্বাস্থ্য দপ্তরের এহেন উদ্যোগ মুখ থুবড়ে পড়ল।

যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, প্রথমদিকে রোগীদের আনাগোনা নজরে এলেও দিন-দিন সেই সংখ্যা কমতে শুরু করেছিল। একটা সময় দিনে গড়ে সাত থেকে আটজন রোগী আসতেন। যদিও বাস্তবে সন্ধ্যার সময়ই হাসপাতালের উলটোদিকে থাকা একাধিক প্রাইভেট চেম্বারে রোগীদের লম্বা লাইন দেখা গিয়েছে। তবে শুধু নির্দিষ্টই ওই একটি এলাকা নয়, শহরের অন্যান্য প্রান্তের বেসরকারি চেম্বারগুলিতেও একই ছবি দেখা যায়। হাসপাতেলের এক চিকিৎসক বলছেন, 'টিকিট কাউন্টার খোলা থাকলেও দুপুরের পর আউটডোরে রোগীদের দেখা পাওয়া যাচ্ছিল না। মূল কারণ সঠিক প্রচারের অভাব। তার জেরে অনেকে ইভনিং আউটডোর সম্পর্কে এতদিন কিছুই জানতেই পারেননি।'

বাঘা যতীন কলোনির বাসিন্দা প্রসেনজিৎ অধিকারী বুধবার এক আত্মীয়ের সঙ্গে জেলা হাসপাতালে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, 'শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ইভনিং আউটডোর পরিষেবা চালু করা হয়েছিল বলে কখনও শুনিনি। আজই প্রথম শুনলাম। হয়তো কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবে প্রচার করতে পারেনি বলেই আমরা জানতে পারিনি।'

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, ইভনিং আউটডোর চালু হলেও তার কোনও স্বার্থকতা নেই। পরে ইভনিং আউটডোরের সময় দু'ঘণ্টা কমিয়ে আনা হয়। সবশেষে পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হল।

হাতাহাতি

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : বুধবার এসএফআইয়ের কর্মী-সমর্থকদের মারধরের অভিযোগ উঠল এবিভিপির বিরুদ্ধে। অভিযোগ, এদিন পরীক্ষা শেষে শিলিগুড়ি কলেজের ষষ্ঠ সিমেস্টারের পড়ুয়া মিশুক রায় চৌধুরী অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিতে কলেজে ঢুকেছিলেন। সেসময় এবিভিপির কর্মী-সমর্থকরা তাঁকে আটকে রাখেন। খবর পেয়ে রেহান সিদ্দিক, অঙ্কিতা ভাওয়াল, শুভদীপ বর্মন কলেজের ভিতরে ঢোকেন। তখন তাঁদের এবিভিপির কর্মী-সমর্থকরা মারধর করে বলে অভিযোগ। নিজেদের দলের কর্মী-সমর্থকদের আটক ও মারধরের খবর পেয়ে এসএফআই নেতৃত্ব তাঁদের উদ্ধার করে কলেজ থেকে বের করে আনে। সেই সময়ে তাঁদের ওপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ এসএফআইয়ের।

৫০০ ডলারে ম্যাচ, হোটেলে ফেরা ফ্রি

দেবব্রত ঘোষ

শিলিগুড়ির বাসিন্দা

ধরুন, শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে গিয়ে আপনি একদিন ফুটবল ম্যাচ দেখলেন। ফেরার সময় একটা বাস ধরলেন। টিকিট কিন্তু আপনাকে কাটতে হবেই। এখানে কিন্তু মোটেও কাটতে হচ্ছে না। স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে দিব্যি হোটেল পর্যন্ত চলে যাওয়া যাচ্ছে। এখানকার বলতে মেক্সিকোর কথা বলছি। একসময়ের ফুটবল খেলোয়াড় ও পাহাড়প্রেমী আমি ইতিমধ্যেই ৫৯টি ফুল ম্যারাথন সম্পূর্ণ করেছি। ছোটখাটো ব্যবসার পাশাপাশি ঘুরে বেড়ানোর টানে গত ২৮ এপ্রিল শিলিগুড়ি ছেড়ে বেরিয়ে ১৬টি দেশ ঘুরে ও চারটি ম্যারাথনে অংশ নিয়ে মেক্সিকো এসেছি। ২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপ দেখতে গিয়ে বুঝেছিলাম মানুষ কেন বিশ্বকাপ জ্বরে ভোগে; এখন মনে হয় প্রতিবারই এই জ্বরে ভুগব।

এবারের বিশ্বকাপের যৌথ আয়োজক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো। উত্তর আমেরিকার এই তিন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক শক্তিতে ৩০ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি জিডিপি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবার চেয়ে এগিয়ে। কানাডার জিডিপি আড়াই ট্রিলিয়ন আর মেক্সিকোর জিডিপি মাত্র দুই ট্রিলিয়ন ডলার। তবে মার্কিন মুলুকে বিশ্বকাপের সময় যাতায়াত ভাড়া দেখে ফুটবলপ্রেমীদের মাথায় হাত। নিউ ইয়র্ক থেকে মেটলাইফ স্টেডিয়াম যাওয়ার সাধারণ ট্রেন ভাড়া ১৩

ডলার হলেও বিশ্বকাপের দেড় মাসের জন্য তা বাড়িয়ে একলাফে প্রায় ৫০ মার্কিন ডলার করা হয়েছে। বস্টন থেকে ফক্সবরো যাওয়ার ভাড়াও সাধারণ সময়ের ২০ ডলার থেকে চারগুণ বাড়িয়ে ৮০ ডলার করেছে ম্যাসাচুসেটস ট্রানজিট অথরিটি।

অন্যদিকে মেক্সিকোর উদার আতিথেয়তা দর্শকদের মন জয় করেছে। বিমানবন্দর ও শহরের মধ্যে যাতায়াতের বাসে দর্শকদের কোনও ভাড়াই দিতে হচ্ছে না। শহর থেকে স্টেডিয়ামে যাওয়ার বাস ভাড়া মাত্র ১৬.৮ মেক্সিকান পেসো, যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৯০ টাকা। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, খেলা শেষে বিশেষ বাস দর্শকদের স্টেডিয়াম থেকে মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত নিখরচায় পৌঁছে দিচ্ছে এবং সেখান থেকে মেট্রো করেও সবাই বিনামূল্যে গন্তব্যে চলে যাচ্ছে। কাতার বিশ্বকাপের দোহাতেও দর্শকদের যাতায়াত সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ছিল। আমেরিকার এই আচরণ দেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুই বিঘা জমি' কবিতার সেই বিখ্যাত লাইন মনে পড়ে: 'এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি / রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।' মানুষের জীবনে সুখের চেয়ে শান্তির প্রয়োজন অনেক বেশি, আর সেই মানসিক শান্তি মার্কিনদের চেয়ে মেক্সিকানদের অনেক বেশি আছে।

তবে ফুটবল এখন আর গরিবের বিনোদন রইল না। স্টেডিয়ামে বসে ম্যাচ দেখতে ন্যূনতম ৫০০ মার্কিন ডলার খসবে। প্রিয় দলের খেলার জন্য ৮০০ থেকে ১০,০০০ ডলার এবং ফাইনাল দেখতে ১৪,০০০ থেকে ২৫,০০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত গুনতে হতে পারে। বিশ্বজুড়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে গেলেও স্টেডিয়ামের একটি আসনও কিন্তু খালি পড়ে থাকছে না।

বিশ্বকাপের অন্যতম সেরা থ্রিলারের

অপেক্ষায় ফুটবল বিশ্ব

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১ জুলাই : নিউ ইয়র্কের ফিফথ অ্যাভিনিউয়ের ব্যস্ত রাজপথ। যেখানে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ ছুটছেন নিজেদের গন্তব্যে, সেখানে টুপি আর রোদচশমা পরে আর পাঁচজন সাধারণ পর্যটকের মতোই ঘুরে বেড়াচ্ছেন একজন। ফুটবলের দুনিয়ায় যিনি 'অ্যান্ড্রয়েড' বা 'সাইবর্গ' নামে পরিচিত, সেই আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড আসলে মাঠের বাইরে নিছকই এক শান্তিপ্রিয় মানুষ। ক্যামেরার ফ্ল্যাশ, অটোগ্রাফের আবদার আর জয়ের চাপ- সব কিছু থেকে দূরে, নিজের ছোটবেলার প্রেমিকা ইসাবেলের হাত ধরে এই উত্তর আমেরিকার বিশ্বকাপকে আক্ষরিক অর্থেই ছুটির মেজাজে উপভোগ করছেন নরওয়ের এই মহাতারকা।

তবে মাঠের ভেতরে হাল্যান্ড কিন্তু এক অন্য গ্রহের প্রাণী। গত ২৮ বছর ধরে যে নরওয়ে বিশ্বকাপে কোনও গোল পায়নি, তাদের একাই নকআউটের টিকিট এনে দিয়েছেন তিনি। আইভরি কোস্টের বিরুদ্ধে রাউন্ড অফ ৩২-এর ম্যাচে ৮৬ মিনিটে অস্কার বব আর প্যাট্রিক বার্গের অনবদ্য টিমওয়ার্কের ফসল হিসেবে যখন হাল্যান্ড জাল কাঁপালেন, তখন নরওয়ের ৫৬ লক্ষ মানুষের স্বপ্ন যেন বাস্তব রূপ পেল। ২-১ গোলে জিতে নরওয়ে এই প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের শেষ ষোলোতে। আর এই নকআউটে তাদের প্রতিপক্ষ কে? স্পেস সিটিতে জাপানকে হারানো সেই ব্রাজিল। ৫ জুলাই নিউ জার্সিতে ফুটবলের সবুজ গালিচা সাক্ষী হতে চলেছে এই বিশ্বকাপের অন্যতম সেরা দ্বৈরথের-ভিনিসিয়াস জুনিয়ার বনাম আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড।

এই অ্যান্ড্রয়েডের গল্পটা কিন্তু একেবারেই অন্যরকম। ইংল্যান্ডের লিডসে জন্ম হলেও, হাল্যান্ড মনেপ্রাণে নরওয়েজিয়ান। তাঁর বাবা আলফ-ইঙ্গে হাল্যান্ড ছিলেন নরওয়ের জাতীয় দলের খেলোয়াড়, আর মা ছিলেন হেপ্টাথলন চ্যাম্পিয়ন। রয় কিনের সেই কুখ্যাত ট্যাকলে বাবার ফুটবল কেরিয়ার অকালে শেষ হয়ে যাওয়ার পর হাল্যান্ড পরিবার ফিরে আসে নরওয়ের ছোট্ট শহর ব্রায়নে। এই শহরের জনসংখ্যা মাত্র ১২,২০০। এখানেই ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন দেখা শুরু হাল্যান্ডের।

ব্রায়নের যুব দলের সতীর্থ মাইকেল ভিগ্রেস্টাডের কথায়, ছোটবেলা থেকেই হাল্যান্ডের মধ্যে জয়ের এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা ছিল। 'একবার অনূর্ধ্ব-১৩ টুর্নামেন্টে পরের রাউন্ডে যেতে আমাদের ৮টা গোল দরকার ছিল। কোচ হাল্যান্ডকে মাঝমাঠ থেকে তুলে স্ট্রাইকারে খেলালেন, আর ও একাই ৯টা গোল করে দিল!' মাইকেল বলছিলেন, 'গোল মিস করলে ও কাঁদত, রেগে যেত, কিন্তু ভেঙে পড়ত না। ওই জেদটাই ওকে আজকের হাল্যান্ড তৈরি করেছে।'

তবে মাঠের বাইরে হাল্যান্ড একজন আদ্যোপান্ত মাটির মানুষ। প্রকৃতি, পাহাড়, মাছ ধরা আর গ্রামীণ জীবন তাঁর বড্ড প্রিয়। অবসর জীবনে তিনি মা-বাবার মতোই একটা খামারে থাকার স্বপ্ন দেখেন। পরিবারের শিক্ষকতার ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান জানিয়ে সম্প্রতি বাবা আর ছেলে মিলে ১ লক্ষ ১৮ হাজার ইউরো দিয়ে কিনেছেন ১৫৯৪ সালে ছাপা নরওয়েজিয়ান ভাইকিং রাজাদের একটা বই, যা তারা ব্রায়ন শহরের লাইব্রেরিতে দান করেছেন।

৫ জুলাইয়ের মহারণ নিয়ে এখন উন্মাদনার পারদ চরমে। একদিকে সাম্বা ছন্দে বিভোর ভিনিসিয়াস, অন্যদিকে ভাইকিং রক্তে ফুটতে থাকা হাল্যান্ড। নিউ জার্সির ফুটবল-ক্যানভাসে সেদিন শুধু ট্যাকটিক্সের লড়াই হবে না, মুখোমুখি হবে ফুটবলের দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন দর্শন। কার্লো আন্সেলোত্তির শিল্প আর ঐতিহ্যের সামনে এক ভাইকিং সাইবর্গের এই নির্মম শক্তি কতটা ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে, এখন সেই মায়াবী সংঘাতেরই প্রহর গুনছে গোটা বিশ্ব।

প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে পরস্পরকে টেক্কা দেওয়ার লড়াইয়ে নামবেন ব্রাজিলের ভিনিসিয়াস জুনিয়ার (বাঁয়ে) ও নরওয়ের আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড।

ভিনিসিয়াস বনাম হাল্যান্ড

কুইনোনেস-জিমেনেজ জাদুতে

অপ্রতিরোধ্য 'এল ট্রি'

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বাপ্পাদিত্য সাহা

মেক্সিকো-২ (কুইনোনেস, জিমেনেজ)
ইকুয়েডর-০

মেক্সিকো সিটি, ১ জুলাই : প্রকৃতির কি অদ্ভুত খামখেয়ালিপনা! মেক্সিকো সিটির ঐতিহাসিক অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামে যখন মেক্সিকো আর ইকুয়েডর শেষ বত্রিশের লড়াইয়ে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে, আকাশ তখন এক গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা। মুহুর্মুহু বজ্রপাত আর দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে ফিফা কিক অফ এক ঘণ্টা পিছিয়ে দিতে বাধ্য হল। কিন্তু ৮০,৮২৪ জন মানুষের আবেগকে কি আর প্রকৃতির ভ্রুকুটি দিয়ে বেঁধে রাখা যায়? বৃষ্টির মধ্যেই গ্যালারিতে তৈরি হল সবুজ সমুদ্র। কর্মসূত্রে মেক্সিকান হয়ে ওঠা আমার প্রবাসী বাঙালি সত্ত্বাটাও ওই এক ঘণ্টা গ্যালারির ভিড়ে দাঁড়িয়ে ভিজেছে, আর অবাক হয়ে দেখেছে ফুটবল নামক ধর্মের প্রতি মানুষের নিঃশর্ত সমর্পণ। আকাশছোঁয়া কংক্রিটের এই কাঠামোর মাঝে দাঁড়িয়ে নিজেকে বড্ড ক্ষুদ্র মনে হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু ওই হাজারো মানুষের মিলিত অপেক্ষার স্পন্দন বুঝিয়ে দিচ্ছিল, আমরা কেউ একা নই।

রাত ৮টায় যখন কিক অফের বাঁশি বাজল, তখন আকাশের ঝড় থেমেছে ঠিকই, কিন্তু আসল ঝড়টা উঠল মাঠের সবুজ গালিচায়। ঘড়ির কাঁটায় তখন মাত্র দু'মিনিট পেরিয়েছে, আর গ্যালারির প্রতিটি প্রান্ত থেকে আটলান্টিকের ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ছে ঐতিহ্যবাহী স্প্যানিশ গর্জন- 'ওলে!' সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দুই হাজার মিটারেরও বেশি উচ্চতায় ইকুয়েডর যে প্রথম থেকেই ধুঁকবে, সেটা জানাই ছিল। ২২ মিনিটে অফসাইড ফাঁদ ভেঙে জুলিয়ান কুইনোনেস যখন বলটা রকেটের গতিতে জালে জড়ালেন, অ্যাজটেকার গ্যালারি যেন আক্ষরিক অর্থেই কেঁপে উঠল। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই, ৩১ মিনিটে ইকুয়েডর রক্ষণের মারাত্মক ভুলে রাউল জিমেনেজের নিখুঁত ফিনিশ। স্কোরবোর্ড ২-০। বৃষ্টিভেজা রাতে গ্যালারিতে তখন শুধুই আবেগের অশ্রুৎপাত আর উড়ন্ত সোমব্রেরো টুপি।

দ্বিতীয়ার্ধে ইকুয়েডর কিছুটা ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করলেও মেক্সিকোর জমাট রক্ষণের সামনে তা বারবার মুখ থুবড়ে পড়ে। এই বিশ্বকাপে চারটি ম্যাচ খেলে আটটা গোল করেছে মেক্সিকো, কিন্তু একবারের জন্যও তাদের রক্ষণ ভাঙতে পারেনি কেউ। নিখুঁত জ্যামিতির মতো একটা নিশ্ছিদ্র দেওয়াল। ইকুয়েডরের হতাশা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, ইনজুরি টাইমে রেফারির চোখের আড়ালে প্রতিপক্ষের সঙ্গে কথা বলার সময় মুখ ঢাকার অদ্ভুত কারণে লাল কার্ড দেখেন আর্সেনালের ডিফেন্ডার পিয়েরো হিনক্যাপি।

এই অ্যাজটেকা আসলে মেক্সিকোর কাছে এক দুর্ভেদ্য দুর্গ। এখানে খেলা ৮৯টি প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচের মধ্যে ৭০টিতেই জিতেছে তারা, হেরেছে মাত্র দুইটিতে। আর বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে এই মাঠে এখনও পর্যন্ত অপরাজিত 'এল ট্রি'। রবিবার এই একই দুর্গে শেষ ষোলোর লড়াইয়ে নামবে মেক্সিকো, প্রতিপক্ষ হবে ইংল্যান্ড অথবা ডিআর কঙ্গো। টমাস টুচেলের ইংল্যান্ড যদি শেষ পর্যন্ত মেক্সিকো সিটিতে আসে, তবে এই উচ্চতা, এই গ্যালারির গর্জন আর মেক্সিকানদের পায়ের জাদুকরি ছন্দ তাদের জন্য যে এক মারাত্মক অশনিসংকেত হতে চলেছে, তা আজটেকার এই বৃষ্টিভেজা রাত স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল।

দুর্যোগের রাত পেরিয়ে নিখুঁত উড়ান মেক্সিকোর

জয়ের অন্যতম কারিগর জুলিয়ান কুইনোনেসকে নিয়ে উল্লাসে মেতেছেন মেক্সিকোর ফুটবলাররা। ছবি : এএফপি

বিশ্বকাপের আড়ালে অপরাধের বাড়বাড়ন্ত

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

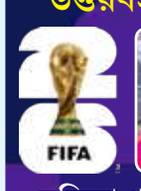

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মায়ামি, ১ জুলাই : পর্তুগাল-কলম্বিয়া ম্যাচের দিন স্টেডিয়ামে যাওয়ার পথে আলাপ হল ভ্লাদিমিরের সঙ্গে। নাম শুনে রাশিয়ান ভাবলে ভুল করবেন, হাসিমুখে জানাল সে কিউবার মানুষ। বাবা-মা ভ্লাদিমির লেনিনের অন্ধ ভক্ত ছিলেন, তাই ছেলের এমন নাম। মায়ামিতে আসার পর থেকে একটা জিনিস খুব স্পষ্ট-এখানে কিউবা তো বটেই, ট্যাক্সিচালক থেকে শুরু করে অন্যান্য পেশার কর্মীরা বেশিরভাগই ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া, কলম্বিয়া বা পেরুর মানুষ। মায়ামির রাস্তায় ইংরেজির চেয়ে স্প্যানিশের দাপট অনেক বেশি। খোদ আমেরিকানরাও এখানে দিব্যি স্প্যানিশে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

কিন্তু এই যে এত লাতিন আমেরিকান মানুষ, এঁরা সবাই কি বৈধ পথে এখানে এসেছেন? গল্পের আসল টুইস্ট এখানেই। গোটা লাতিন আমেরিকা জুড়ে বছরের পর বছর ধরে চলে আসছে মানব পাচারের এক ভয়ংকর চক্র। দারিদ্র্য আর বঞ্চনার হাত থেকে বাঁচতে মেক্সিকো হয়ে, কিংবা জাহাজের খোলে লুকিয়ে আমেরিকায় পাড়ি দেন হাজার হাজার মানুষ। স্বপ্নপূরণের এই দুর্গম পথে প্রাণও হারান অনেকে। আর এখন, বিশ্বকাপের এই আন্তর্জাতিক ডামাডোলের সুযোগ নিয়ে মানব পাচারকারীরা হয়ে উঠেছে আরও বেপরোয়া।

বিশ্বকাপের ভিড় আর শিথিল নজরদারিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে পাচারচক্র। এই বাড়বাড়ন্ত রুখতে ময়দানে নেমেছে পুলিশ। মঙ্গলবারই মায়ামিতে ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, পুলিশের খাতায় যার নাম দেওয়া হয়েছে 'অপারেশন রেড কার্ড'। উদ্ধার হওয়া মানুষদের মধ্যে বেশ কয়েকজন অপ্রাপ্তবয়স্কও রয়েছে, যাদের জোর করে যৌন পেশায় এবং অসামাজিক কাজে বাধ্য করার ছক কষা হয়েছিল। পুলিশের আক্ষেপ, বিশ্বকাপ আয়োজক শহরগুলিকে মিশিয়ে দিয়ে ফায়দা লোটার। আঠারোর নীচে থাকা কিশোর-কিশোরীদের যৌন পেশায় নামানোর এক জঘন্য চক্রান্তও সেখানে বানচাল করেছে পুলিশ।

হার্ড রক স্টেডিয়ামের এক নিরাপত্তারক্ষী জানালেন, বড় কোনও টুর্নামেন্ট এলেই এই সৈকত শহরগুলিতে অপরাধের পারদ চড়ে। আগের কোপা আমেরিকার সময় বিনা টিকিটে মাঠে ঢোকার আড়ালে বোমাবাজির যে ঘটনা ঘটেছিল, তার পেছনেও এই অপরাধজগতের কালো হাত ছিল। পর্যটকদের ভিড়কে হাতিয়ার করে মায়ামিতে ক্রমশ বাড়ছে শিশুদের ওপর যৌন নির্যাতন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে মায়ামি, বোস্টন, ফিলাডেলফিয়া থেকে শুরু করে সান ফ্রান্সিসকো বা সান্তা ক্লারার মতো আয়োজক শহরগুলিতে নিরাপত্তা বলয় আরও নিশ্ছিদ্র করা হচ্ছে। তৈরি হয়েছে বিশেষ সাব-কমিটি। বিশ্বকাপ যত এগোবে, ফুটবলের এই উৎসবের আড়ালে লুকিয়ে থাকা অন্ধকার রুখতে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর তৎপরতাও তত বাড়বে।

ফ্যান পার্কে গুলি

ফিলাডেলফিয়ায় মাদকের থাবা

ইতিমধ্যেই একটি ফ্যান পার্কে গুলি চলার ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন এক ব্যক্তি।

ফিলাডেলফিয়া শহরে নতুন একধরনের মাদকের রমরমা এমন মারাত্মক আকার ধারণ করেছে যে, শহরটি যেন ক্রমশ এক 'জম্বি ল্যান্ড'-এ পরিণত হচ্ছে।

আঠারোর নীচে থাকা কিশোর-কিশোরীদের যৌন পেশায় নামানোর এক জঘন্য চক্রান্তও সেখানে বানচাল করেছে পুলিশ।

টরন্টোয় অস্তমিত হবে

রোনাল্ডো-মডরিচের মধ্যে এক সূর্য

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সন্দীপন রায়

টরন্টো, ১ জুলাই : আগামীকাল আমাদের ঘরের মাঠ বিএমও ফিল্ডে হতে চলেছে এই টুর্নামেন্টের ষষ্ঠ এবং একেবারে শেষ ম্যাচ। এই ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গেই টরন্টো শহরের বিশ্বকাপ আয়োজনের বর্ণময় অধ্যায়ে যবনিকা পতন হবে। গত তিন সপ্তাহ ধরে চলা এক নিরবচ্ছিন্ন ফুটবল উৎসবের শেষে, শহরের এই বিদায়ি মঞ্চ যেন যত্ন করে সাজানো হয়েছে বিশ্ব ফুটবলের দুই প্রাচীন বটবৃক্ষের মহাদ্বৈরথের জন্য- ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এবং লুকা মডরিচ।

রোনাল্ডো এবং মডরিচ- ফুটবল আকাশের দুই উজ্জ্বল নক্ষত্র, যাঁদের আলোয় একসময় পথ চিনেছে রিয়াল মাদ্রিদ। রিয়ালের সাদা জার্সিতে একসঙ্গে ছয়টি মরশুম কাটিয়ে যাঁরা চারটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছেন, তাঁরাই আজ কেরিয়ারের গোধূলিলগ্নে এসে নিজ নিজ দেশে প্রবল সমালোচনার মুখে। চল্লিশের কোঠায় পৌঁছে যাওয়া এই দুই মহাতারকার এটাই যে শেষ বিশ্বকাপ, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে বয়সের ভারে খেলায় আগের সেই গতি বা ধার না থাকলেও, বড় মঞ্চে জ্বলে ওঠার সেই প্রবৃত্তিটা এত সহজে মুছে যাওয়ার নয়। ২০১৮ সালে মডরিচের ক্রোয়েশিয়া ফাইনালে হেরেছে, আর ২০০৬ সালে রোনাল্ডোর পর্তুগাল থেমেছিল সেমিফাইনালে। দুজনের কেউই আজ পর্যন্ত সোনালি ট্রফিটা ছুঁয়ে দেখতে পারেননি। ক্রোয়েশিয়ার ইভান পেরিসিচেরও এটি শেষ বিশ্বকাপ, তাই বিদায়বেলায় অধিনায়ককে যোগ্য সঙ্গত দিতে মরিয়া থাকবেন তিনিও।

এই মরণবাঁচন লড়াইয়ের সাক্ষী হতে চলেছে টরন্টো। বিশ্বকাপের আঙিনায় এই প্রথমবার মুখোমুখি হচ্ছে পর্তুগাল ও ক্রোয়েশিয়া। মাল্টিকালচারাল এই শহরে পর্তুগিজ এবং ক্রোয়েশিয়ান বংশোদ্ভূতদের এক বিশাল জনসংখ্যা রয়েছে, যা টরন্টোর সমাজজীবনের অন্যতম অঙ্গ। এখানকার চেনা ফ্যান জোন 'লিটল ইতালি' বা 'রনসেভ্যালস ভিলেজ'-এর রাস্তাগুলি দিয়ে হাঁটার সময় ইতিমধ্যেই দুই দলের সমর্থকদের উন্মাদনা আর পতাকার রং চোখে পড়ছে। ক্রোয়েশিয়া ইতিমধ্যেই এই মাঠে পানামার বিরুদ্ধে খেলে গিয়েছে, ফলে এখানকার চেনা পরিবেশ আর মাঠের চরিত্রের একটা সূক্ষ্ম সুবিধাও হয়তো ক্রোটরা পাবে।

দশ বছর আগের ২০১৬ ইউরো কাপের প্রি-কোয়ার্টারে এই ক্রোয়েশিয়াকেই অতিরিক্ত সময়ে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিল পর্তুগাল। ক্রোটদের সামনে এবার সেই হারের বদলা নেওয়ার মোক্ষম সুযোগ। বিশ্বকাপের ঠিক আগেই এক প্রস্তুতি ম্যাচে পর্তুগালকে ২-১ গোলে হারিয়ে মডরিচরা বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা এক ইঞ্চি জমিও ছাড়বেন না। ৪০ বছর বয়সেও ক্রোয়েশিয়ার মাঝমাঠের সুর একাই বেঁধে দিচ্ছেন মদ্রিচ। ক্রোট স্ট্রাইকার নিকোলা ভ্লাসিচ বলছিলেন, 'পর্তুগাল বিশ্বমানের দল। মাঠে ছোট ছোট ভুলভ্রান্তিই এই ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেবে।' কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে শ্রীহীন ফুটবলের পর পর্তুগাল কতটা ঘুরে দাঁড়াতে পারবে, সেটাই এখন রবার্তো মার্টিনেজের বড় পরীক্ষা। তবে সব পরিসংখ্যান আর কৌশলের হিসাব ছাপিয়ে টরন্টোর আকাশে আজ শুধুই এক বিষণ্ণ সুর- হয় রোনাল্ডো, নয় মডরিচ একজন জাদুকরের বাঁশি চিরকালের মতো নীরব হতে চলেছে লেক ওন্টারিওর তীরে।

ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে গোল পেতে মরিয়া ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ছবি : এএফপি

পর্তুগালের বিরুদ্ধেও ক্রোয়েশিয়া তাকিয়ে সেই লুকা মডরিচের দিকেই।

কোয়েম্যানের ইস্তফা, বর্ণবিদ্বেষের ছায়া

বিশ্বকাপের নকআউট পর্ব থেকে বিদায় নেওয়ার পরই নেদারল্যান্ডসের কোচের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন রোনাল্ড কোয়েম্যান। মরক্কোর কাছে পেনাল্টি শুটআউটে হারের পর দলের তিন ফুটবলার জাস্টিন ক্লুইভার্ট, কুইন্টেন টিম্বার এবং ক্রিসেনসিও সামারভিল সোশ্যাল মিডিয়ায় চরম বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্যের শিকার হন। এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ডাচ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। পাশাপাশি, কোয়েম্যান তাঁর ইস্তফার ঘোষণায় বলেছেন, 'ফুটবল আমার জীবন হলেও, পরিবারের স্বাস্থ্য সবার আগে।' স্ত্রীর অসুস্থতার কারণেই তিনি ম্যানেজারের পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। ২০২০ সালের ইউরো কাপেও এমন বর্ণবিদ্বেষী ঘটনার সাক্ষী থেকেছিল ফুটবল বিশ্ব, যা আবার ফিরে এল ডাচ শিবিরে!

পেলের পরই মেক্সিকোর মোরা

বিশ্বকাপের ইতিহাসে দ্বিতীয় কনিষ্ঠ ফুটবলার হিসেবে নকআউটের ম্যাচে শুরু থেকে খেলার নজির ছুঁলেন মেক্সিকোর গিলবার্তো মোরা। ১৯৫৮ সালের বিশ্বকাপ কোয়ার্টার ফাইনালে মাঠে নামার সময় কিংবদন্তি পেলের বয়স ছিল ১৭ বছর ২৩৯ দিন। মঙ্গলবার ১৭ বছর ২৫৯ দিন বয়সে ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ নকআউটে খেললেন মোরা।

বয়সের ফ্রেমে বন্দি নন জাদুকর

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

জয় মণ্ডল

প্রজ্ঞার তুলিতে ইতিহাস

লিখছেন মেসি

নিউ জার্সি, ১ জুলাই : ‘অ্যান্ড আই স্টার্ট অ্যাট দি এন্ড, অ্যান্ড ফিনিশ অ্যাট দ্য বিগিনিং।’ গানটার মতোই লিওনেল মেসির গল্পটাও যেন শেষের শুরু আর শুরুর শেষ দিয়ে বোনা। এই আসন্ন, অথচ গৌরবময় বিদায়বেলায় তিনি আমাদের আরও একবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন, কেন তিনি সর্বকালের সেরা। শুধু গোল বা রেকর্ডের জন্য নয়। আসলে রোজারিওর ধুলোমাখা রাস্তায় যে ছেলেটা শুধু ফুটবলটাকে জোরে কিক করতে চাইত, ৩৯ বছর বয়সেও সেই আদিম আনন্দটাই তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। বাকিটা আমরা মিথ বা কিংবদন্তি হিসেবে সাজিয়ে নিতে পারি। তিনি তাঁর কাজটা নিখুঁতভাবে সেরে ফেলেছেন, এবার শুধু একবুক শূন্যতা নিয়ে আমাদের তাঁকে মনে রাখার পালা।

অধিকাংশ ফুটবলারই বয়সের ভারে ম্লান হন, কিন্তু মেসি যেন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও পরিণত এক শিল্পীতে বিবর্তিত হয়েছেন। কুড়ির কোঠায় থাকা সেই ছটফটে তরুণের মতো তিনি আর মাঠজুড়ে দৌড়ান না ঠিকই। বিপক্ষকে খড়কুটোর মতো উড়িয়ে দিতে তাঁকে এখন আর মাঝমাঠ থেকে খেলাও তৈরি করতে হয় না। কিন্তু তিনি এখনও নিঃশব্দে ম্যাচের রং বদলে দেন, অবলীলায় রেকর্ড ভাঙেন। গোটা ফুটবল বিশ্ব আজও যেন তাঁকে ঘিরেই আবর্তিত হয়।

অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর সেই জাদুকরি জোড়া গোল হোক, কিংবা জর্ডনের বিরুদ্ধে ৩-১ ব্যবধানে জয়- মাদ্রিদ, মায়ামি বা ডালাস, সব জায়গাতেই দৃশ্যপট এক। নব্বই মিনিটের হাড়ভাঙা লড়াই শেষে যখন সবাই হাঁপাচ্ছেন, মেসি তখন নিজের শেষবিন্দু দিয়ে মাঠে শিল্পের জন্ম দিচ্ছেন। ২০২৬ বিশ্বকাপ যেন তাঁর সেই সাদা ক্যানভাস, যেখানে তিনি তাঁর শেষ মাস্টারপিসটি আঁকছেন। ‘যতদিন ও মাঠে আছে, প্রাণভরে উপভোগ করে নাও, কারণ সময় বড্ড দ্রুত ফুরিয়ে যায়,’ কথাগুলি বলছিলেন রডরিগো ডি পল। সের্জিও আগুয়েরো বা জাভিয়ের মাসচেরানোদের বিদায়ের পর, তিরিশ পেরোনো মেসি হয়তো এমনই একজন বিশ্বস্ত ছায়াসঙ্গীর খোঁজ করছিলেন, যিনি তাঁর জন্য মাঠে জীবন বাজি রাখতে পারেন। আর কোচ লিওনেল স্কালোনি? তিনি তো এই মহাতারকাকে ঘিরেই আস্ত একটা পরিবার গড়ে তুলেছেন। তাই তো হুলিয়ান আলভারেজ অকপটে বলে ওঠেন, ‘ওঁকে নিয়ে নতুন করে আর কীই বা বলার আছে! উনিই তো ইতিহাসের সেরা।’

অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে করা গোল দুটি নিছকই তাঁর ১৭ বা ১৮ নম্বর বিশ্বকাপ গোল ছিল না; বরং তা ছিল তাঁর এক পরিণত ফুটবল-মস্তিষ্কের নিখুঁত উদযাপন। মেসি এখন হয়তো বিশ্বের দ্রুততম ফুটবলার বা সেরা ড্রিবলার নন। কিন্তু তিনি এখন এমন এক জাদুকর, যিনি সময়কে নিজের হাতের মুঠোয় বন্দি করতে জানেন। আধুনিক ফুটবলের এই দুরন্ত গতির যুগে মেসি খেলেন নিজস্ব এক টাইমলাইনে। বিপক্ষ যখন গতি বাড়িয়ে আক্রমণ শানায়, তিনি তখন সাময়িক বিরতি নেন। সবাই যখন দুই টাচে বল রিলিজ করতে ব্যস্ত, তিনি তখন একটু সময় নিয়ে আরও একটা টাচ নেন। ডিফেন্ডাররা যখন মরিয়া হয়ে নীচে নামেন, মেসি ঠিক তিন সেকেন্ড আগেই তাঁর সতীর্থকে বল বাড়ানোর ফাঁকা জায়গাটা মেপে নিয়েছেন!

কেপ ভের্দে ম্যাচের জন্য তৈরি হচ্ছেন লিওনেল মেসি।

মেসির এই পালাবদল মাইকেল জর্ডন বা রজার ফেডেরারের মতোই রাজকীয়। জর্ডন যেমন শূন্যে ভেসে থাকার মায়া ত্যাগ করে মিড রেঞ্জ শটের রাজা হয়েছিলেন, ফেডেরার যেমন ন্যূনতম পরিশ্রমে পয়েন্ট আদায় করতে শিখেছিলেন, মেসিও ঠিক তেমনই শারীরিক শক্তির চেয়ে এখন মগজাস্ত্রের ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল। তিনি এখন মাঠে হাঁটেন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশ পর্যবেক্ষণ করেন, আর ওই একটা জাদুকরি মুহূর্তের জন্য নিজের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে রাখেন। সাধারণ ফুটবলাররা যেখানে ঘাম ঝরিয়ে সাধারণ দানে মাত দিচ্ছেন, মেসি সেখানে আস্ত দাবার বোর্ডটাই নিজের মগজে সাজিয়ে নিয়েছেন।

জর্ডনের বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচে তিনি যখন বেঞ্চ থেকে মাঠে নামলেন, ডালাস স্টেডিয়ামের গর্জন যেন মুহূর্তেই পালটে গেল। নামার কিছুক্ষণ পরই গোল! আর সেই সঙ্গেই বিশ্বকাপের টানা সাতটি ম্যাচে গোল করার এক অনন্য নজির গড়লেন তিনি, ভেঙে দিলেন জাঁ ফঁতে ও জাইরজিনহোর দীর্ঘদিনের পুরোনো রেকর্ড। মুগ্ধ সতীর্থ গিউলিয়ানো সিমিওনে বলছিলেন, ‘আমি রোজ অনুশীলনে দেখি, মানুষটা কীভাবে নিজেকে তৈরি করেন। ওর জাদুর সত্যিই কোনও শেষ নেই।’ আর বয়সে ১৮ বছরের ছোট সতীর্থ নিকো পাজের গলায় তো শুধুই বিস্ময়, ‘আমরা তো জানি মেসি কেমন! এই বয়সেও উনি মাঠে নেমে রোজ আমাদের নতুন কিছু করে দেখান।’

বিশ্বকাপের মঞ্চে ১৯টা গোল- এটাই কি তাঁর প্রজ্ঞার সেরা প্রমাণ নয়? মেসি এখন শুধু প্রতিভার সমার্থক নন, তিনি এক জমাট অভিজ্ঞতার মহাসমুদ্র। হাজার হাজার ম্যাচের নিখুঁত স্মৃতি তাঁর মস্তিষ্কে গাঁথা, লক্ষাধিক মুহূর্তের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আজ তাঁর সহজাত প্রবৃত্তিতে পরিণত হয়েছে। তিনি এখন আর ২০১২ সালের সেই তরুণের মতো শারীরিক সক্ষমতা দিয়ে বিপক্ষকে ছারখার করেন না। বরং ২০২৬-এর এই গতির ফুটবলকেই তিনি বাধ্য করেছেন তাঁর নিজস্ব ছন্দের সঙ্গে মানিয়ে নিতে। আর সত্যি বলতে, আধুনিক ফুটবল এখনও এই প্রজ্ঞাবান, পরিণত জাদুকরকে আটকানোর কোনও উপায়ই খুঁজে পায়নি।

> আমি রোজ অনুশীলনে দেখি, মানুষটা কীভাবে নিজেকে তৈরি করেন। মেসির জাদুর সত্যিই কোনও শেষ নেই।
>
> -গিউলিয়ানো সিমিওনে

মেসি-ভক্ত লিওনার্দোর প্রাক্তন

লিওনার্দো ডি’ক্যাপ্রিওর প্রাক্তন প্রেমিকা ক্যামিলা মোরোনকে দেখা গেল মায়ামির গ্যালারিতে, আর তিনি গলা ফাটালেন কিনা লিওনেল মেসির জন্য! আর্জেন্টিনীয় বংশোদ্ভূত এই ২৯ বছরের মডেল ও অভিনেত্রী ছোট থেকেই আর্জেন্টিনার ভক্ত। হলিউডের গ্ল্যামার ছেড়ে সোজা চলে এসেছিলেন আর্জেন্টিনার জার্সি পরে মেসিদের জয় দেখতে। জর্ডনকে ৩-১ গোলে হারিয়ে যখন আর্জেন্টিনা নকআউটে উঠল, তখন আনন্দে আত্মহারা ক্যামিলা ইনস্টাগ্রামে লিখলেন, ‘আর্জেন্টিনীয় হিসেবে কতটা গর্বিত বলে বোঝাতে পারব না!’ ৫৪ লক্ষ ফলোয়ারের কাছে মেসির ছবি শেয়ার করে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, হলিউড স্টারের প্রাক্তন হলেও, ফুটবলপ্রেমে তিনি একজন খাঁটি আর্জেন্টিনীয়!

কে এই ইসাবেল?

ফুটবল মাঠে তিনি ‘অ্যান্ড্রয়েড’, গোলমেশিন- কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড একেবারেই সাদামাটা! আর তাঁর এই সাধারণ জীবনের অন্যতম কারণ তাঁর প্রেমিকা ইসাবেল হাউসেং জোহানসেন। অন্যান্য ফুটবলারদের স্ত্রীদের মতো ইনস্টাগ্রামে বা মডেলিংয়ে তাঁর কোনও উপস্থিতি নেই। ২০০৪ সালে জন্ম নেওয়া ইসাবেল ছোটবেলায়

হাল্যান্ডের সঙ্গেই খেলতেন নরওয়ের ব্রায়ান এফকে ক্লাবে। ফুটবলার হাল্যান্ডের চেয়েও বেশি তাঁর মন জয় করেছিল ইসাবেলের সেই ছোটবেলার বন্ধুত্ব। হাল্যান্ডের কথায়, ‘ইসাবেলই প্রথম আমাকে মেসেজ করেছিল।’ লাইমলাইট থেকে দূরে থেকে ইসাবেল শুধু হাল্যান্ডের মানসিক শক্তির বড় উৎসই নন, তাঁর সফল কেরিয়ারের অন্যতম অনুপ্রেরণাও।

মুখ ঢেকে লাল কার্ড

মেক্সিকোর বিরুদ্ধে ম্যাচ চলাকালীন মুখ ঢেকে কথা বলতে গিয়ে লাল কার্ড দেখলেন ইকুয়েডরের ডিফেন্ডার পিয়েরো হিনক্যাপি। মাঠে আপত্তিকর মন্তব্য আড়াল করতে মুখ ঢেকে কথা বলার প্রবণতা নতুন নয়। তা বন্ধ করতেই এবার বিশ্বকাপে লাল কার্ডের নয়া নীতি কার্যকর করেছে ফিফা। মেক্সিকোর বিরুদ্ধে ম্যাচ চলাকালীন বিপক্ষের এক ফুটবলারের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে মুখ ঢেকে কিছু বলতে দেখা যায় হিনক্যাপিকে। তৎক্ষণাৎ তাঁকে লাল কার্ড দেখান রেফারি।

রসনার তৃপ্তিতেই কি লুকিয়ে আছে স্কালোনির অশ্বমেধের ঘোড়া?

৫০০ কেজি মাংস, ডিবুর হাতে বারবিকিউ

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মায়ামি, ১ জুলাই : কথায় বলে, পেটে খেলে পিঠে সয়! আর সেটা যদি বিশ্বকাপের মতো মহাযজ্ঞ হয়, তবে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের ফুরফুরে মেজাজ ধরে রাখতে রসনাবিলাসের চেয়ে ভালো দাওয়াই আর কী হতে পারে! মায়ামিতে আর্জেন্টিনা শিবিরের দিকে চোখ রাখলেই বোঝা যাবে, মাঠের বাইরের এই নিখাদ পারিবারিক রসায়নটাই আসলে মাঠের ভেতরের আসল জাদু। একদিকে গ্রুপ লিগের প্রতিটি ম্যাচে দাপুটে জয়, অন্যদিকে টিম হোটেলেও বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস। কখনও পাক্কা শেফের মতো অ্যাপ্রন জড়িয়ে বারবিকিউ গ্রিলে মাংস সেঁকছেন গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ, আর ব্যাকগ্রাউন্ডে ডিজে লওটারো মার্টিনেজের জমজমাট মিউজিক। সুস্বাদু সেই বিফ স্টেক খেয়ে মুগ্ধ সতীর্থ গিউলিয়ানো সিমিওনে ডিবুকে দরাজ গলায় দিচ্ছেন একশোয় একশো!

পেশাদার ফুটবলারদের জীবনটা অনেকটাই যাযাবরের মতো। দেশ, পরিবার, শিকড় ছেড়ে বছরের বেশিরভাগ সময়টাই পড়ে থাকতে হয় ভিনদেশে। কিন্তু নিজেদের মাটির টান, সেই চেনা স্বাদ কি এত সহজে ভোলা যায়? তাই তো বিশ্বকাপের এই চূড়ান্ত স্নায়ুর চাপের মাঝেও মেসিরা আশ্রয় খুঁজে নিয়েছেন নিজেদের সেই আদি অকৃত্রিম ঘরোয়া ‘আসাদো’-তে (আর্জেন্টাইন বারবিকিউ)। ছুটির দিনে পাড়ার সবাই মিলে একজোট হয়ে মাংস পোড়ানোর যে চিরাচরিত লাতিন সংস্কৃতি, সেটাই এখন আর্জেন্টিনা শিবিরের অক্সিজেন।

আর এই পুরো প্রক্রিয়ার মূল কারিগর হলেন শেফ দিয়েগো ইয়াকোভোনে। শুনলে অবাক হবেন, দলের প্রাণভোমরা লিওনেল মেসির এটি ষষ্ঠ বিশ্বকাপ হলেও, শেফ হিসেবে দিয়েগোর এটি সপ্তম বিশ্বকাপ! মার্সেলো বিয়েলসা, হোসে পেকারম্যান, দিয়েগো মারাদোনা, আলেহান্দ্রো সাবেয়া, জর্জে সাম্পাওলি থেকে আজকের লিওনেল স্কালোনি-যুগের পর যুগ ধরে কোচ আর ফুটবলারদের মেজাজ-মর্জি সামলে আসছেন তিনি। কে কোনটা খেতে ভালোবাসেন, কার ডায়েটে কী লাগবে, সব তাঁর নখদর্পণে। মোটাসোটা, হাসিখুশি এই মানুষটিই এখন দলের অঘোষিত ‘লাকি চার্ম’।

জানা গেল, এই আসাদোর জন্য একেবারে নিজেদের দেশ থেকে ৫০০ কেজি সেরা মানের মাংস উড়িয়ে এনেছে আর্জেন্টিনা দল। আমেরিকার কঠোর কাস্টমস নিয়মে বিদেশ থেকে কাঁচা মাংস বা ফল আনা প্রায় অসম্ভব হলেও, বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুমতির পর এই ছাড়পত্র আদায় করেছে আর্জেন্টাইন ফুটবল সংস্থা। লোমো, ভাসিওস এন্ট্রানা, মাতামব্রে, পেসেতো ও আসাদো দে তিরা-র মতো বিখ্যাত সব কাট রয়েছে এই তালিকায়। দলের আরেক শেফ কার্লোসি রিকার্ডো বারাহোনা তৃপ্তির হাসি হেসে বলছিলেন, ‘আর্জেন্টাইন বিফের মানের সঙ্গে কারও তুলনাই চলে না। একেবারে কম দামি স্টেকও মুখে দিলে মাখনের মতো গলে যায়। এর স্বাদ আর গন্ধই আলাদা।’

এই মাংসের সঙ্গে থাকছে ‘তোর্তা ফ্রিতা’-র মতো ঐতিহ্যবাহী বড় বড় গোল রুটি, যার কিছু মিষ্টি আর কিছুটা ঝাল। সব মিলিয়ে এনজো ফার্নান্ডেজ বা অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টাররা যেন বিশ্বকাপের রুদ্ধশ্বাস সূচির মাঝেও এক ছুটির পিকনিকের মেজাজে রয়েছেন। পেট ও মন যখন এমন কানায় কানায় পূর্ণ থাকে, তখন তার ইতিবাচক প্রতিফলন তো মাঠের পারফরমেন্সে পড়বেই!

ফুলটাইম গোলকিপার, পার্টটাইম শেফ। রান্নায় মজে এমিলিয়ানো মার্টিনেজ।

রেকর্ড গড়ুন মেসি

এমবাপের লক্ষ্য ট্রফি

নিউ জার্সি, ১ জুলাই : বিশ্বকাপের মঞ্চে গোল্ডেন বুট এবং সর্বকালের সর্বাধিক গোলদাতার সিংহাসন দখলের লড়াইয়ে লিওনেল মেসির ঠিক ঘাড়ের কাছেই নিঃশ্বাস ফেলছেন কিলিয়ান এমবাপে। সুইডেনের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে বিশ্বকাপে নিজের ১৮টি গোল পূর্ণ করেছেন ফরাসি তারকা। মেসির ১৯ গোলের রেকর্ড ছুঁতে আর মাত্র এককদম বাকি তাঁর। চলতি বিশ্বকাপেও ৬টি করে গোল নিয়ে দুজন রয়েছেন সমানে সমানে। কিন্তু ব্যক্তিগত রেকর্ডের চেয়ে দলের সাফল্যকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন এমবাপে।

ফ্রান্স অধিনায়কের স্পষ্ট কথা, ‘আমি নিশ্চিত লিও (মেসি) আরও গোল করবে। তাই ওদিকে আমি খুব একটা মনোযোগ দিচ্ছি না। আমার আসল লক্ষ্য ১৯ জুলাইয়ের ফাইনালে পৌঁছে এই ট্রফিটা জেতা।’

আগামী শুক্রবার কেপ ভের্দের বিরুদ্ধে মাঠে নামছে মেসির আর্জেন্টিনা। অন্যদিকে, শনিবার ফিলাডেলফিয়ায় শেষ ষোলোর লড়াইয়ে ফ্রান্সের প্রতিপক্ষ প্যারাগুয়ে, যারা চরম রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলে চারবারের চ্যাম্পিয়ন জামানিকে সদ্য বিদায় করেছে।

প্যারাগুয়েকে মোটেও হালকাভাবে নিচ্ছেন না ২৭ বছরের এই সুপারস্টার। তিনি সতর্ক করে বলেছেন, ‘প্যারাগুয়ে প্রমাণ করেছে ওদের হালকাভাবে নেওয়ার কোনও জায়গা নেই। এই ম্যাচের আগে আমরা আমাদের ভুলগুলো শুধরে নিচ্ছি।’ ব্যক্তিগত মাইলফলকের মোহ ত্যাগ করে এমবাপের চোখ এখন কেবল ফ্রান্সের তৃতীয় বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্নে।

> আমি নিশ্চিত লিও (মেসি) আরও গোল করবে। তাই ওদিকে আমি খুব একটা মনোযোগ দিচ্ছি না। আমার আসল লক্ষ্য ১৯ জুলাইয়ের ফাইনালে পৌঁছে এই ট্রফিটা জেতা।
>
> -কিলিয়ান এমবাপে

বিশ্বকাপে সর্বাধিক গোলদাতা হওয়ার দৌড়ে লিওনেল মেসির পরেই রয়েছেন কিলিয়ান এমবাপে।

ডেভিডের চোখে গোলিয়াথ বধের স্বপ্ন

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মায়ামি, ১ জুলাই : ৫ লক্ষ ২৫ হাজার মানুষের ছোট্ট একটা দ্বীপরাষ্ট্র। ফুটবলের বিশ্বমঞ্চে তাদের অস্তিত্বটাই যেন একটা আস্ত রূপকথা। সেই কেপ ভের্দেই এবার নক আউটের মরণবাঁচন লড়াইয়ে লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনার সামনে! গ্রুপ পর্বে স্পেনকে গোলশূন্য ড্রয়ে আটকে এবং দু’বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন উরুগুয়েকে ২-২ ড্রয়ে রুখে দিয়ে নক আউটে ওঠা বিশ্বের ক্ষুদ্রতম দেশ হিসেবে ইতিমধ্যেই ইতিহাস গড়েছে তারা। ৩ জুলাই রাউন্ড অফ ৩২-এর মহারণে নামার আগে কেপ ভের্দের চোখে এখন শুধুই ‘ডেভিড বনাম গোলিয়াথ’ মহাকাব্যের স্বপ্ন।

ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার চেয়ে ৬৩ ধাপ পিছিয়ে রয়েছে ব্লু শার্কসরা। বাজির বাজারে তাদের জেতার সম্ভাবনা সাকুল্যে ৪.৮ শতাংশ। তাতে কী! ৪০ বছরের গোলকিপার ভোজিনহার অতিমানবিক গ্লাভস আর কোচ বুবিস্টার দুর্ভেদ্য রক্ষণাত্মক রণকৌশলে ভর করে অসম্ভবকে সম্ভব করার স্বপ্ন দেখছেন খোদ কেপ ভের্দের প্রেসিডেন্ট হোসে মারিয়া নেভেস। বিবিসি-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আত্মবিশ্বাসী প্রেসিডেন্টের স্পষ্ট হুংকার, ‘আমার মনে হয়, আমরা আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে হারাব। বিশ্বকাপে আমরা নিজেদের ভাগ্যলিপি নিজেরাই লিখতে এসেছি। ছোট দলের ওপর কোনও প্রত্যাশার চাপ থাকে না, আর সেটাই আমাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র।’ খোদ আর্জেন্টাইন কোচ লিয়োনেল স্কালোনিও কেপ ভের্দের গতি ও শৃঙ্খলার প্রশংসা করে নিজের দলকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

কিন্তু রূপকথার এই ক্যানভাসে রয়েছে বাস্তবতার রুক্ষ আঁচড়ও। রক্ষণে ইস্পাতকঠিন হলেও, গোল করার ক্ষেত্রে চরম ব্যর্থ এই দলটি (স্পেন ও সৌদি আরবের বিরুদ্ধে গোলশূন্য)। সামনে যখন গ্রুপ লিগেই ছয় গোল করে ফেলা মেসি ও তাঁর আক্রমণভাগ, তখন শুধু রক্ষণ দিয়ে কতক্ষণ দুর্গ বাঁচানো যাবে, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়।

আর এসবের মাঝেই স্বপ্নের এই সোনালি প্রাসাদে ফাটল ধরিয়েছে এক মারাত্মক কেলেঙ্কারি। দলের অধিনায়ক রায়ান মেন্ডেসের বিরুদ্ধে এক ব্রাজিলীয় মহিলা দোভাষীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। চলতি বছরের শুরুতে নিউজিল্যান্ড সফরে এই ঘটনা ঘটে বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই সে দেশের পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের হয়েছে এবং ফিফাও বিষয়টি নিয়ে কড়া বিবৃতি জারি করেছে। ইতিহাস গড়ার ঠিক আগে অধিনায়কের এই কলঙ্কিত অধ্যায় গোটা দলের মনোবলে যে এক বিশাল মনস্তাত্ত্বিক ধাক্কা দিয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। মেসির জাদুকে রুখে দেওয়ার আগে, নিজেদের অন্দরের এই কালো মেঘ সামলানোই এখন রূপকথার কেপ ভের্দের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

> আমার মনে হয়, আমরা আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে হারাব। বিশ্বকাপে আমরা নিজেদের ভাগ্যলিপি নিজেরাই লিখতে এসেছি। ছোট দলের ওপর কোনও প্রত্যাশার চাপ থাকে না, আর সেটাই আমাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র।
>
> -হোসে মারিয়া নেভেস
> কেপ ভের্দের প্রেসিডেন্ট

ভোজিনহার ‘হাত’-এর উপর ভরসা রাখছে কেপ ভের্দে।

জোড়া চোটে জর্জরিত ব্রাজিল

আন্সেলোত্তির ভরসা

তরুণ রায়ান

নিউ জার্সি, ১ জুলাই : বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় নরওয়ের বিরুদ্ধে নামার আগে বড় ধাক্কা খেল ব্রাজিল। জাপানের বিরুদ্ধে ম্যাচে বাঁ পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে নরওয়ে ম্যাচ থেকে পুরোপুরি ছিটকে গেলেন মিডফিল্ডার লুকাস পাকুয়েতা। ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন জানিয়েছে, দ্রুত আরোগ্যের লক্ষ্যে মেডিকেল টিমের কড়া পর্যবেক্ষণে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

পাকুয়েতার পাশাপাশি দলের আরেক তারকা রাফিনহাকেও নিয়ে দুশ্চিন্তা রয়েছে ব্রাজিল শিবিরে। হাইতির বিরুদ্ধে ডান পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ের পুরোনো চোট নতুন করে মাথাচাড়া দেওয়ায় তাঁর মাঠে ফেরা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। এই জোড়া ধাক্কায় প্রথম একাদশ সাজাতে গিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি। এই পরিস্থিতিতে দলের সবচেয়ে তরুণ খেলোয়াড় এএফসি বোর্নমাউথের স্ট্রাইকার রায়ানকে বিকল্প হিসেবে বেছে নিতে পারেন তিনি।

ব্রাজিলের আক্রমণে ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের সঙ্গী হতে তৈরি রায়ান।

দেশঁর পাশে এমবাপেরা

মায়ের প্রয়াণের শোকে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন ফরাসি কোচ দিদিয়ের দেশঁ। নরওয়ে ম্যাচ মিস করে শেষ বত্রিশের লড়াইয়ে সুইডেনের বিরুদ্ধে ফের ডাগআউটে ফিরতেই আবেগঘন মুহূর্তের সাক্ষী থাকল গোটা স্টেডিয়াম। দলের হয়ে প্রথম গোলটি করেই কিলিয়ান এমবাপে সোজা ছুটে যান কোচের দিকে এবং তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। গোটা ফরাসি দল কোচের এই শোকের মুহূর্তে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে, এটাই যেন প্রমাণ করে দিল এমবাপের এই আলিঙ্গন। ৩-০ গোলে জয়ের পর এমবাপে বলেছেন, ‘কোচ কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, আমরা সবাই তাঁর সঙ্গে আছি।’ এই জয় যেন শুধুই নকআউটে ওঠার নয়, ফরাসি শিবিরের ঐক্যেরও প্রতীক।

শুভেচ্ছা

বিবাহবার্ষিকী

☺ **ভাস্কর দে ও গোপা দে :** ‘‘তোমাদের ভালোবাসা আর হাসিখুশি জীবন সবসময় আমাদের অনুপ্রেরণা। এভাবেই সারাজীবন একসাথে ভালো থেকো। শুভ ২৫তম বিবাহবার্ষিকী মা ও বাবা।’’ **ছেলে- শুভ দে, মেয়ে- বিপাশা দে ও বিদিশা দে, শিলিগুড়ি।**

বিশ্বকাপে

স্পেন বনাম **অস্ট্রিয়া**
৩ জুলাই, রাত ১২.৩০ মিনিট

পর্তুগাল বনাম **ক্রোয়েশিয়া**
৩ জুলাই, ভোর ৪.৩০ মিনিট

সুইৎজারল্যান্ড বনাম **আলজিরিয়া**
৩ জুলাই, সকাল ৮.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : ইউনাইটেড স্পোর্টস চ্যানেল ও জিও অ্যাপ

দ্রাবিড়ের দলে অশ্বীন!

ডাবলিন, ১ জুলাই : ক্রিকেট ছেড়েছেন। কিন্তু ক্রিকেট তাঁকে ছাড়তে চাইছে না। আর কয়েকদিনের মধ্যেই শুরু হতে চলেছে ইউরোপিয়ান টি২০ প্রিমিয়ার লিগ। নয়া প্রতিযোগিতার অন্যতম ফ্র্যাঞ্চাইজি দল ডাবলিন গার্ডিয়ান্স। ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের মালিক কিংবদন্তি রাহুল দ্রাবিড়। সেই দ্রাবিড়ের দলের অধিনায়ক ও মেন্টরের ভূমিকায় ইউরোপিয়ান টি২০ লিগে খেলতে দেখা যাবে রবিচন্দ্রন অশ্বীনকে। আজ দ্রাবিড়ের ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের তরফে অধিনায়ক ও মেন্টর হিসেবে অশ্বীনের নাম ঘোষণা হয়েছে। অশ্বীন বছর খানেক আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন। ২০২৫ সালে আইপিএল থেকেও সরে দাঁড়ান তিনি।

ডিআর কঙ্গোর বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে ইংল্যান্ডের জয়ের নায়ক হ্যারি কেন। ছবি : এএফপি

কঙ্গোর রূপকথা থামিয়ে জোড়া গোলে নায়ক কেন

ইংল্যান্ড-২ (কেন-২)
ডিআর কঙ্গো-১ (সিপেঙ্গা)

আটলান্টা, ১ জুলাই : আটলান্টার মার্সিডিজ-বেঞ্জ স্টেডিয়ামে ফুটবল বিশ্ব সাক্ষী থাকল এক রুদ্ধশ্বাস নাটকীয়তার। প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়েও অধিনায়ক হ্যারি কেনের জাদুকরি জোড়া গোলে ভর করে ডিআর কঙ্গোকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় পা রাখল ইংল্যান্ড। এই জয়ের সুবাদে দীর্ঘ এক ঐতিহাসিক খরা কাটাল থ্রি লায়ন্স। ১৯৬৬ সালের ফাইনালে পশ্চিম জার্মানির বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে পিছিয়ে থেকেও বিশ্বকাপ জিতেছিল তারা। এরপর এই প্রথমবার বিশ্বকাপের মঞ্চে প্রথমার্ধে পিছিয়ে থাকার পর দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন ঘটিয়ে ম্যাচ জিতল ইংল্যান্ড। এর আগে এমন ৯টি ক্ষেত্রে তাদের রেকর্ড ছিল রীতিমতো হতাশাজনক (২টি ড্র, ৭টি হার)।

এই ম্যাচে সমস্ত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে একজনই- হ্যারি কেন। বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে গোটা মরশুম দুর্দান্ত ফর্মে থাকা কেন ইংল্যান্ডের জার্সিতেও সমান সতেজ ও প্রাণবন্ত। জুডে বেলিংহাম বা বুকায়ো সাকার মতো তরুণ তুর্কিরা যখন কঙ্গোর জমাট রক্ষণের সামনে বারবার খেই হারিয়ে ফেলছিলেন, তখন নিজের অভিজ্ঞতা ও ক্ষিপ্রতায় কেন প্রমাণ করলেন এখনও তিনিই দলের আসল ‘কিং’।

ম্যাচের শুরুটা অবশ্য ইংল্যান্ডের জন্য দুঃস্বপ্নের মতোই ছিল। ৭ মিনিটেই চ্যান্সেল এমবেম্বার নিখুঁত পাস ধরে ডান পায়ের দুরন্ত শটে জর্ডন পিকফোর্ডকে পরাস্ত করে কঙ্গোকে এগিয়ে দেন ব্রায়ান সিপেঙ্গা। এটি ছিল তাঁর প্রথম আন্তর্জাতিক গোল। গোটা প্রথমার্ধজুড়ে কোনও ভয় ছাড়াই দাপটের সঙ্গে খেলেছে আফ্রিকান দলটি। ৪২ মিনিটে ইয়োয়ান উইসার একটি শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে। অন্যদিকে ইংল্যান্ডের আক্রমণগুলি বারবার আটকে যাচ্ছিল কঙ্গোর গোলকিপার লিওনেল এমপাসির বিশ্বস্ত গ্লাভসে। ফুটবলের জাদুকর মেসির সঙ্গে নামের মিল থাকা এমপাসি এদিন নিজের কাজেও জাদুকরি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বেলিংহামের অন্তত দুটি নিশ্চিত গোলার মতো হেড তিনি অবিশ্বাস্য দক্ষতায় সেভ করেন। হতাশায় মেজাজ হারিয়ে ১৯ মিনিটে হলুদ কার্ডও দেখেন তরুণ বেলিংহাম। ৩৫ মিনিটে মার্কাস র‍্যাশফোর্ডের শট গোললাইন থেকে ক্লিয়ার করেন অ্যারন ওয়ান-বিসাকা। এর ঠিক তিন মিনিট পর কেনের একটি নিশ্চিত গোলের সুযোগ অবিশ্বাস্য ট্যাকলে রুখে দেন কঙ্গোর ডিফেন্ডার অ্যাঞ্জেল তুয়ানজেবে।

প্রথমার্ধে ১-০ গোলে পিছিয়ে থাকার পর ৬০ মিনিটে র‍্যাশফোর্ড ও নোনি মাদুয়েকেকে তুলে নিয়ে অ্যান্থনি গর্ডন ও সাকাকে মাঠে নামান কোচ টমাস টুচেল। আর এই জোড়া পরিবর্তনই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ৭৫ মিনিটে ডেকলান রাইসের পা ঘুরে আসা বল ধরে গর্ডনের নিখুঁত ক্রস থেকে দুর্দান্ত হেডারে এমপাসির প্রতিরোধ ভেঙে ইংল্যান্ডকে সমতায় ফেরান কেন। এরপর ৮৬ মিনিটে ফের গর্ডনের পাস থেকেই বক্সের ভেতর থেকে রকেটের মতো এক শটে বল জালে জড়িয়ে ইংল্যান্ডের জয় নিশ্চিত করেন অধিনায়ক। বিশ্বকাপে ১৩ গোল করে কেন ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি পেলেকে টপকে গেলেন। চলতি বিশ্বকাপে পঞ্চম গোল করে গোল্ডেন বুটের দৌড়ে লিওনেল মেসি ও কিলিয়ান এমবাপের (দুইজনেরই ৬টি গোল) পরেই আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের সঙ্গে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থানে জায়গা করে নিলেন কেন। ৫২ বছরের খরা কাটিয়ে (১৯৭৪ সালে জাইরে হিসেবে শেষবার) নকআউটে ওঠা আফ্রিকান দলটি হেরে গেলেও তাদের অদম্য লড়াই ফুটবলপ্রেমীদের মন জয় করে নিয়েছে।

শেষ ষোলোতে এবার থ্রি লায়ন্সদের সামনে অপেক্ষা করছে আরও কঠিন পরীক্ষা। কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে তাদের প্রতিপক্ষ আয়োজক দেশ মেক্সিকো। খেলা হবে ঐতিহাসিক অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামে, যাকে মেক্সিকানদের ‘দুর্গ’ বলা হয়। কঙ্গো-বধের পর মেক্সিকোর সেই দুর্গ জয় করাই এখন কেন-বেলিংহামদের প্রধান লক্ষ্য।

বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত ম্যাচে স্বস্তি অভিষেক-শ্রেয়সে

ভারত-১৮৯/৭

চেস্টার-লি-স্ট্রিট, ১ জুলাই : ম্যাচ শুরুর আগে ভারতীয় দলের হাডল।

সবার চোখ সেদিকেই। অধীর অপেক্ষা বৈভব সূর্যবংশীর হাতে ভারতীয় দলের টুপি তুলে দেওয়ার দৃশ্য দেখার জন্য। যদিও বিধিবাম। তেমন কিছু ঘটেনি। বোঝা যাচ্ছিল আন্তর্জাতিক অভিষেকের জন্য অপেক্ষা দীর্ঘ হচ্ছে বিস্ময় বালকের। টসের সময় যা পরিষ্কার দেন শ্রেয়স আইয়ার।

প্রথম এগারোয় তিন স্পিনার। প্রত্যাবর্তন ঘটল বরুণ চক্রবর্তীর। কিন্তু যার অপেক্ষায় ছিল ক্রিকেট দুনিয়া সেই বৈভবের জায়গা হয়নি! আয়ারল্যান্ড

রিজার্ভ বেঞ্চেই বৈভব

সিরিজে ভরাডুবির পরও ব্যাটিং লাইনআপে কাঁচি চলেনি! যদিও থিংকট্যাংকের আস্থার মর্যাদা রাখতে এদিনও ব্যর্থ সঞ্জু স্যামসন, ঈশান কিষানরা। ইনিংসে সাকিব মাহমুদের (৩/৩৩) দ্বিতীয় ওভারেই আউট সঞ্জু (১) ও ঈশান (০)।

ঈশান আইসিসি টি২০ ব্যাটিং র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান দখলের দিনে ফিরলেন একরাশ হতাশা নিয়ে। সতীর্থ অভিষেক শর্মাকে পিছনে ফেলে দিয়ে চতুর্থ ভারতীয় (বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদব, অভিষেক) সিংহাসন দখল। যদিও দুর্ভাগ্যের রানআউটে স্মরণীয় দিনকে আরও রঙিন করে রাখার সুযোগ হাতছাড়া। মিড উইকেটে বল খেলেই দৌড়। কিন্তু অভিষেক সাড়া দেননি। মাঝপথ থেকে আর

অর্ধশতরানের পথে শ্রেয়স আইয়ার।

ক্রিজে ফিরতে পারেননি ঈশান।

৬/২, স্কোরলাইন আরও উসকে দিচ্ছিল বৈভবকে রিজার্ভ বেঞ্চে রাখা নিয়ে ক্ষোভকে। এদিনও রিভারসাইড গ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে রবি শাস্ত্রী বলছিলেন, ‘বিস্ময় বালক এক্স ফ্যাক্টর। থিংকট্যাংকের উচিত সেই ফ্যাক্টরকে যত দ্রুত সম্ভব কাজে লাগানো। আয়ারল্যান্ড সিরিজে খেলেনি বৈভব। ফলে ব্যর্থতার চাপ নেই। তরতাজা শরীর ও মন নিয়ে মাঠে নামবে।’ গ্যালারির দাবি, ‘ইউনিভার্সাল বেবি বস’ তোমাকে দেখতে চাই। যদিও কোনও দাবি ধোপে টেকেনি।

টসে জিতে ব্যাটিং নিয়ে শ্রেয়স বলেছিলেন, ‘আয়ারল্যান্ড সিরিজ অতীত। ইংল্যান্ড নতুন সিরিজ। পাঁচটা ম্যাচ। আমাদের জন্য দারুণ সুযোগ। অধিনায়ক হিসেবে দ্বিতীয় সিরিজ। আমি উত্তেজিত।’ যদিও সঞ্জু, ঈশানের দ্রুত আউট সেই উত্তেজনায় জল ঢালছিল। শুরুর আশঙ্কার মাঝে টি২০ র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান হারানোর দিনেই ভরসা জোগালেন অভিষেক।

দ্বিতীয় বলে লিউক উডকে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে শুরু। এরপর সময় যত এগিয়েছে চেনা অভিষেক-শো। গড়লেন আন্তর্জাতিক টি২০-তে সবচেয়ে কম ৭৮৫ বল খেলে ১০০ ছক্কা মারার বিশ্বরেকর্ডও। ২০ বলে হাফ সেঞ্চুরি। ভারতের ইনিংসও তরতরিয়ে এগোচ্ছিল অভিষেকের হাত ধরে। ৬ ওভারে ৬১/২। যখন মনে হচ্ছিল ইনিংস আরও লম্বা হতে চলেছে, তখনই আউট। স্যাম কুরানের নীচু হয়ে আসা বল মিস করে লেগবিফোর হন অভিষেক (৫৯)।

শ্রেয়স অবশ্য টসের সময় বলা কথার মর্যাদা রাখলেন। আয়ারল্যান্ড সিরিজের ব্যর্থতা পিছনে ফেলে চেনা মুডে ভারতীয় দলের ‘সরপঞ্চ’। অভিষেকের সঙ্গে তৃতীয় উইকেটে ৮২ রান যোগ করেন। ফিরলেন অধিনায়ক হিসেবে প্রথম হাফ সেঞ্চুরির (৪৭ বলে ৬৮) স্বস্তি নিয়ে। শেষপর্যন্ত অপরাজিত ২১ বলে ৪২ রানের ক্যামিও ইনিংসে ভারতকে ১৮৯/৭ স্কোরে পৌঁছে দেন শিবম দুবে।

যদিও বৃষ্টির জন্য ইংল্যান্ডের ইনিংস শুরু করা যায়নি। আম্পায়াররা অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করে দেন।

মণীশের হ্যাটট্রিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগের সুপার সিক্সে বুধবার এনআরআই ৬-১ গোলে চূর্ণ করেছে নরেন্দ্রনাথ ক্লাবকে। হ্যাটট্রিক করেন এনআরআই-এর মণীশ কাচুয়া। জোড়া গোল লরেন্সের। তাদের অন্য গোলটি সুনীল আহিলের। নরেন্দ্রনাথের একমাত্র গোলস্কোরার কুঙ্গা তাশি লামা। ম্যাচের সেরা হয়ে মণীশ পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি। বৃহস্পতিবার খেলবে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব ও মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে মণীশ কাচুয়া।

জয়ী রায়গঞ্জ, বিবাদী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : তরাই মর্নিং ফুটবল ক্লাবের ১৬ দলীয় অনূর্ধ্ব-১৫ আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবলে বুধবার রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট ফুটবল অ্যাকাডেমি ২-১ গোলে খাটালি ফুটবল অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। রায়গঞ্জের শুভদীপ সোরেন একটি গোল করে। তাদের অন্যটি আত্মঘাতী। খাটালির গোলস্কোরার উইলসন বারা। ম্যাচের সেরা রায়গঞ্জের সবুজ বিশ্বাস।

বিবাদী ফুটবল অ্যাকাডেমি ২-০ গোলে গ্রামীণ ইয়ুথ স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা বিবাদীর আয়ুষ্মান বিশ্বাস জোড়া গোল করে। ইয়ুথের গোলস্কোরার বীরবল খেস।